মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা

(The Role of Mahathir Mohammad to Malaysia's Economic Development)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন-২০১৮

গবেষক

মোঃ আবু বাসার সিদ্দিক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮ ০২-৯৬৬১৯২০২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

Md. Ataur Rahman Biswas
Professor
Department of Islamic History and Culture
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone +88 02-96619202-73
E-mail: arbiswasdu@gmail.com

Ref..... Date:.....

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোঃ আবু বাসার সিদ্দিক কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত "মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি একটি গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করছি।

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মোঃ আবু বাসার সিদ্দিক এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব এবং একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি।

মোঃ আবু বাসার সিদ্দিক
এম.ফিল.গবেষক
রেজি. নং: ২১৭/২০১২-১৩
সেশন:২০১২-১৩
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামের ইহিতাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস। তাঁর তত্ত্বাবধানে এ অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। বিশাল হৃদয়ের এই পণ্ডিত শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়কই নন, তিনি আমার গবেষণা কর্মের প্রেরণার উৎস এবং অভিভাবকও বটে। মূলত তারই প্রেরণায় আমার মতো একজন নগন্য ছাত্র গবেষণা কর্মের মত একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তার প্রজ্ঞা ও বস্তুনিষ্ঠ উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমার চিন্তা শক্তিকে পরিশীলিত করেছে। গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে অনেক সময় এ কাজটিকে কঠিন মনে হয়েছে। কখনো কখনো হতাশ হয়ে পড়েছি। সে সময় তাঁর সরল আলোচনা ও নির্দেশনা আমার বহু অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছ ও কাজে গতিশীল আনয়ন করতে সাহায্য করেছে। তিনি এ অভিসন্দর্ভের শিরোনাম, অধ্যায় বিন্যাস সহ যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধান করে আমার কাজটিকে সহজ করে দিয়েছেন। সকল কাজের মাঝেও তিনি যে যত্নসহকারে আমাকে সময় দিয়েছেন তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভটির সার্বিক পরিকল্পনা ও অধ্যায় বিন্যাসসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিকে প্রাসঙ্গিক করে উপস্থাপনে সহায়তা করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ও বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আতাউর রহমান মিয়াজী এবং অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী। আমার বন্ধু এবং অত্র বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাইফুল্লাহ এবং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রথম থেকেই এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে আমাকে নানাভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেন। এ জন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শিক্ষকগণের পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা বিভিন্ন সময়ে আমার দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও খুরশীদ আলম, আমার বিভাগের ছোট ভাই, আমাকে সর্বদা সহযোগিতা করেছে। তাঁর সহযোগিতা ব্যতিত আমার এই গবেষণা কর্মটি সঠিক সময়ে সম্পাদন করা কখনই সম্ভব হত না। এছাড়া আমার সহকর্মী মহসীন আল কবির, রুমমেট মোঃ সাখাওয়াত রিপন, মোঃ সোহেল রানা এবং ছোট ভাই মোঃ আজিজুর রহমান, বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করে। মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত আমার বন্ধুবর মোঃ জুলহাসও অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে আমার বড় বোন লাকী পারভীন, বড় ভাই মোঃ আবু সাঈদ সিদ্দিক, ছোট বোন রওজাতুন নেছা, ছোট ভাই মোঃ আবু তারেক সিদ্দিক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ আমাকে যেভাবে গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যেতে উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করেছেন তা প্রশংসার উর্ধ্বে। গবেষণার মত কঠিন কাজ

করতে গিয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন বড় বোন মানসিক ভাবে আমার শক্তি যুগিয়েছেন। তাই আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার পিতা মরহুম মোঃ আবু বকর মলঙ্গী ও মাতা বেগম লুৎফুন নেছার নিকট অপরিশোধযোগ্য ঋণে আবদ্ধ। তাই সৃষ্টিকর্তার নিকট পিতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। একই সাথে অসুস্থ মাতার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। পরিশেষে সুস্থ শরীরে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পেরে আমি পরম করুনাময় আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি আমাকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এ ধরণের একটি গবেষণামূলক কাজ সম্পাদন করার সক্ষমতা দান করেছে। আমি যেন তার সৃষ্টির সেবা করতে পারি এ কামনায় শেষ করছি।

গবেষক

মোঃ আবু বাসার সিদ্দিক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা---------- ১-৬

প্রথম অধ্যায়ঃ মালয়েশিয়ার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ---------- ৭-২৮

১.১ মধ্যযুগের মালয় জগৎ---------- ০৮

১.২ ব্রিটিশ প্রভাবাধীন মালয় উপদ্বীপ---------- ১০

১.৩ মালয়ের স্বাধীনতা ---------- ১৯

১.৪ মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠন---------- ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রাক মাহাথির মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা----------২৯-৪৫

২.১ মধ্যযুগে মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা---------- ৩০

২.২ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক কাঠামো ---------- ৩৩

২.৩ স্বাধীন মালয়েশিয়ার অর্থনীতি---------- ৪১

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মাহাথিরের ক্ষমতা গ্রহণ এবং পূর্ববর্তী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ----------৪৬-৬০

৩.১ চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ---------- ৪৭

৩.২ নতুন অর্থনৈতিক নীতি ---------- ৫১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের উন্নয়ন নীতি----------৬১-১০৫

৪.১ মাহাথির মোহাম্মদ কর্তৃক গৃহীত প্রধান নীতি সমূহ---------- ৬২

৪.২ প্রাচ্যমুখী নীতি ---------- ৬৩

৪.৩ জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ---------- ৭২

৪.৪ নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন---------- ৭৭

৪.৫ শিল্প ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা---------- ৮২

৪.৬ ১৯৯৭ এর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মাহাথির মোহাম্মদের কৌশল ---------- ৮৮

৪.৭ ভিশন ২০২০---------- ৯৬

৪.৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক কৌশল সমূহ---------- ৯৯

পঞ্চম অধ্যায়: মাহাথির উত্তর শাসকগণ কর্তৃক তাঁর উন্নয়ন নীতি অনুসরণ----------১০৬-১১৩

৫.১ ভিশন-২০২০---------- ১০৮

৫.২ লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটি)---------- ১১০

৫.৩ পর্যটন শিল্প---------- ১১০

উপসংহার----------১১৪-১২২

গ্রন্থপঞ্জি----------১২৩-১৩০

পরিশিষ্ট----------১৩১-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আধুনিক মালয়েশিয়া ১৩টি রাজ্য ও ৩টি Federal Territories নিয়ে গঠিত। দেশটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র। দীর্ঘ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শেষে ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হয় এবং ১৯৬৩ সালে "মালয়েশিয়া ফেডারেশন" গঠিত হলেও পরবর্তীতে সিঙ্গাপুরকে পৃথক করে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ মালয়েশিয়া সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে একটি সুপরিচিত রাষ্ট্র। আজ সারা পৃথিবী যে মালয়েশিয়াকে জানে তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এ জন্য মালয়েশিয়ার জনগণকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। একটি দেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং দক্ষ জনশক্তি। তবে নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আর মালয়েশিয়ার মত দেশে এটি আরো বেশি প্রযোজ্য। মালয়েশিয়ার জাতিগোষ্ঠী ছিল শতধাবিভক্ত। মালয়ী, চীনা, ভারতীয়সহ বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে বৈষম্য ছিল লক্ষ্যণীয় মাত্রায়। তন্মধ্যে অর্থনীতিতে চীনা জাতিগোষ্ঠীর, ভূমিতে মালয়ী এবং ভারতীয়দের প্রাধান্য ছিল শ্রমখাতে। আর এই বৈষম্য দূর করে পিছিয়ে পড়া ভূমিপুত্রদেরকে জাতীয় জীবনের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে যে ব্যক্তিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি মালয়েশিয়ার ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। দেশটির জনক এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন টেংকু আব্দুর রহমান (১৯৫৭-৭০ খ্রি.)। এরপর তুন আব্দুর রাজ্জাক (১৯৭০-৭৬) এবং তুন হোসাইন ওন (১৯৭৬-৮১) পর্যায়ক্রমে মালয়েশিয়া শাসন করেন। অত:পর দেশটির মসনদে আগমন ঘটে শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, আধুনিক মালেশিয়ার স্থাপতি ও রুপকার ডা. মাহাথির মোহাম্মদের। ১৬ জুলাই ১৯৮১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সাল পর্যন্ত একটানা ২২ বছর মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্কারের মাধ্যমে এককালের দরিদ্র মালয়েশিয়াকে বিশ্বের ১৪তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। মালয়েশিয়ার ইতিহাসে মাহাথির এক কিংবদন্তীর নাম। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সুদীর্ঘ শাসনামলে তিনি মালয়েশিয়াকে নিয়ে যান অনন্য উচ্চতায়। ১৯৮১ সালে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখনকার মালয়েশিয়া ছিল উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং ২০০৩ সালে অবসর গ্রহণকালীন সময়ের মালয়েশিয়া পরিচিতি লাভ করে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে। তবে দীর্ঘ এই সময়টুকু যে তার জন্য মসৃণ ছিল তা নয়। তিনি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ উন্নয়ন নীতিকে বাধাগ্রস্থ করাসহ তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর

ষড়যন্ত্র করে। মাহাথির দৃঢ় সাহস, দূরদর্শীতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা সব সমস্যার মোকাবেলা করে মালয়েশিয়াকে বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেন। বলা হয়ে থাকে মাহাথির মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিক 'পাওয়ার হাউজে' পরিণত করেন। মাহাথিরের উদার, আদর্শিক ও যোগ্য ভিশনারী নেতৃত্ব আর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয় মালয়েশিয়ানদের জীবন চিত্র। মাহাথির অতীতকে স্মরণে রেখে বর্তমানকে জাগ্রত করেন আর বর্তমানকে সাজানোর সময় ভবিষ্যৎকে তীক্ষ্ণভাবে মনে রাখেন । এভাবেই তিনি নিজ হাতে মালয়েশিয়াকে গড়ে তোলেন। তাই বলা যায় মালয়েশিয়া নামের সাথে মাহাথির মোহাম্মদের নাম অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁকে মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ খেতাব "Seri Maharaja Manghy Negara" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৯৮ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে "Asia's Newsmaker" হিসেবে অভিহিত করে। তিনি দক্ষ হাতে পরিচালানার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান মালেশিয়াকে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নিয়ে যান। রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যোগ্য এবং সুদক্ষ নেতৃত্ব যে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করে দিতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ মাহাথির মোহাম্মদ। তাই অনেকেই মনে করেন তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তাঁর রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নীতি অনুসরণ এবং তাঁর নেতৃত্বকে অনুকরণ করতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের প্রয়োজন তাঁর মত একজন নেতার।

গবেষণা পদ্ধতি

মালয়েশিয়াকে একটি শিল্পোন্নত এমনকি উন্নত দেশে পরিণত করা তথা দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা আলোচনা করা আমার গবেষণার মূল বিষয়। অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হলো "মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা"। এ গবেষণাকর্মে প্রায় সমানভাবে গুণবাচক উপাত্ত ও মাত্রিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রায়োগিক পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ করেছি। অতএব সবদিক বিবেচনা করে বলা যায় গবেষণাকর্মটিতে মিক্সড মেথড ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গবেষণাকর্মটি বাস্তবিকপক্ষে বর্ণনামূলক।

তথ্যের উৎসসমূহ:

গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত যুগোপযোগী হলেও সহজ নয়। অর্থাৎ গবেষণা সম্পন্ন করতে যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটি হলো তথ্য-উপাত্তের উৎস। কিন্তু মালয় ভাষা জানা না থাকায় প্রাথমিক উৎসের সাহায্য নেয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মূল উৎসের যে বইগুলো ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে সেগুলোর কোনটি আমাদের দেশে এসে থাকলেও তা আমার হস্তগত হয়নি। দ্বিতীয় উৎস তথা ইংরেজি ভাষায় অনেক গ্রন্থ এবং প্রচুর প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সেগুলো অপ্রতুল। তাই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আমাকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনলাইন থেকে অসংখ্য প্রবন্ধ এবং বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমার জানা মতে তৃতীয় উৎস তথা আমাদের বাংলা ভাষায় মাহাথিরকে নিয়ে ২টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর একটি রচনা করেন এ কে এম আতিকুর রহমান এবং অন্যটি মাহাথিরকে নিয়ে সম্পাদিত বই যার সম্পাদক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্। আর মাহাথিরের A new Deal for Asia বইটিও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ফলে এসকল বই থেকেও প্রচুর তথ্য নিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বাক্য হুবহু গ্রহণ করতে হয়েছে। সেজন্য আমি লেখকদের নিকট কৃতজ্ঞ। এছাড়া মালয়েশিয়াসহ দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য অনলাইন পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন, মাহাথিরের সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন জরিপ ও পরিসংখ্যান, বিভিন্ন প্রকার সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, প্রাসঙ্গিক রচনাবলি প্রভৃতি থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি :

বর্তমান গবেষণাকর্মে প্রাথমিক ও সহায়ক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্তসমূহ অধ্যায়ন, পর্যালোচনা, তুলনামূলক আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহের প্রয়াস চালান হয়েছে। যখনই কোন জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি তখনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারস্থ হয়েছি এবং তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে তথ্য সংযোজন করেছি। একাধিক উৎস থেকে সত্যতা নিরূপণপূর্বক তথ্যগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা পরিধিঃ

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম যদিও "মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের ভূমিকা" তথাপি এর আলোচনার সূত্রপাত করা হয় মধ্যযুগে মালাক্কা সালতানাত প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকে। অতঃপর মালয় উপদ্বীপে ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীগুলোর আগমন, তাদের বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা, ইংরেজদের পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উপদ্বীপে জাপানী আগ্রাসন, মালয় উপদ্বীপে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক দলের উত্থান ও বিকাশ, মালয়ের স্বাধীনতা অর্জন সর্বোপরি মধ্যযুগ থেকে মাহাথিরের ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের নাতিদীর্ঘ বিবরণ, অতঃপর মাহাথিরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের উল্লেখ, আলোচনা-পর্যালোচনা, বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তার সমাধানের চেষ্টা, মূল্যায়ন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে মূল আলোচনা শেষ করা হয়েছে। মাহাথির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তৃক অর্থনীতিতে তাঁর গৃহীত নীতিসমূহের অনুসরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সবশেষে উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণাকর্মের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

প্রত্যেক গবেষণা কর্মের ন্যায় আমার গবেষণাকর্মেরও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রধান সংকীর্ণতাগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তথ্যের অপ্রতুলতার কথা। দ্বিতীয়ত আর্থিক সীমাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন কারণে মাহাথিরের দেশ মালয়েশিয়ায় গমন করে আলোচ্য ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহ সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং তাঁকে নিয়ে মালয় ভাষায় রচিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত দলীল দস্তাবেজ অধ্যায়ন সর্বোপরি উক্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ফলে একদিকে যেমন গবেষণাকর্মটির কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি অপরদিকে সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রেও কিছুটা ঘাটতি থেকে গেছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্তেও গবেষণাকর্মটিকে বস্তুনিষ্ঠ করা এবং গঠনমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাসঃ

মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ, মাহাথির মোহাম্মদের উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণের সময়কাল, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির আলোকে গবেষণাকর্মকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে মালয়শিয়ার স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়কার বিভিন্ন ঘটনা বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাসকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছি। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** মাহাথিরের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে মালয়ের অর্থনৈতিক বিকাশের উপর একটি সাধারণ বিবরণ রয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** মাহাথিরের প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে শুরু করে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) গ্রহণ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। **চতুর্থ অধ্যায়ে** মাহাথিরের প্রাচ্যমুখী নীতিসহ তাঁর নিজস্ব পদক্ষেপ যেমন ভিশন-২০২০, এনডিপি, পুত্রজায়া নির্মাণ, মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডর প্রতিষ্ঠা, পেট্রোনাস টাওয়ার নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছি সেটি হলো- ১৯৯৭ এর অর্থনৈতিক সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য মাহাথির কর্তৃক অনুসৃত পদক্ষেপসমূহ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিসমূহকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী কিছু বিষয়ও এ অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। মাহাথির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তৃক অনুসৃত এমন কয়েকটি নীতির, যার সূচনা হয়েছিল মাহাথিরের হাতে, উল্লেখ রয়েছে **পঞ্চম অধ্যায়ে**। **উপসংহারে** সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছি। আর পরিশিষ্টে মাহাথির মোহাম্মদ কর্তৃক বাস্তবায়িত মেগা প্রজেক্টসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির চিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মালয়েশিয়ার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ

মধ্যযুগের মালয় জগৎ

মধ্যযুগে ভৌগলিক অঞ্চল হিসেবে মালয় জগৎ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত ছিল না। মালয় জগতকে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বর্গরাজ্য বলা হয়।[১] তবে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মালয় জনগোষ্ঠীই ছিল নেতৃস্থানীয়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জীবন-যাপন প্রণালীও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ যেমন ছিল তেমনি একেশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদেও কেউ কেউ বিশ্বাস করত। তবে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ প্রতুষ্যে দেখা শক্তিমান বস্তুর পূজা করত। তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। যেমন তারা '১৩' সংখ্যাকে দূর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম দুটি বৃহৎ সভ্যতার কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ ও চীন। মালয় জগৎ এ দুটি সভ্যতার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের সভ্যতা বিকাশের এক পর্যায়ে এ অঞ্চলে সভ্যতা দুটির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। মালয় জগত বিশেষ করে আধুনিক মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, উক্ত অঞ্চলসমূহকে ভারতীয়কৃত (Indianized)[২] বা হিন্দুকরণকৃত (Hinduized) বলা হতো।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক।[৩] ভূপ্রকৃতি, সমাজ কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনীতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মালয় জগতে দু'ধরনের রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে ওঠে।

প্রথমত- কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো যা একটি কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মন, খেমর, থাই ও ভিয়েতনাম রাজ্যগুলোয় প্রচলিত এ রাষ্ট্র শক্তির উৎস ছিল উর্বর ভূমি, পরিশ্রমী কৃষক, দাস ও ভূমি রাজস্ব।[৪]

দ্বিতীয়ত- ব্যবসা-বাণিজ্য ও শুল্ক নির্ভর রাষ্ট্র কাঠামো। অর্থাৎ নৌশক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক আদায় প্রভৃতি ছিল এ ধরনের রাষ্ট্রগুলোর মূল চালিকা শক্তি। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য, মালাক্কা, সুন্দা প্রণালিতে বানতাম, উত্তর জাভার বনিক রাষ্ট্র ব্রুনাই ও সেলিবিসের মাকাসারের রাজ্যগুলোতে অনুসৃত উক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান পতন নির্ভর করতো বানিজ্যিক রুটের নিয়ন্ত্রণের উপর। যারা নৌশক্তির দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো তাদেরকেই এসব বণিকতান্ত্রিক রাজ্যের[৫] নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ মধ্যযুগে সমগ্র

---

[১] D.G.E. Hall, A History of South-East Asia, New York : St Martin's Press, 1968, p- 10

[২] Victor Purcell, The Chinese Malaya, Oxford University Press, 1948, pp- 4-5

[৩] মুসা আনসারী, মালয় জগতের ঐতিহাসিক রূপরেখা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৯, পৃ-২৫

[৪] ঐ, পৃ-২৭

[৫] ঐ, পৃ-২৭

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের উত্থান-পতনের মূলে ছিল এ দু'ধরনের রাষ্ট্র ব্যাবস্থার মধ্যকার দ্বন্দ্ব।[৬]

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে (১৪০২) মানব সভ্যতার অন্যতম সুপ্রাচীন আবাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপে মালাক্কা বন্দর কেন্দ্রিক মালাক্কা রাষ্ট্রের উত্থান এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম ধর্মের প্রসার এ অঞ্চলের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মালাক্কা রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন পালেমবাঙ রাজ্যের শৈলেন্দ্র যুবরাজ পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের এক হাজার অনুসারী ছিল। পরমেশ্বর তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর ৯০'র দশক থেকে মালাক্কা প্রণালীর অদূরে মুয়ার নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। মৎস শিকার, স্বল্প পরিসরে কৃষিকাজ এবং জলদস্যুতার মাধ্যমে এখানে তিনি ৬ বছর অতিবাহিত করেন।[৭] অর্থাৎ মালাক্কা এসময় ছিল মৎস্য শিকারি ও জলদস্যুদের আড্ডাখানা।[৮] ১৪০১ সালের শেষ দিকে পরমেশ্বর তাঁর সহযোগীদের নিয়ে মালাক্কা প্রণালীর পাশে বসতি গড়ে তোলেন[৯] এবং ১৪০২ সালে মালাক্কা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন।

পরমেশ্বর নয়া প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে পিরামিডতুল্য সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মালাক্কার সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজা (পরবর্তীতে সুলতান) ছিলেন শীর্ষ ব্যক্তি।[১০] তিনি চীনের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৪১৪ সালে পরমেশ্বর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বাস্তবতাই ছিল তাঁর ধর্মান্তরের মূল কারণ।[১১] পরবর্তীতে মোজাফ্ফর শাহ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা প্রদান করে মালাক্কা রাষ্ট্রকে সালতানাতে রূপান্তর করেন। মুজাফফর শাহ ছিলেন মালাক্কা সালতানাতের শেষ্ঠ শাসক। তবে এই ঘটনার পর মালাক্কা নগররাষ্ট্রের বিকাশ এবং একই সাথে রাজ্যে ইসলামের বিস্তার ত্বরান্বিত হয়। নিম্নে মালাক্কা সালতানাতের শাসকবর্গের একটি তালিকা উল্লেখ করা হল-

- ❖ রাজা পরমেশ্বর (১৪১৪ সাল থেকে মেঘায়াত ইস্কান্দার শাহ), ১৪০২-১৪২৪
- ❖ শ্রী মহারাজা (মোহাম্মদ শাহ), ১৪২৪-১৪৪৪
- ❖ পরমেশ্বর দেব শাহ (রাজা ইব্রাহিম), ১৪৪৪-১৪৪৫
- ❖ সুলতান মোজাফ্ফর শাহ, ১৪৪৫- ১৪৫৯
- ❖ সুলতান মনসুর শাহ, ১৪৫৯-১৪৭৭
- ❖ সুলতান আলাউদ্দিন রিয়াজ শাহ, ১৪৭৭-১৪৮৮
- ❖ সুলতান মাহমুদ শাহ, ১৪৮৮-১৫১১

---

[৬] J.C. Van Leur, Indonesia Trade and Society, The Hague, p-95

[৭] মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মালাক্কা সালতানাত: সরকার ও রাজনীতি, পৃ-৮২

[৮] John F. Cady, South-East Asia, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1979, p-154

[৯] মোঃ আবুল কালাম আজাদ,৮৩

[১০] ঐ-৮৪

[১১] মুসা আনসারী, পৃ- ৩০

মালাক্কা রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য হতে প্রাপ্ত শতকরা ৬ ভাগ, বিদেশি বণিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত শতকারা ১ ভাগ, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত শতকরা ৩ ভাগ শুল্ক। এছাড়া স্থানীয় বাজারে খাদ্য বিক্রয়ের উপর ধার্যকৃত কর এবং বিজিত অঞ্চলকে করদ রাজ্যে পরিণত করেও রাজস্ব আদায় করা হয়।

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে এতদঞ্চলে ইসলামের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বণিকদের মাধ্যমেই মালয় জগতে ইসলামের আগমন ঘটে। তবে ঠিক কখন এবং কোন্ এলাকার বণিকদের দ্বারা এ অঞ্চলে মধ্যযুগে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ধর্ম ইসলামের আগমন ঘটে সে বিষয়ে মতনৈক্য রয়েছে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে মালয় জগতে ইসলামের প্রসারে সবচেয়ে ভূমিকা পালন করে মালাক্কা নগররাষ্ট্র বা মালাক্কা সালতানাত। কিন্তু গণ–ইসলামীকরণে সুফি দরবেশদের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। তবে সুফি দরবেশরা যে অনুকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে গণ-ইসলামীকরণ (Mass Islamization) প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করে সেটি ইসলামের প্রসারে মালাক্কা রাষ্ট্রের সহায়তা ও সমর্থন ব্যতিত সম্ভব ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। এ কথা সত্য যে, তৎকালীন মালয় জগতের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অনুন্নত জীবন সংস্কৃতি প্রভৃতির স্থলে ইসলামের উন্নত সংস্কৃতি, উদার ও সাম্যের বাণী সহজেই মালয় জগতের অধিবাসীদের মনে জায়গা করে নেয়।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোর মসলার খ্যাতি ছিল বিশ্বনন্দিত। এসময় ভারতীয় ও চীনা বণিকদের সঙ্গে আরব ও পারসিক বনিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরব, পারসিক বণিকরা মালয় জগৎ বিশেষ করে মালাক্কা ও এর আশ-পাশের অঞ্চলকে তাদের বাণিজ্য যাত্রার মধ্যে যাত্রাবিরতির জায়গা হিসেবে ব্যবহার করত। তবে মালাক্কা তখনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বস্তুত চতুর্দশ শতকের শুরুতেই মালাক্কা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব বানিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে মালাক্কার উত্থানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ব্রিটিশ প্রভাবাধীন মালয় উপদ্বীপঃ

মালয় জগতে ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী বিশেষ করে ব্রিটিশদের আগমন এবং একপর্যায়ে পর্তুগিজ ও ডাচদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিজয় অর্জন করে মালয় উপদ্বীপের উপর প্রভাব বিস্তার করার ঘটনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। মালয় উপদ্বীপের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সামন্তবাদের গর্ভে জন্ম নেওয়া বণিকতন্ত্রের বিকাশের পথে সৃষ্ট বাধা তথা সামন্ত মূল্যবোধের অপসারণের জন্য গড়ে ওঠে রেনেসাঁস (Renaissance)

আন্দোলন। এরপর অনেকটা একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement)। এর ধারাবাহিকতায় ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথ ধরে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় জাতিগুলো প্রাচ্যে আগমন করে। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান তথা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পর্তুগিজ নাবিকগণ। ১৪৯৮ সালে ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য করার লক্ষ্যে ভারতের কালিকট বন্দরে আগমন করে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা। উল্লেখ্য যে, এ সকল বিবর্তনের পশ্চাতে দুটি বিশেষ ঘটনা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে- ক্রুসেড ও ১৪৫৩ সালে অটোমান সুলতান ২য় মুহাম্মদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন।

১৫১১ সালে প্রাচ্যে পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা দোন আফনসো দ্যা আলবুকার্ক মালাক্কা সালতানাতের শেষ সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করে মালাক্কা অধিকার করেন। এর ধারাবাহিকতায় পর্তুগিজরা মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। এরপর তাদের অনুসরণে মালয় জগতে ওলন্দাজ ও পরে ইংরেজ বণিকদের আগমন ঘটে। বস্তুত মালয় উপদ্বীপে ইউরোপিয়দের আগমনের প্রাথমিক কারণ ছিল মসলা বাণিজ্য করা।

প্রথম ইংরেজ হিসেবে র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৮ সালে মালক্কায় আগমন করেন। লন্ডনে গিয়ে এতদঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে তার বিবরণ, এর পরবর্তীতে ১৫৯৮ সালে Linschoten এর Itinerario গ্রন্থের অনুবাদের পর ডাচ প্রাচ্য বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরপর ১৫৯৯ সালে গঠিত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বৃটেনের রানী কর্তৃক ১৬০০ সালে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করার সনদ লাভ করে। ১৬০২ সালের জুন মাসে James Lancaster এর নেতৃত্বে কোম্পানির প্রথম অভিযান আচিনে (Achin) আগমন করে এবং তারা এখানে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। H. Middleton এর নেতৃত্বে অন্য একটি অভিযান ১৬০৫ সালে Amboyana তে পৌছে।[১২] প্রাথমিক পর্যায়ে ডাচদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল। কিন্তু Anglo-Dutch অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রথম প্রকাশ পায় যখন ইংরেজ কোম্পানি ১৯০৪ সালে এম্বোয়ানা ও বান্দায় মসলা বাজার মুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করে।[১৩]

---

[১২] Brian Harrison,South-East Asia: A Short History,London:Macmillan,1966,p.p-94-95

[১৩] মুসা আনসারী,মালয় জগতের ঐতিহাসিক রূপরেখা,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯,পৃ-৭০

দ্বিতীয় দশকে সম্পর্কের আরো অবনতি হয় যখন ওলন্দাজ কোম্পানির গভর্নর Pieter Both ১৬১১ সালে বান্টামে এসে ঘোষণা করেন মলুক্কাস, এম্বোয়ানা এবং বান্দার নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র ডাচ কোম্পানির (VOC) হাতে থাকা উচিত। তথাপি ১৬১৩-১৮ এর মধ্যে তারা আচেহ, প্রিয়ামান, জাম্বি, বানতাম, জাকার্তা ও জাপানে ইংরেজরা বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।[১৪] ইংরেজ বাণিজ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও ১৬২৩ সালের প্রথম দিকে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ইংরেজ কোম্পানি বাটাভিয়া ত্যাগ করবে এবং সকল ডাচ উপনিবেশ হতে তাদের ফ্যাক্টরি প্রত্যাহার করবে। বাস্তবিক পক্ষে পর্তুগিজ ও ডাচদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত এম্বোয়ানা গণহত্যার (Amboyana Massacre) মধ্য দিয়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে ইংরেজদের বিতাড়নের পটভূমি রচিত হয়। ১৬৩২ সালে পাটানিতে গ্লোব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হয়। বস্তুত ইতোমধ্যে কোম্পানি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পরিবর্তে ভারতে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় মনোযোগী হয়। ১৬১৩ সালে তারা সুরাটে কুঠি নির্মাণ করে ভারতে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরম্ভ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজরা বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। শুরু হয় বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।

ইতোমধ্যে ইউরোপীয় বাজারে মসলার চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যিক পট পরিবর্তন হতে থাকে। এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট বাণিজ্যিক বিপ্লবের[১৫] প্রেক্ষাপটে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রয়োজনে বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলে একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ গঠনের আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এসময় স্থান নির্বাচনের প্রশ্নটি জটিলাকার ধারণ করে। ডালরিম্পাল সুলু সাগরের বালামবাঙ্গানকে উপনিবেশ গঠনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এরপর ফ্রান্সিস লাইটের বিনতাঙ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অবশেষে লাইট পিনাঙ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। কোম্পানির ডাইরেক্টরদের মতে পিনাঙ তাদের নৌঘাঁটির শর্ত পূরণ করবে না বটে, তবে ঐ অঞ্চলে ওলন্দাজদের একচেটিয়া

[১৪] মুসা আনসারী, পৃ-৭১

[১৫] D.G.E. Hall, A History of South-East Asia, New York : St Martin's Press, 1968,p-280

ব্যবসা ধ্বংস করতে এবং চীনা বাণিজ্য সম্প্রসারণ কাজে সহায়ক হবে।[১৬] পরিকল্পনা অনুযায়ী লাইট ১৭৮৬ সালে তিনটি ক্ষুদ্র জাহাজ দিয়েই মালয় উপদ্বীপের পিনাঙ দখল করেন। পিনাঙ দখল ছিল মালয় অঞ্চলে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় প্রথম সফল ও সক্রিয় পদক্ষেপ।[১৭]

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর পরিবর্তিত ইউরোপীয় রাজনীতি মালয় জগতে ইউরোপীয়দের পারস্পারিক বাণিজ্যিক নীতিসমূহকে প্রভাবিত করে। ১৭৯৫ সালে মালাক্কা, এ্যাম্বোয়ানা এবং সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ব্রিটিশরা দখল করে নেয়।[১৮] ১৮১৪ সালে লন্ডনে সম্পাদিত 'Anglo-Dutch Convention' অনুসারে ব্রিটিশরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেঙকুলীনের বিনিময়ে মালাক্কা ব্যতিত তাদের অধিকৃত সকল ওলন্দাজ এলাকা হল্যান্ডকে প্রত্যার্পণ করে ।

১৮০৫ সালে পিনাঙকে কোম্পানীর চতুর্থ প্রেসিডেন্সির মর্যাদা দেওয়া হলেও এখানে পোতাশ্রয় গড়ে তোলার উপযুক্ত উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে ১৮১২ সালে পিনাঙে নৌঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। ফলে এসময় পিনাঙের সহকারী সেক্রেটারি ও পরে মালাক্কার শাসক স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস মুক্ত বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন স্থানের খোঁজে নিমগ্ন হন। অনেক অনুসন্ধানের পর স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস ফারকুহারকে সঙ্গে নিয়ে ১৮১৯ সালের ২৮ জানুয়ারি জোহর রাজ্যের তামাসুক দ্বীপে অবতরণ করেন। স্থানটি পছন্দ হওয়ায় ৩০ জানুয়ারি সেখানে মালয় প্রধান দাতু তেমেঙগাঙ এর সাথে একটি প্রাথমিক চুক্তি সম্পাদন করেন।

তবে চুক্তির বৈধতার জন্য জোহরের সুলতানের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জোহর রাজ্য তখন তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ইংরেজদেরকে জোহরের প্রাসাদ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়। অর্থাৎ জোহরের সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর আবদুর রহমানের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থে ইংরেজরা হোসেনকে জোহরের সিংহাসনে উপবেশন করায়। এরপর হোসেন ও তেমাঙগাঙ একত্রে উক্ত চুক্তিতে সাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী সুলতানকে বাৎসরিক ৫ হাজার এবং তেমাঙগাঙকে ৩ হাজার ডলার রাজস্ব প্রদানের[১৯] বিনিময়ে তামাসুকে ইংরেজ কোম্পানি একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ

---

[১৬] Hall, p.p- 494-95
[১৭] মুসা আনসারী, পৃ-৮৫
[১৮] Hall, p.p- 497-98
[১৯] Hall, p-499

করার অধিকার লাভ করে। সুলতান ও তেমাঙগাঙ প্রতিশ্রুতি দেন যে অন্য কোন দেশকে তামাসুকে কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবে না। কোম্পানি সুলতান ও তেমাঙগাঙকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।[২০] এভাবে মালয় জগতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২১] পিনাঙ, মালাক্কা ও তামাসুক তথা সিঙ্গাপুর নিয়ে ১৮৩২ সালে গঠিত এই উপনিবেশ প্রণালী উপনিবেশ (Strait Settlement) নামে পরিচিত। বস্তুত এ অঞ্চলগুলো প্রণালী সংলগ্ন হওয়ায় সম্ভবত এরূপ নামকরণ করা হয়। সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশ প্রণালী উপনিবেশের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

এ পর্যায়ে মালয় জগতে নতুন ধরণের রাজনীতির বিকাশ ঘটে। অবাধ ও একচেটিয়া বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ইংরেজ ও ডাচদের মধ্যকার সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হলেও ইউরোপীয় রাজনীতি বিশেষ করে নেপোলিয়নিক যুদ্ধসমূহের প্রেক্ষাপটে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপদ্বীপের অবস্থা বিবেচনায় উদীয়মান শক্তি ফরাসীদেরকে একত্রে মোকাবেলা ও জলদস্যুতা দমনের পটভূমিতে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনের লক্ষ্যে ১৮২৪ সালে উভয় দেশের মধ্যে Anglo-Dutch Treaty বা London Convention স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে ডাচরা মালাক্কা, সিঙ্গাপুর তথা মালয় উপদ্বীপের উপর ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। বস্তুত এ চুক্তি ছিল মালয় জগত ব্যবচ্ছেদের একটি উৎকৃষ্ট দলীল। এর মাধ্যমে মালয় জগত স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে যায়।[২২] এরপর ইংরেজরা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সিঙ্গাপুর পরিণত হয় অবাধ বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্যে। বস্তুত ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ঐ অঞ্চল হতেই আধুনিক মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের জন্ম হয়।

১৮৪১ সালে ইংরেজ বণিক জেমস ব্রুক বোর্নিও দ্বীপের (স্থানীয় নাম কলিমান্টান) গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ব্রুনাই এর সুলতান তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। একারণে তাঁকে সারওয়াকের শ্বেত রাজা বলা হয়। উল্লেখ্য যে ১৮৪৬ সালে সারওয়াককে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ১৮৮৮ সালের মধ্যেই ব্রুনাই ও সাবাহও ব্রিটিশ প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত

[২০] সুবোধ কুমার মুখপাধ্যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, কলকাতা: মিত্রম, ২০১৫, পৃ-৭৩৫

[২১] মুসা আনসারী, পৃ-৮৭

[২২] Barbara Watson Andaya & Leonard Y. Andaya, A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830, Cambridge University Press, 2015, p-301

ইংরেজরা মালয় উপদ্বীপের প্রভাবাধীন রাজ্যগুলোতে Non-Intervention Policy অনুসরণ করে। এরপর তারা সেখানে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করে সেটি Residential System নামে পরিচিত। ৯টি রাজ্যে তাদের তিন ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। পেরাক, সেলাঙ্গার, নেগরি সেমবিলান, ও পাহাঙ রাজ্যকে বলা হতো Federated Malay States (FMS)। অপরদিকে উত্তরাংশের ৪টি রাজ্য তথা কেলানতান, ত্রেঙ্গানু, কেদাহ ও পারলিস Unfederated Malay States (UMS) এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য জোহরে ছিল বিশেষ শাসন ব্যবস্থা।

১৮৩০ এর দশকেও যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মালয় উপদ্বীপের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেনি,[২৩] কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশরা তাদের Non-intervention নীতি থেকে সরে এসে সরাসরি হস্তক্ষেপের পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেন? এর কারণ ছিল- বিশেষত সুয়েজ খাল জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণের ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যের পট পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত মালয়ে বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতিতে প্রণালি উপনিবেশের বণিক সভা এবং চীনা ব্যবসায়ীরা এর প্রতিকার বিধানের জন্য ব্রিটিশদের সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে। অবাধ ও সুষ্ঠভাবে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি ব্রিটিশ স্বার্থেরও অনুকূলে ছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশদের প্রয়োজন এবং চীনা বণিকদের দাবি বিবেচনায় সিঙ্গাপুর কেন্দ্রিক প্রণালী উপনিবেশ (স্ট্রেট সেটেলমেন্ট) কর্তৃপক্ষ মালয় উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে রেসিডেন্টসিয়াল সিস্টেম প্রবর্তন করে।

তবে দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপে বিরাজমান পরিস্থিতিটা একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কারণ এটি রেসিডেন্ট ব্যবস্থা প্রণয়নকে বহুলাংশে অনিবার্য করে তোলে। ভূসম্পত্তি, ক্ষমতা ও রাজস্ব নিয়ে মালয় প্রধানদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা মালয় শাসকশ্রেণী ও চীনা শ্রমিকদেরকে পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে। প্রতিটি শিবিরের প্রতি প্রবাসী পুঁজিপতিদের সমর্থন থাকায় খনিজ অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানা ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপ উপদ্বীপে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে[২৪]। অন্যদিক পেনাঙের ঘি হীন ও হাইসান উপজাতীদের মধ্যকার সংঘর্ষ

[২৩] Barbara Watson, p-291

[২৪] John Gullick, Malaysia, London: Westview Press, 1981, p-23

অরাজকতাকে আরো জটিল করে তোলে। অরাজকতার সুযোগে জলদস্যুরাও তৎপর হয়ে ওঠে। চীনা বাণিজ্যিক জাঙ্কগুলো প্রায়ই আক্রান্ত হত। উনিশ শতকের ষাটের দশকে পেরাক ও সেলাংগরের মধ্যে যুদ্ধের সময় একপক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে জলদস্যুতা প্রশ্রয় দেয়।[২৫] ১৮৭০'র দশকে মালয় উপদ্বীপের লারুব, সেলেংগার, সুংগি উজোং প্রভৃতি এলাকায় চীনা-চীনা, চীনা-মালয় ও মালয়দের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। বস্তুত উক্ত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের সরাসরি হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৮৬৮ সালে প্রণালী উপনিবেশের শাসনভার ইন্ডিয়া অফিস হতে কালোনিয়াল অফিসে স্থানান্তর করা হয়। এসময় পেরাক ও সেলেংগারে চলমান গৃহযুদ্ধ সিঙ্গাপুর ও পিনাঙে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যার ধারাবাহিকতায় ১৮৭৩ সালে ২৪৮ জন চীনা ব্যবসায়ী তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইনসভার নিকট একটি আবেদন পত্র উত্থাপন করে। ইংল্যান্ডেও এসময় হস্তক্ষেপ নীতির সপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। ১৮৭৩ সালে কিম্বারলে ব্রিটিশ মালয় নীতির পরিবর্তনের কথা বলে। এক্ষেত্রে চীনাদের উক্ত দাবিই ছিল প্রধান কারণ।[২৬] প্রণালি উপনিবেশে স্যার এ্যান্ড্রু ক্লার্ককে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।[২৭]

এমতাবস্থায় ১৮৭১ সালে সুলতান আলীর মৃত্যু হলে পেরাকের সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশরা ১৮৭৪ সালে জানুয়ারি মাসে পেরাক নদীর মোহনার অদূরবর্তী স্থান প্যাঙ্করে পেরাক রাজ্য প্রধানদের একটি সভা আহবান করে। উক্ত সভায় এন্ড্রু ক্লার্ক আবদুল্লাহকে আইনসঙ্গত সুলতান ঘোষণা করে তাঁর সাথে প্যাঙ্কর চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী সুলতান একজন ব্রিটিশ অফিসার গ্রহণ করতে রাজি হন যিনি রেসিডেন্ট নামে পরিচিত হবেন। ৬নং ধারা অনুযায়ী ধর্ম ও প্রথা ব্যতিত বাস্তব শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিষয়ে সুলতান উক্ত কর্মকর্তার উপদেশ অনুসারে চলবেন। আর ১০নং ধারায় বলা হয় রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করবেন রেসিডেন্ট। এভাবেই মালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপনীতি বিধিসম্মত করা হয়। পেরাকের প্রথম রেসিডেন্ট ছিলেন J.W.W Birch। ১৯৮৮ সালের মধ্যে সেলেংগার, নেগরি সেমবিলান ও পাহাঙে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়। মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের ৪টি রাজ্য

[২৫] ড. জহর সেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬, পৃ-১২৯
[২৬] D.R. Sar Desai, Southeast Asia: Past and Present, Macmillan, 1989, p-149
[২৭] মুসা আনসারী, পৃ-৯৫

অর্থাৎ পারলিস, কেদাহ, কেলানতান ও ত্রেঙ্গানু ছিল থাই সাম্রাজ্যের করদরাজ্য। কিন্তু ইঙ্গ-থাই চুক্তি অনুসারে ১৯০৯ সালের মধ্যে এগুলো ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। তবে জোহর ১৯১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত উপদেষ্ট গ্রহণ করেনি। রেসিডেন্ট ব্যবস্থা বাস্তববায়ন করার প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথমে পেরাকে এবং পরে অন্যান্য রাজ্যগুলোতে রাজ্য পরিষদ বা স্টেট কাউন্সিল গঠন করা হয়। পরিষদে সভাপতিত্ব করতেন সুলতান।

রেসিডেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মালয় উপদ্বীপের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। প্রত্যেকটি রাজ্যকে কয়েকটি জেলায়, জেলাকে কয়েকটি মুকিম ও মুকিম আবার কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত করা হয়। রেসিডেন্ট ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ভারতীয় ও উপনিবেশিক রীতিতে আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। Hall এটিকে Greater innovation বলে অভিহিত করেন। প্রত্যেক বিচারালয়ে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগী হিসেবে কয়েকজন মালয়ী ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন। অর্থাৎ আধুনিক এই বিচার ব্যবস্থায় মালয়ীদের অংশগ্রহণটাই ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া এ সময় পুলিশ ফোর্স, রাজস্ব বিভাগ, ভূমি জরিপ অফিস গঠন করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল লক্ষণীয়। আধুনিক পদ্ধতিতে টিন উত্তোলন শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে চীনা শ্রমিকরা ছিল নেতৃস্থানীয়। ১৯শতকের শেষ পর্যন্ত চাইনিজদের হাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৮৮৪ সালে ঋণ দাস প্রথার বিলুপ্তি ছিল অন্যতম দৃঢ় পদক্ষেপ। মালয়ের খনিজ ও কৃষি পণ্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটায় ইংরেজ পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়।[২৮] অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন ১৮৮৯ সালে ১ লক্ষ ১০ হাজার থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে ২ লক্ষ ১৪ হাজারে দাঁড়ায়। এসময় আধুনিক হাসপাতালও নির্মিত হয়। তবে এই ব্যবস্থার ফলে সুলতানরা তাদের পূর্ব মর্যাদা হারায়।[২৯] রেসিডেন্ট প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। বাস্তবিকপক্ষে এটি ছিল সনদপ্রাপ্ত কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনের ন্যায় পরোক্ষ শাসনযন্ত্র, সুলতানকে রক্ষা করার পোশাকে ক্ষমতা ব্যবহারের পদ্ধতি। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত রাজ্যগুলো নিয়ে সুইটেনহাম একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। স্ট্রেট সেটেলমেন্টের গভর্নর স্যার চার্লস মিচেল এটিকে অনুমোদন করেন। লন্ডনের কালোনিয়াল অফিস এটিকে সমর্থন করে। রাজ্য ৪টি এবং এর রেসিডেন্টদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি

[২৮] ঐ, পৃ-১০১

[২৯] Desai, p-151

এবং সিঙ্গাপুর থেকে সহজে রেসিডেন্টদের নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৬ সালের ১লা জুলাই উক্ত ৪টি রাজ্য নিয়ে The Federated Malay States (FMS) গঠিত হয়। কুয়ালালামপুরকে FMS এর রাজধানী করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি রেসিডেন্ট জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয় যার মূল দায়িত্ব হবে ৪টি রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং শাসনকার্য তত্ত্বাবধান করা। সুইটেনহামকে প্রথম রেসিডেন্ট জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯৭ সালে কুয়ালা কাংসারে রাজ্যগুলোর সদস্যদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ সালে কুয়ালালামপুরে ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দৈনন্দিন শাসন সংক্রান্ত নীতি কুয়ালালামপুরের আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।[৩০] রেসিডেন্ট জেনারেলের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রণালী উপনিবেশের (SS) গভর্নর। তার নতুন পরিচয় হলো High Commissioner for the Federated Malay States।

FMS'র ফলে যুক্তরাজ্যগুলোতে রেলপথের প্রসার, একই ধরণের ভূমি ও খনি আইনের প্রচলন, ভূমি জরিপ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কৃষি, বন সম্পদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা শুরু হয়। রাজ্যগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তবে শাসনব্যবস্থার প্রক্রিয়া হিসেবে FMS বিশেষভাবে সমালাচিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃত যুক্ত রাজ্য গঠিত হয়নি। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনও হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে এর মাধ্যমে রাজ্য পরিষদগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। সুলতানদের ক্ষমতা হ্রাস ও মালয়দের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পায়। রেসিডেন্টরা ক্ষমতা এমনভাবে কুক্ষিগত করে যে Federation (১৮৯৬ হতে) শব্দটি উপহাসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।[৩১] Harrison বলেন, ফেডারেশন ছিল নাম মাত্র প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতা বিভাজনের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। K. G. Trengoning এর মতে, "Swettenham Created not a nation but an amalgamation". বাস্তবিক পক্ষে রেসিডেন্ট পদ্ধতি ছিল সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি শাসনের নামে পরোক্ষ শাসনযন্ত্র, সুলতানকে রক্ষা করার পোশাকী ক্ষমতার ব্যবহার। ১৯০৯ সালে ১৩ জন সদস্য নিয়ে একটি Fedaral Council গঠন করা হয়। এরপর রেসিডেন্ট জেনারেলের পদের নাম পরিবর্তন করে Chief Secretary পরে Federal Secretary করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে আয়-ব্যয়ের

[৩০] জহর সেন, পৃ-১৩৪
[৩১] Desai, p-158

হিসাব-নিকাশ করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি দখল পর্যন্ত উক্ত ৪টি রাজ্যে FMS কার্যকর ছিল।

মালয় উপদ্বীপের উত্তরের রাজ্যগুলোতে ব্রিটিশরা FMS ভূক্ত রাজ্যগুলোর ন্যায় অত বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ১৯০৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী কেলানতান, ত্রেংগানু, কেদা ও পারলিসে ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকৃত হয়।[৩২] পর্যায়ক্রমে ৪টি রাজ্যেই ব্রিটিশরা উপদেষ্টা নিয়োগ করে এবং রাজ্য পরিষদ গঠন করা হয়। এই চারটি রাজকে একত্রে বলা হত Unfederated Malay States (UMS)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই ৪টি রাজ্যে FMS এর তুলনায় ব্রিটিশ প্রভাব ছিল সীমিত। রাজ্যগুলো বেশ স্বাধীনতা ভোগ করতো। FMS র মূলকথা ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুলতানের অধিকার সংরক্ষণ। অন্যদিকে UMS এ ব্রিটিশ উপদেষ্টা কেবল উপদেশ প্রদান করতে পারত, মূল ক্ষমতা ছিল সুলতানের হাতে। আরো পরিষ্কার করে বললে, FMS এর মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট। কিন্তু UMS এর সুলতানরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করতো। জোহরে ব্রিটিশদের প্রভাবের প্রকৃতি ছিল FMS ও UMS এর থেকে ভিন্ন ধরণের। ১৮৮৫ সালে জোহরের সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুলতান প্রথমে একজন কনসাল এবং ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ আইনজীবী রচিত একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেন। বস্তুত জোহর কখনই সিঙ্গাপুরের উপর নির্ভরশীল ছিল না। মোটকথা পিনাঙ, মালাক্কা ও সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। মালয় উপদ্বীপের চারটি রাজ্যে FMS, উত্তরে শ্যাম রাজ্য প্রভাবিত ৪টি রাজ্যে UMS ও সিঙ্গাপুর কেন্দ্রিক SS এই তিন ধরণের শাসন ব্যবস্থা ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

মালয়ের স্বাধীনতাঃ

পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্দোনেশিয়ার মত মালয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ স্বাভাবিক গতিতে হয়নি। ইমাম, আজহারের আওয়াজ প্রভৃতি পত্রিকা এবং কওমে মুদা নামক প্রগতিশীল গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মালয়ে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করলেও ইন্দোনেশিয়ার মত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এর পিছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছিল। ব্রিটিশদের পরোক্ষ শাসনে মালয়ে কোন ধরণের গণঅসন্তোষ

[৩২] জহর সেন, পৃ-১৩৯

সৃষ্টি হয়নি। সীমিত আকারে হলেও মালয় রাজ্যগুলোর সুলতানদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করার কারণে তাঁরাও ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। এদিকে অর্থনীতির চাকা স্বাভাবিক থাকা এবং জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ জনগন ও শ্রমিক সমাজের মধ্যেও বিদ্রোহের মনোভাব তৈরি হয়নি। বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। তবে আধুনিক উচ্চশিক্ষার অভাবই ছিল সম্ভবত প্রধান কারণ। ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যতটুকু পরিবর্তন প্রয়োজন ততটুকু পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে মালয় উপদ্বীপ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কষাঘাতে না পড়া পর্যন্ত সেখানে রাজনৈতিক বা সামাজিক চেতনার উল্লেখ পর্যন্ত হয়নি। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির কর্ণধার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশও ঘটেনি। অধিকন্তু মালয়ে ব্রিটিশরা তাদের ভেদনীতিরও সফল প্রয়োগ করে। সিঙ্গাপুর প্রণালি উপনিবেশের রাজধানী হওয়ায় শহরটি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থবাজার, শ্রমবাজার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে প্রচুর বহিরাগত বসবাস করতো যাদের প্রভাবে সিঙ্গাপুরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য হতে একটি এলিট শ্রেণি বিকশিত হয়।[৩৩] এদের হাতেই মালয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

সিঙ্গপুরে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে মোহাম্মদ তাহির বিন জালালুদ্দীন 'ইমাম' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এই ব্যক্তিটি বিশ্ব ইসলামবাদ আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধর মোহাম্মদ আবদুহুর দ্বারা প্রভাবিত হন। ইমাম পত্রিকার ৩১ টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯০৮ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকাটি ছিল উদীয়মান নয়া সমাজের নব চেতনার অভিব্যক্তির প্রথম বাহন। এছাড়া ১৯১৯ সালে হাজী আব্বাস বিন তাহা'র সম্পাদনায় প্রকাশিত "Neracha" (দাঁড়ি পাল্লা) নামক পত্রিকাটিও সংস্কারবাদী চেতনা বিকাশে ভূমিকা পালন করে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য উপনিবেশের মত এখানেও একটি সহযোগী শ্রেণী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এরা ছিল সাধারণত চীনা সম্প্রদায়। ঔপনিবেশিক স্বার্থে মালয়ের কৃষি নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় এখানে বাণিজ্যতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। ফলে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী আরব, আরব-মালয়ী, ও জাবী পেরানিকান সমাজের

[৩৩] মুসা আনসারী, পৃ-১৪২

মধ্য হতে একটি ক্ষুদ্র বণিকতান্ত্রিক সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এদিকে এদের উত্তরসূরী কওমে মুদা সম্প্রদায় বহিরাগত হওয়ায় মালয় সমাজ তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু আত্মভোলা ও সামন্ত বিচ্ছিন্নতায় নিমজ্জিত মালয় জনগণকে নয়া ধর্মীয় চেতনা সূত্রে একত্রিত করার প্রথম প্রয়াস[৩৪] তাঁরাই চালান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ব্রিটিশ মালয়েও তীব্রভাবে প্রতিভাত হয়। ১৯৩১ সালে মন্দা চলাকালে চাষীদের মাথায় ১০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চেপে বসে। অসংখ্য ক্ষুদে বা প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়।[৩৫] ফলে এ সময় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধুমায়িত হতে থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।[৩৬]

১৯৪০'র দশকে মালয়ীদের কর্মতৎপরতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো ১৯৩৪ সালে পেরাকের তাইপিং শহরে অনুষ্ঠিত 'সোহবাতে পেনা'র প্রথম সম্মেলন যেখানে উপদ্বীপের প্রায় প্রতিটি রাজ্য হতে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারে। ফলে সহজেই এটি সাংস্কৃতিক গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক সীমানায় প্রবেশ করে। আর এটি ছিল মালয় জাতিসত্তা বিকাশের প্রথম অভিব্যক্তি।[৩৭] এসময় দুটি আধা রাজনৈতিক সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। একটি হচ্ছে ইবরাহিম বিন কাজী ইয়াকুব প্রতিষ্ঠিত কেসাতুয়ান মালায়ু মুদা (K.M.M) ইন্দোনেশীয় বিপ্লবী সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার অঙ্গীকার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এ সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। তবে ঔপনিবেশিক শক্তির শিকারে পরিণত হওয়ায় এটি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

এরপর গণনেতৃত্বের শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে সনাতন এলিট সমাজ।[৩৮] ফলে টেংকু আহমদের সভাপতিত্বে পাহাঙে গঠিত হয় মালয় সমিতি। ব্রিটিশ শাসনের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করায় অতি সহজেই মালয় উপদ্বীপের অধিকাংশ জায়গায় এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এরা ব্রিটিশ তোষণ নীতির মাধ্যমে অধিকার আদায়ের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এসময় প্রতিটি রাজ্য

---

[৩৪] ঐ, পৃ-১৫২

[৩৫] William R. Roff, The Origin of Malay Nationalism, Yale University Press, 1967, p-204

[৩৬] T H Silcock, ed, Readings in Malayan Economics, Singapur, 1960, p-28

[৩৭] John G. Butcher, The British in Malaya, Oxford University Press, 1979, p.p-8-9

[৩৮] মুসা আনসারী, পৃ-১৫৬

সমিতির স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে কুয়ালালামপুর ভিত্তিক মালয় উপদ্বীপে মালয় সমিতিসমূহের ইউনিয়ন (UMAMP) গঠিত হয়। সংগঠনটি ইতিমধ্যে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেয়।[৩৯] ঐতিহাসিক মুসা আনসারীর মতে, "১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত UMAMP'র দ্বিতীয় কংগ্রেস মঞ্চে সনাতন এলিটশ্রেণী সমগ্র মালয় জাতিসত্তার কণ্ঠস্বর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাপান কর্তৃক উপদ্বীপ অধিকৃত হলে যে মালয় জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় তার পটভূমি রচিত হয় উক্ত কংগ্রেসে।"[৪০]

মালয়ের স্বাধীনতা আন্দোলন জন্ম নেয় মালয় জাতীয়তাবাদের গর্ভ থেকে। আর মালয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে যে ঘটনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) মালয় উপদ্বীপে জাপানী দখলদারিত্ব। জাপান এ সময় জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। অক্ষ শক্তি হিসেবে ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হার্বার আক্রমণের পরের দিন Kota Bharu'র নিকট কেলানতান উপকূলে জাপানী সৈন্য অবতরণ করে। জাপানী বাহিনী ১০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ রণতরী Prince of Wales and Repulse ডুবিয়ে দেয়।

১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতনের মধ্য দিয়ে মালয়ে ব্রিটিশ দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। এর মধ্য দিয়ে মালয় উপদ্বীপে একটি যুগের অবসান হয়। জাপানী দখলদারিত্বের কারণে একটি নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয় এই দিক থেকে যে, এটি মালয় জাতীয়তাবাদকে ত্বরান্বিত করে। উল্লেখ্য যে ১৯০৫ সালে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয়, ১৯১১ সালের চীনা বিপ্লব মালয় জাতীয়তাবাদকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। তবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের "Three 'A' Movement" ঘোষণাই ছিল মালয় জাতীয়বাদী চেতনার মূল প্রেরণা। 3A হচ্ছে-

১. Japan the leader of Asia,
২. Japan the protector of Asia,
৩. Japan the light of Asia।

এছাড়া যে স্লোগানটি মালয়ের অধিবাসীদেরকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হলো জাপানের Asia for the Asians অনুকরণে Malaya for the Malayans। জাপান

[৩৯] Roff, p.p-222-235
[৪০] মুসা আনসারী, পৃ-১৫৮

মালয়ের সর্বত্র সামরিক শাসন প্রবর্তন করে। অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামোয় কোন পরিবর্তন না এনে তারা ব্রিটিশদের অধিকৃত পদগুলো দখল করে। বস্তুত জাপানের মালয় অধিকার ছিল ঔপনিবেশিক প্রভূর পরিবর্তন মাত্র। ফলে মালয়ের অভ্যন্তর থেকে কোন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি।

জাপানীরা যুগ যুগ ধরে চীনাদেরকে পরম শত্রু বলে গণ্য করে এসেছে। এ কারণে তারা মালয়ে চীনাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। এর ফলে চীনারা জাপান বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে যা প্রকারন্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দালনে রূপ নেয়। জাপানীরা মালয়ী অমালয়ী সকলকে বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ কার্যক্রমে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করে। ব্যাংকক কানরূবী-মৌলামেইন রেলপথ নির্মাণে নিয়োজিত ৬০ হাজার ভারতীয় শ্রমিকদের ৪০ হাজারই নিহত হয়। একারণে এটিকে Death Railway বলা হয়।

জাপানের মালয় দখলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল টিন, রাবার, তেল প্রভৃতি সরবরাহ বন্ধ করে বৃটেনকে আঘাত করা। নেপোলিয়ন কর্তৃক ১৭৯৮ সালে মিশর দখলের পিছনেও এমন একটি উদ্দেশ্য ছিল। জাপানী আগ্রাসনের ফলে যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়-ক্ষতি হয় তেমনি জাপানী অসাধু ব্যবসায়ীরা কলকারখানার যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দেয়। জাপান তার নিজ প্রয়োজনের বাইরে উৎপাদন করেনি বলে বিশ্বের রপ্তানি বাজার থেকে মালয় একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাপানের চাল উৎপাদনে অনীহাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক শোষণের ফলে মালয় উপদ্বীপের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করে এবং কালোবাজারে দেশ ছেয়ে যায়। মোটকথা, এসময় দেশের শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে মালয়ীদের মধ্যে জাপান বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪৩ সালে গঠিত Malayam People's Anti Japanese Army (MPAJA) জঙ্গলে লুকায়িত থেকে জাপানীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। চীনা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দান করত ব্রিটিশ সামরিক অফিসারেরা। এদিকে ব্রিটিশরা মালয় সুলতানদের রক্ষা করতে না পারায় তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয়ে ওঠে। তাই জাপানের মালয় দখলের মধ্য দিয়ে বরং নতুন মালয় বিকাশ উম্মুখ হয়ে ওঠে। মালয়ের অভিজাতরা নতুন রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৪১]

[৪১] ঐ, পৃ-২১৯

১৯৪৫ সালে আগস্টের ৬ ও ৯ তারিখে যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা হামলার পর ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমার্পণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে মালয়ে মিত্র বাহিনীর পক্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করে। ব্রিটিশদের ঘোষিত নীতি ছিল তাদের এ প্রত্যাবর্তন পুনর্দখল নয়, বরং মালয়কে স্বাধীনতা প্রদানের পটভূমি রচনা করা।[৪২] তবে এর জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে "মালয় ইউনিয়ন" (MU) গঠনের প্রস্তাব দেয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি স্যার হ্যারল্ড মাইকেলের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হতে এই নয়া শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হয়।[৪৩]

সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত করায় ভূমিপুত্ররা এই শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে দাতু উন বিন জাফরের সভাপতিত্বে গঠিত United Malays National Organization (UMNO) নামক মালয় অভিজাতদের প্রথম রাজনৈতিক দলটিও মালয় ইউনিয়নের বিরোধীতা করে। তবে অভিজাতদের এই বিরোধিতার অন্যতম একটি কারণ ছিল চীনাদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং এর ফলে চীনাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ভয়।

ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে মালয়ী ভূমিপুত্র/ অভিজাত শ্রেণির বিরোধিতায় Malay Union অকার্যকর হয়ে পড়ে, MU'র স্থলাভিষিক্ত হয় Malay Fedaration (MF)। ১৯৪৮ সালে গৃহীত উক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভূমিপুত্রদেরকে বিশেষ অধিকার প্রদান করা হলেও চীনাদের অধিকার একেবারে উপেক্ষিত হয়। কুয়ালালামপুরকে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। একজন ব্রিটিশ হাইকমিশনার দ্বারা ফেডারেল সরকার শাসিত হবে। এর মাধ্যমে রেসিডেন্ট ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে মালয় রাজাদের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফেডারেল আইন সভায় ৭৬ জন সদস্যের ৬০ জন বেসরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩১ জন ছিল ভূমিপুত্র। আইন পরিষদ গঠনে ধাপে ধাপে নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি হতে MF চালু হয়।

মালয় ফেডারেশন ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পদক্ষেপ।[৪৪] এর মাধ্যমে প্রশাসনিক ঐক্য সম্পাদিত হলেও জাতিগত ঐক্য সৃষ্টি হয়নি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো জাতিসত্তা নির্বিশেষে সবার

---

[৪২] ঐ, পৃ- ২১৯

[৪৩] J. V. Allen, The Malayan Union, Yale University: New Haven, 1967, p-87

[৪৪] মুসা আনসারী,পৃ-২২১

জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত করার প্রশ্নে জাফর কর্তৃক U.M.N.O পরিত্যাগ করে ১৯৫১ সালে মালয় স্বাধীনতা পার্টি গঠন। মালয়, চীনা (Malaysian Chinese Association) ও ভারতীয়রা (Malaysian Indian Congress) ৩টি পৃথক পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হতে মালয়ে অভ্যন্তরীণ জোটবন্দি রাজনীতির পত্তন হয়। এটি ধীরে ধীরে জনগণকে জাতীয় ঐক্যের দিকে ধাবিত করে।[৪৫] ১৯৫১ সালে UMNO'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন টেংকু আব্দুর রহমান।

১৯৫২ সালে UMNO এবং MCA জোটবদ্ধ হয়ে কুয়ালালামপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে Independence Malay Party কে পরাজিত করে। ১৯৫৩ সালে MIC উক্ত জোটে যোগদান করে। এই দলগুলোর দাবির প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ত্রিদলীয় জোট ৫২ টির মধ্যে ৫১টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। টেংকু আবদুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন। জোটের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে আবদুর রহমান লন্ডনে গমন করেন।

মালয়ের স্বাধীনতা প্রশ্নে ১৯৫৭ সালে রীড কমিশন একটি রিপোর্ট প্রদান করে। কিছুটা সংশোধিত হয়ে রিপোর্টটি গৃহীত হয়। এতে মালয় ভাষাকে জাতীয় ভাষা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তনের কথা বলা হয়। ফেডারেল সরকার খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন করলে ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট মালয়কে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনঃ

১৯৬৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অভ্যুদয় ঘটে। মালয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্নিও এর অন্তর্গত সারওয়াক ও সাবাহকে একত্রিত করে আধুনিক বিশ্বের এই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রটি গঠিত হয়। মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মালয়ের প্রথম প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান। উক্ত অঞ্চলগুলো নিয়ে বৃহত্তর মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশদের সহযোগিতা লাভ করেন।

[৪৫] Vishal Sing, A Report on Malaysia (Vol xx v. No. 4, Oct-Dec., 1969, p-32)

১৯৬১ সালের ২৭ মে আবদুর রহমান সিঙ্গাপুরে প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার কথা প্রথম প্রকাশ করেন।[৪৬] বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যকার ঠাণ্ডাযুদ্ধের (Cold War) প্রভাব এবং এতদঞ্চলে সাম্যবাদের বিস্তারের মধ্যে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের পটভূমি নিহিত। সিঙ্গাপুরে বাম রাজনীতির দ্রুত বিকাশও নয়া ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে আবদুর রহমানকে প্রভাবিত করে। ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাম বিরোধী রাজনীতিবিদ লী-কুয়ান-ইউ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি মালয়ের সাথে একত্রীকরনের সমর্থক ছিলেন। বস্তুত সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং চীনা প্রাধান্যের কারণে সিঙ্গাপুরকে স্বাধীনতা প্রদানে ব্রিটিশদের আপত্তি দূরীকরণ ছিল লীর মূল লক্ষ্য। সিঙ্গাপুরের উদীয়মান সাম্যবাদী রাজনীতিতে ভীত হয়ে লি-কুয়ান-ইউ আবদুর রহমানের মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবে সাড়া দেন। এ ব্যাপারে আবদুর রহমান ও লী আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

ক. মালয়ের যে কোন অঙ্গরাজ্য হতে সিঙ্গাপুর অধিক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।

খ. চাকুরিসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের নাগরিক সমান অধিকার প্রাপ্ত হবে ।

গ. সিঙ্গাপুর কেন্দ্রীয় শুল্ক প্রাচীরের বাহিরে শুল্কমুক্ত বন্দর হিসেবে থাকবে।

ঘ. এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রের হাতে।

ঙ. কেন্দ্রীয় সংসদে সিঙ্গাপুরের ১৬ জন প্রতিনিধি থাকবে।[৪৭]

১৯৬২ সালে জনমত যাচাই করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লীর একত্রীকরন নীতি ৭১ শতাংশ[৪৮] ভোটে সমর্থিত হয়।

সিঙ্গাপুরের সমর্থন লাভের পর আবদুর রহমান ব্রুনাই, সাবাহ এবং সারওয়াকের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ব্রিটিশ সরকার উক্ত অঞ্চলের জনমত যাচাই করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কারবোল্ডের

[৪৬] Peter Boyce, Malaysia and Singapur in International Diplomacy Documents & Comments, Sydney University Press, 1968, p-8

[৪৭] John Gullick, p.p-107-108

[৪৮] Arthur Cotterell, A History of Southeast Asia, Singapur: Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd, 2014, p-344

নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন ১৯৬২ সালের জুন মাসের মধ্যেই সাবাহ ও সারওয়াকে তাদের জনমত জরিপের কাজ সমাপ্ত করে। কারবোল্ড কমিশন রিপোর্টে বলা হয় যে, এ অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জনতা একত্রীকরণ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। আর এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ধরণের শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাবটি সমর্থন করে, অবশিষ্টাংশের মত ছিল মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের পূর্বে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং অপরাংশ ব্রিটিশ উপনিবেশের সপক্ষে ছিল।[৪৯]

এদিকে কমিশনের নির্দেশিত শর্তগুলো অপর্যাপ্ত হওয়াই ব্রুনাই প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইন্দোনেশিয়া সরকার মালয়েশিয়া প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে। ফিলিপাইন প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া গঠন আদৌ পছন্দ করেনি।[৫০] ম্যানিলা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী বোর্নিওর জনমত যাচাই করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করে। কিন্তু আবদুর রহমান তড়িঘড়ি করে ১৯৬৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠন প্রস্তাব পাশ করান। আর এভাবেই মালয়েশিয়া ফেডারেশনের জন্ম হয়।

মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে মালয় উপদ্বীপ ব্যতিত অন্য অঞ্চলগুলো থেকে যে এর বিরোধিতা করা হয়নি বিষয়টা এমন নয়। সিঙ্গাপুরের সাম্যবাদী দল ও সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্ট মালয়েশিয়ার বিরোধিতা করে বলে সমগ্র পরিকল্পাটি মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলশ্রুতি। সারওয়াকের সংযুক্ত জনতা পার্টি (S.U.P.P) মালয়েশিয়া গঠনের বিরোধিতা করে। কারণ দলটির মতে, এর মাধ্যমে ইংল্যান্ডের অধীনতার পরিবর্তে মালয়ের অধিনতা স্বীকারের সমতুল্য হবে। দলটি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম এবং মালয়কে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতেও অস্বীকার করে।[৫১] পশ্চাৎপদ দেশ সাবাহ থেকে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া আসেনি। সুলতান শাসিত ব্রুনাই থেকে শেখ এ. এম. আজহারি প্রতিষ্ঠিত দল ব্রুনাই জনতা পার্টি মালয়েশিয়া গঠন পরিকল্পনা তো গ্রহণ করেইনি বরং আজহারি উত্তর বোর্নিওর স্বাধীনতা ঘোষণা করে এর প্রধানমন্ত্রী হন। উত্তর বোর্নিওর আরেক নেতা ডোনাল্ড স্টিফেন্সও এর তীব্র সমালোচনা করেন।[৫২]

---

[৪৯] Op cit, p-109
[৫০] মুসা আনসারী, পৃ-২৬৩
[৫১] Corbold Commission, p.p-90-94
[52] Arthur Cotterell, p-345

মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিরোধিতা করে পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্দোনেয়িশার রাষ্ট্রপতি সুকর্ন। মালয়েশিয়া গঠনের দিন সুকর্ন মালয়েশিয়া 'ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও' (Policy of Confrontation) নীতি ঘোষণা করেন। কেন ইন্দোনেশিয়া এমন নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো? কারণ ইন্দোনেশিয়া এটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নয়া রূপ হিসেবে দেখেছে। এক্ষেত্রে ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। মালয়েশিয়ার উত্তর বোর্নিওতে আমেরিকার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হলে ইন্দোনেশিয়ায় সোভিয়েত ঘাঁটি স্থাপিত হবে- এমন দৃষ্টিভঙ্গি তার দৃষ্টান্ত। এছাড়া ১৯৫৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বিদ্রোহের সময় মালয়েশিয়ার আচরণ, পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যা, ব্রুনাই এর বিদ্রোহে সুকর্নের সমর্থন ছিল মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনে ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতার প্রধান কারণ।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার উক্ত বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে ম্যাফিল্যান্ড গঠনের ব্যর্থতার ধারাবাহিকতাই ১৯৬৫ সালের ব্যাংককে আপোষ আলোচনা বা চুক্তির পটভূমিতে। প্রথমে সুকর্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও ১১ আগস্ট তার বক্তব্যের সাথে চুক্তির সমন্বয় সাধন করলে সুকর্ন স্বাক্ষর করেন। আর এভাবে পাশ্ববর্তী দুটি দেশ তাদের মধ্যকার সংঘাতময় সম্পর্ক থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দিকে ধাবিত হয়। সূচনা হয় এক নয়া দিগন্তের। তাদের সম্পর্কের এই রূপান্তরকে 'From confrontation to conciliation' বলাই যুক্তিযুক্ত।

মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে মালয় উপদ্বীপের বাহিরে যে অঞ্চলটি সবচেয়ে ভূমিকা পালন করেছিল সেটি হলো সিঙ্গাপুর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সিঙ্গাপুরই প্রথম ইউনিট যেটিকে 'মালয়েশিয়া ফেডারেশন' থেকে বহিষ্কার করা হয়। বস্তুত সাম্প্রদায়িক বিভেদ যেমন ব্রিটিশ ভারত ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা পালন করে তেমনি মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুরের পৃথকীকরণেও সক্রিয়ভাবে কাজ করে। সিঙ্গাপুরে চীনা ও মালয় জাতিসত্তার মধ্যকার সুপ্ত আর্থ-সামাজিক পার্থক্যগুলো ১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। ফলে সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট মালয়েশিয়া ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান কোন আলোচনা ছাড়াই এক ঘোষণার মাধ্যমে সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়া ফেডারেশন হতে বহিষ্কার করেন। মালয় উপদ্বীপের ৯টি রাজ্য, বোর্নিও দ্বীপের সাবাহ সারওয়াক নিয়ে সৃষ্টি হয় মালয়েশিয়া রাষ্ট্র।

Dhaka University Institutional Repository

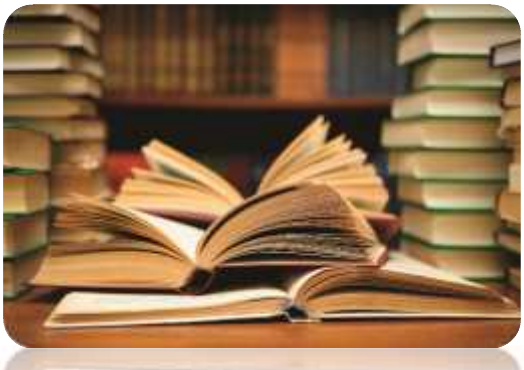

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্ মাহাথির মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগে মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

অর্থনীতি একটি আধুনিক প্রত্যয়। অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব সুপ্রাচীন না হলেও অর্থের ব্যবহার সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। অর্থনীতি হলো সম্পদ ব্যবহারের উৎকৃষ্ট কলা-কৌশল। যেকোন দেশ বা রাষ্ট্র অর্থাৎ পরিবার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন দেশের উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করে সে দেশের সম্পদের সুষ্ঠ এবং সুষম বণ্টন বা ব্যবহারের উপর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মালয়েশিয়া। এই অধ্যায়ে মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মালয় এবং মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে।

খ্রিস্টের জন্মের আগে থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে সুবর্ণভূমি, স্বর্ণ প্রসবিনী খ্যাত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ হিসেবে মালয় উপদ্বীপ ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চল। মালয় উপদ্বীপ মরিচ, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, জয়ত্রী, জায়ফলসহ কৃষি, টিন, বনসম্পাদ ও অরণ্যজাত দ্রব্য, মাছ প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় মন, খেমর, চাম প্রভৃতি জাতি সত্তার মানুষরা এ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার

রচয়িতা। [৫৩]

[৫৩] মুসা আনসারী, মালয় জগতের ঐতিহাসিক রূপরেখা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ-১৭

এরপর ধীরে ধীরে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ অঞ্চলে জনসমাগম ঘটে। উক্ত সময় থেকে শুরু করে প্রাক ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। নদী বিধৌত এ আঞ্চলের মানুষ ধানসহ বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য চাষাবাদ ও মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। তবে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল যৌথ।[৫৪] বলা হয় এ অঞ্চলের মানুষরাই প্রথম কর্দমাক্ত জমিতে ধান চাষের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। এ অঞ্চলে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ধান চাষের নিদর্শন মিলেছে।[৫৫] মালয় উপদ্বীপ বিশ্ব বাণিজ্যিক রুটে অবস্থিত হওয়ায় মসলার ঘাঁটি খ্যাত দ্বীপপুঞ্জের কতকগুলো স্থান বণিকদের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আর এই বণিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই এ অঞ্চলের মসলা ও স্বর্ণের খ্যাতি ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আরব ও চীনাদের লেখায় সে সময়ের বহির্বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে 'কলা' ভারত ও আফ্রিকায় যেত। এভাবে স্বর্ণ এবং মসলা ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান পণ্য। চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সুপরিচিত। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গোড়ার দিককার বাণিজ্য ছিল বিনিময় নির্ভর। বাঁশ, কাঠ, ধান, লবণ প্রভৃতি পণ্য ছিল বিনিময়ের মাধ্যম।[৫৬] মেলকা (মালাক্কা) - সুন্দা প্রণালীকে ঘিরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বড় সমুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীনের সাথে মালাক্কার সম্পর্ক ভাল ছিল। আর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাভার বন্দরগুলোর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তবে মালাক্কা রাষ্ট্রের উত্থানের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শৈলেন্দ্র যুবরাজ পরমেশ্বর ছিলেন মালাক্কা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চদশ শতকের শুরুতে পরমেশ্বর বহুদিনের এই অজ্ঞাতনামা ধীবর পল্লীতে[৫৭] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪০৩ সালে চীনের সাথে মালাক্কার কূটনৈতিক সম্পর্কের শুভযাত্রা হয়।[৫৮] চীনা পর্যটক মাহুয়ান, যিনি ১৪১৩ সালে মালাক্কায় এসেছিলেন, বলেন আলোচ্য সময়ে মালাক্কা বিশ্ব বাণিজ্য পণ্যের একটি পণ্যাগারে পরিণত হয়। মাজাপাহিত চালের প্রধান বন্দর ছিল মালাক্কা। ধনী তামিল, গুজরাটি, আরব ও

---

[৫৪] ঐ, ২৭

[৫৫] সুবোধ কুমার মুখপাধ্যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, কলকাতা: মিত্রম, ২০১৫, পৃ-১০৪

[৫৬] ঐ, ১০৯

[৫৭]John F. Cady, South-East Asia, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1979, p-154

[৫৮]Op cit, pp-155-156

পারস্যের বণিকরা সুমাত্রা হতে তাদের বাণিজ্যিক অফিস মালাক্কায় স্থানান্তরিত করে। আর এটি হয়েছিল মুসলিম শাসনামলে। বস্তুত সুষ্ঠ সরকার ব্যবস্থা, পণ্যের প্রতুলতা সর্বোপরি বিদেশে মসলা ও স্বর্ণের চাহিদাই ছিল আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে মালাক্কার উত্থানের কারণ।

ষোড়শ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র মালাক্কা মধ্যযুগের শেষ বিস্ময়কর নগর।[৫৯] তবে ঐতিহাসিক ডি. জি. হল এটিকে বড় মাপের বাজার বলে অবহিত করতে আগ্রহী। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর থেকে শত শত বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড়ত গুজরাটের ক্যাম্বে বন্দরে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম শেষ করে কায়রো, মক্কা, এডেন, হরমুজ প্রভৃতি এবং পূর্ব আফ্রিকার বণিকেরা ক্যাম্বে ছেড়ে মালাক্কা পথে যাত্রা করত। তাদের পণ্য সামগ্রী মালাক্কায় বিক্রয় করে সুগন্ধি কাঠ, বিভিন্ন মসলা, রেশম, টিন প্রভৃতি পণ্য ক্রয় করে ফিরে যেত। চীন, ফিলিপাইন ও উপদ্বীপের অন্যান্য রাজ্যের বাণিজ্যতরী এখানে ভিড়ত। তোমে পিরাসের সুমা ওরিয়েন্টালের তথ্য অনুসারে চীনা বণিকেরা নিয়ে আসত কাঁচা রেশম, সাটিন ইত্যাদি। চীন থেকে প্রতি বছর ১০-১২ টি চার মাস্তুল ওয়ালা (বারবোসার বিবরণ) জাঙ্ক জাহাজ মালাক্কায় আসত।[৬০] শ্যাম (থাইল্যান্ড) হতে বছরে ত্রিশটি জাহাজ আসত মালাক্কায় । এ সকল বণিক বহন করত তামার দ্রব্যাদি, হাতির দাঁত প্রভৃতি পণ্য। ফিরতি পথে মালাক্কা হতে তারা কৃতদাস, শ্বেত চন্দন কাঠ, আফিমসহ বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করত।[৬১]

মালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা-মালাক্কা বাণিজ্য এক বিশেষ স্থান দখল করে ছিল। প্রতি বছর অন্তত একবার একটি জাহাজ বাংলাদেশ হতে মালাক্কায় যেত।[৬২] এক একটা জাহাজে আশি থেকে নব্বই হাজার ক্রুজেডো (পর্তুগীজ মুদ্রা) মূল্যের পণ্য বাংলা থেকে মালাক্কায় আসত।[৬৩]

---

[৫৯] মুসা আনসারী, পৃ-৩৩

[৬০] ড. জহর সেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬, পৃ-৬৮

[৬১] D.G.E. Hall, A History of South-East Asia, New York : St Martin's Press,1968, p-225

[৬২] মুসা আনসারী, পৃ-৩৪

[৬৩] জহর সেন, পৃ-৭০

এগুলোর মধ্যে সাত রকমের সিনাবাফো, তিন ধরনের চাদর, সন্দেশ, আদা, হরিতকী, ডুমুর, সর্ষে, লাউ, কালো পাথর প্রভৃতি ছিল প্রধান পণ্য। অপর দিকে বাংলার বাণিকেরা মালাক্কা হতে যে সকল পণ্য ক্রয় করতো তার মধ্যে অন্যতম হলো - জাভার তলোয়ার বোর্নিওর কর্পূর এবং চন্দন, টিন, সীসা, চীনা কাপড়, গালিচাসহ বিভিন্ন মসলা ও বিলাসী দ্রব্য সামগ্রী।

মালাক্কা বন্দরের রাজস্ব ছিল মালাক্কা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। এখানে ৩ ধরণের রাজস্ব নির্ধারিত ছিল । প্রথমত পশ্চিম দিক থেকে আসা পণ্যের উপর শতকরা ৬ ভাগ শুল্ক নির্ধারিত হয়। সুমাত্রা, জাভা, মালয়ের পূর্বাঞ্চল ফিলিপাইন, চীন প্রভৃতি এলাকা থেকে আগত জাহাজগুলো শুল্ক না দিয়ে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করত। তৃতীয়ত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শতকরা তিন ভাগ শুল্ক প্রদান করত। মালাক্কায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও টিন এ তিন ধরণের মুদ্রার প্রচলন ছিল। সুষ্ঠভাবে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং বিদেশী বণিকদের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বন্দরে ৪ জন প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। শাহবন্দর পদধারী এ ৪ জন কর্মকর্তা চার অঞ্চলের বণিকদলের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকতো।

এই ছিল প্রাক ঔপনিবেশিক মালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ বাণিজ্য সূত্রে মালাক্কার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। বিশ্ব বাণিজ্যে এক প্রান্তে ভেনিস এবং অন্য প্রান্তে মলুক্কাস দ্বীপপুঞ্জ এই সুদীর্ঘ ৮০০০ মাইল বাণিজ্যপথে একমাত্র মালাক্কা বন্দরই মসলা বণ্টনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত।[৬৪] তোমে পিরাস যথার্থই বলেন, মালাক্কার যিনি অধিপতি, ভেনিসের কণ্ঠে তার হস্ত প্রসারিত।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ

[৬৪] ঐ, পৃ-৬৯

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয়দের আগমন এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা উক্ত অঞ্চলের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা যা একটি যুগের অবসান ঘটিয়ে নয়া যুগের সূচনা করে। কেননা এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। ইউরোপীয়রা এখানে নতুন ভাবধারার রাষ্ট্র কাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশেষ করে তাদের বাণিজ্য নীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদের ব্যবহারবিধি এতদঞ্চলের জন্য অনেকাংশেই নতুন ছিল। অর্থনীতিতে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে হয়ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেগুলো ঔপনিবেশিক স্বার্থে প্রণীত হয়েছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ছিল শোষণমূলক।

এখানে আমরা তিনটি প্রধান ইউরোপীয় শক্তির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শাসনামলে মালয়ের অর্থনীতির স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করব। প্রথমেই আসে আইবেরীয় উপদ্বীপের ছোট জাতি পর্তুগিজদের কথা। ইউরোপে রেনাসাঁ আন্দোলন, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ১৪৫৩ সালে উসমানীয় খলিফা ২য় মুহাম্মদর নিকট কনস্টান্টিনোপলের পতন ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় ইউরোপীয় জাতিগুলো ভৌগোলিক আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করে। বস্তুত ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ তুর্কিদের নিকট চলে যাওয়ায় তারা নতুন জলপথ আবিষ্কারে মনোযোগী হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৪৯৮ সালে পতুর্গিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ভারতে আসার জলপথ আবিস্কার করেন। এ পথ ধরে মালাক্কা রাষ্ট্রে জাতিগত বিভেদের সুযোগে প্রাচ্যে পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠতা আল-বুকার্ক ১৯১১ সালে সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করে মালাক্কা দখল করে নেয়। এভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বপ্রথম পশ্চিমা শক্তি পর্তুগিজদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শতকে মালাক্কা হয়ে উঠে পর্তুগিজদের ব্যবসা কেন্দ্র। মলুক্কাসের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য করতে আসা পর্তুগিজরা মসলা বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এরপর মিনাঙকাবু, টারনেট, বাংলাসহ প্রভৃতি অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবে ১৫১১ সালের পর মুসলিম ব্যবসায়ীরা দক্ষিণাঞ্চলে পাসেই বন্দরের দিকে ঝুঁকে পড়ে।[৬৫]

[৬৫] মুসা আনসারী, পৃ-৫৫

উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণমূলক। পর্তুগিজরা মুসলমান বণিক ও সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরীতাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে। তারা এ অঞ্চলে প্রচলিত বণিজ্যের ঐতিহাসিক ধারাটি বদলাতে সক্ষম হয়নি। এ কথা সত্য যে নিজেদের স্বার্থে তারা দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় মসলা চাষে উৎসাহ প্রদান করে। ফলে কৃষিতে বাণিজ্যতন্ত্রের ভ্রূণ তৈরি হয়।[৬৬] মসলা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে টারনেট ও টিডোর খ্যাতি অর্জন করে। এদিকে ব্যবসা পরিচালনার খাতিরে সম্ভবত তাদের অজ্ঞাতসারেই মালাক্কায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটে। এই শ্রেণী অচলায়তন এশিয়ায় নয়া জীবনের দিক নির্দেশনা দেয় এবং তারাই প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে আসে।[৬৭]

দ্বিতীয় বণিক শক্তি হিসেবে প্রাচ্যে আগমন করে মার্কেন্টাইল শক্তি ওলন্দাজরা। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক লিসবন বন্দরে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার প্রেক্ষোপটে ওলন্দাজ জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে প্রাচ্যে আগমন করা ছিল সময়ের দাবি। প্রোটেস্টান্ট ও রেনেসাঁস উজ্জীবিত ওলন্দাজ জাতি কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই প্রাচ্যে আগমন করে। ১৫৯৬ থেকে ৫ বছরের মধ্যে তাদের প্রায় ১২-১৩টি অভিযাত্রী দল মসলা দ্বীপে প্রেরিত হয়।[৬৮] এরপর ইংরেজদের অনুকরণে ১৬০২ সালে নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে ডাচ সংযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (V.O.C) গঠন করে। বান্দা, টারনেট আচেহসহ ইতিপূর্বে ওলন্দাজ অধিকৃত সকল বাণিজ্যকুঠির নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির হাতে ন্যাস্ত করা হয়। ১৬১০ সালের মধ্যে ডাচরা মসলা দ্বীপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৬১০ সালে ওলন্দাজ কোম্পানির নিয়োগকৃত প্রথম গভর্নর জেনারেল পিটার বোথ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় হিসেবে সুন্দাকল্প দখল করে এবং এর নাককরণ করেন বাটাভিয়া।[৬৯] অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ওলন্দাজরা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে শ্রেষ্ঠ বণিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।[৭০] বিশ্ববাজারে মসলার চাহিদা কমে যাওয়ার পটভূমিতে এবং V.O.C

[৬৬] ঐ, পৃ-৫৮
[৬৭] ঐ, পৃ-৫৮
[৬৮] William Foster, England's Quest for Eastern Trade, London:Methuen, 1933, pp-14-16
[৬৯] Cady, p-206
[৭০] Om Prakash, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal: 1630-1770, Princeton University Press, 1985, pp-181-183

স্থল শক্তিতে পরিণত হওয়ায় কোম্পানি বিশ্ব-বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য চা ও কফি চাষের দিকে মনোযোগ দেয়।

ডাচদের সবচেয়ে মাথা ব্যথা ছিল মালাক্কা নিয়ে।[৭১] ডাচরা এটিকে তাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করতো। কেননা মালাক্কা তখনও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি পর্তুগীজদের অধীনে। ডাচরা ১৬৩৩ সাল থেকে মালাক্কার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুর করে। এসময় VOC মালাক্কার উপর অবরোধ আরোপ করে। কয়েক বছর চেষ্টা প্রচেষ্টার পর ১৬৪১ সালে ডাচরা পুর্তুগিজদের বিতাড়িত করে মালাক্কা দখল করে। মালয়ের ইতিহাসে ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ কেননা এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে আগত প্রথম বণিক শক্তি পর্তুগিজদের পতন ঘটে। মালায়ের অর্থনৈতিক জীবনেও আসে পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে মালাক্কার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। জাভার ব্যবসায়ীরা মালাক্কা ছেড়ে বাটাভিয়ায় চলে যায়।[৭২] তবে ওলন্দাজ শাসনামলে মালাক্কার অর্থ ব্যবস্থার তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

যে শক্তিটি মালয়ের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করে সেটি হলো ব্রিটিশ জাতি। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগিজ ও ডাচদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে তারা ভারতে চলে আসে। কিন্তু চীন-বাংলা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ১৭৮৬ সালে পিনাঙ দখলের মধ্য দিয়ে পুনরায় মালয় জগতে প্রবেশ করে। এরপর মালাক্কা ও তুমাসিক দখল করে প্রণালী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। কোম্পানির কর্মকর্তা স্টামফোর্ড র‍্যাফেলস ছিলেন অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা। ফলে মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ প্রণালী উপনিবেশের সাথে মালয় রাজ্যসমূহের সাথে ঘনিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্কে গড়ে ওঠে।[৭৩] অর্থাৎ তারা পুরাতন রীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতো। মালয়ের শাসক গোষ্ঠী এ সময় নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব ভোগ করতো। কিন্তু ১৮৭৪ সালে সম্পাদিত প্যাঙ্কর

[৭১] মুসা আনসারী, পৃ-৬৬
[৭২] ঐ, পৃ-৬৬
[৭৩]ঐ, পৃ-৯৪

চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা রেসিডেন্ট ব্যবস্থা চালু করলে মালয়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন আসতে থাকে। কেননা চুক্তিতে অর্থ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের হাতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পেরাকের প্রথম রেসিডেন্ট বার্চ রাজ পরিবার ও অভিজাতদেরকে তাদের জীবনযাত্রার কোন বিকল্প ব্যবস্থা না দিয়েই রাজস্ব হতে তাদেরকে বঞ্চিত করেন। তবে ডেভিডসন খাজাঞ্চিখানার পুনর্গঠন এবং হিউ লো মালয় অভিজাতদের জন্য রাজস্বের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেন। ভূমি খাজনা প্রবর্তনের পাশাপাশি যোগ্য মালয়ীদেরকে রাজস্ব কর্মচারীরূপে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া মুদ্রা অর্থনীতির প্রবর্তন, কৃতদাস ও ঋনদাস ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়। এদিকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জলদস্যুতা দমনের ফলে মালাক্কা প্রণালী এবং বিশেষ করে সিঙ্গাপুর বন্দর এসময় অবাধ বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে মালয় বিশ্ব বাণিজ্যে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে মালয়ের অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। যে মালয়ের ৭৫% ভূমি ছিল অরণ্যাবৃত, যার অধিবাসীদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য ৬৬% চাল আমদানি করতে হত সেই মালয় উপদ্বীপ কৃষি উৎপাদন, ও খনিজ দ্রব্য বিশেষত টিন আবিস্কার ও উত্তোলন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতে থাকে। এক্ষেত্রে শাসক শ্রেনী হিসেবে ব্রিটিশরা যেমন কৃতিত্বের দাবিদার তেমনি শ্রমিক হিসেবে চীনারাও প্রশংসার অংশীদার। ১৯ শতকের আশির দশকে মালয় উপদ্বীপের বিরাট অঞ্চলে ইংরেজদের পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর মালয়ের খনিজ ও কৃষি পণ্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে, ইংরেজ পুঁজিপতিদের লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৭৪] অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পেরাকে ১৮৭৯ সালে ল্যান্ড কোড, ১৮৯৫ সালে মাইনিং কোড পাশ করা হয়। এই কোড এবং ১৮৯৯ সালের মাইনিং ইন্যাক্টমেন্ট মালয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কৃষি এবং বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন দুটোকেই উৎসাহ প্রদান করে। বনাঞ্চল ও খনি জমি বণ্টনের অধিকার সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল, বাগিচা চাষে উদ্যোগীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। ইউরোপীয়দের পাশাপাশি চীনারাও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বাণিজ্যিক পণ্য চাষে উদ্যোগী হয়।

[৭৪] ঐ, পৃ-১০১

মালয়ের অর্থনৈতিক বিকাশে যে দুটি শিল্প সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে তার একটি হলো টিন এবং অপরটি রাবার। মালয়ের অর্থনীতিতে এ দুটি পণ্যের ভূমিকা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমে টিন শিল্পের প্রসঙ্গে আসা যাক। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপে সংঘঠিত শিল্প বিপ্লব বিশ্ব অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়। এশিয়া আফ্রিকা যখন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশের প্রক্রিয়াধীন সে সময় অনেকটা নীরবেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘঠিত হয়। তবে এই শিল্প বিপ্লবের পিছনে যে উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে এশিয়ায় ইউরোপীয় জাতিগুলোর উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত কাঁচামাল। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লব সৃষ্টির পিছনে এশীয় কাঁচামাল যেমন ভূমিকা পালন করে তেমনি শিল্প পণ্যের প্রসারের জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। আর কাঁচামালের প্রধান উৎস ছিল এশীয় উপনিবেশ। শুধু তাই নয় শিল্পজাত পণ্যের উৎকৃষ্ট এবং নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি করা হয় উপনিবেশগুলোতে। মোটকথা ইউরোপের শিল্প বিল্পব এশিয়ায় অন্যান্য উপনিবেশ গুলোর মত মালয়ের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মালয়ের রাবার ও টিন শিল্পের ব্যপক প্রসার।

শিল্পায়িত পাশ্চাত্য জগতের টিনের চাহিদা পূরণের জন্য ব্রিটিশ সরকার আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে টিন উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করে। পূর্বে খনিতে শ্রমিকদের একনাগাড়ে ছয় মাস পরিশ্রমের পর টিন বাজারজাত করা সম্ভব হত।[৭৫] ফলে ব্রিটিশরা বিপুল চাহিদা পুরণে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন ও বেশি পুঁজি বিনিয়োগের পাশাপাশি নতুন নতুন খনি আবিস্কারের দিকে মনোনিবেশ করে। ফলশ্রুতিতে মালয় উপদ্বীপের আদিম পশ্চাৎপদ টিন শিল্প পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর এক আধুনিক শিল্পে পরিণত হয়। তবে এমন অগ্রগতির পিছনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভূমিকাও অনস্বীকার্য যা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের ফলে। ১৮৯০ সাল থেকে মালয় পৃথিবীর অর্ধেক টিন উৎপাদন করতে থাকে।[৭৬] পেরাকের লারুত ও কেন্টা ছিল টিন উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তবে মালয় উপদ্বীপের সেলেঙ্গার রাজ্য ছিল প্রথম স্থান অধিকারী। ১৯ শতকের শেষ দশক থেকে টিনের উৎপাদন ছিল ক্রমবর্ধমান। ঐতিহাসিক সুবোধ কুমার মুখপাধ্যায় বলেন, ১৮৯৬ সালে মালয়

[৭৫]ঐ, পৃ-৯৪

[৭৬] সুবোধ কুমার, পৃ-৭৬৫

যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কাল হলো মালায়র টিন শিল্পের স্বর্ণযুগ।[৭৭] বস্তুত টিন খনিতে স্টিম পাম্প এর ব্যবহার উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরাতন মালয়ী পাবাং (pawang) এর পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রসপেকটিং পদ্ধতির প্রয়োগ টিন শিল্পের সাফল্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এসব নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে স্ট্রেটস ট্রেডিং কোম্পানি টিন গলানোর কাজে হাত দিলে টিন শিল্পে চীনা আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ টিন ও রাবার শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কেননা যুদ্ধের পর বিশ্বে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দেয়। তথাপি ১৯২৯ সালে মালয় সারা বিশ্বের ৩৭ শতাংশ টিন উৎপাদন করে।[৭৮] ১৯২৯ সালে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়ার মাথা পিছু GDP ছিল সবচেয়ে বেশি।[৭৯] ১৯৩৩ সাল থেকে টিনের মূল্য বৃদ্ধি এবং ১৯৩৫ সালে মালয় যুক্তরাষ্ট্র মাইনিং আইন প্রণয়ন টিন শিল্পে নয়া গতি সৃষ্টি করে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাবার শিল্পের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। রাবার শিল্পের নাটকীয় আবির্ভাব এবং এতে পাশ্চিমা মূলধনের প্রাধান্য আধুনিক মালয়ের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। ইউরোপে গাড়ীসহ বিভিন্ন শিল্পে রাবারের চাহিদা ছিল মালয়ে রাবার বিপ্লবের প্রধান কারণ। ১৯০৪ সাল থেকে রাবার উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যায়। ১৯০৫-১২ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল রাবার শিল্পের সবচেয়ে লাভজনক পর্ব ।[৮০] ১৯৩০ এর দিকে মালয়ের দুই তৃতীয়াংশ জমিতে রাবার চাষ হয়।[৮১] ১৯২০ সালে মালয় ১,৯৩,০০০ টন রাবার রপ্তানি করে।[৮২] ১৯২০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৬৩% থেকে কমে ১৯৩৮ সালে ৪১ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মালয়ের মোট রাবার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩,৬১,০০ টন।

---

[৭৭] ঐ, পৃ-৭৬৭

[৭৮] ঐ, পৃ-৭৬৮

[৭৯] John H. Drabble, An Economic History of Malaysia, c.1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth, Palgrave Macmillan, 2000, p-113

[৮০] সুবোধ কুমার, পৃ-৭৭০

[৮১] ঐ, পৃ-৭৬৯

[৮২] C A Fisher, Southeast Asia: A Social, Economic and Political Geography, London: Mathuen, 1964, p-611

উক্ত দুটি শিল্প ছাড়াও আরো কিছু কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন মালয়ের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সুদৃঢ়করণে ভূমিকা পালন করে। যেমন - সাগু চাষ। ইংল্যান্ড ছিল এই পণ্যের প্রধান ক্রেতা । ১৮৭৪ সালের পর মালয়ে কফি চাষের প্রচলন হয়। ১৯০৯ সালে FMS অঞ্চলের ৬০০০ একর জমিতে কফির চাষ হয়। এরপর আসে ধানের প্রসঙ্গ। মালয়ে কৃষির ভিত্তি ছিল ধান ও চাল উৎপাদন। তবে ১৯০০ সালের পূর্বে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা লক্ষ করা যায়নি। ড. বাটলারের সুপরিশ অনুযায়ী ধান চাষ বাড়ানোর পাশাপাশি মালক্কায় নতুন ধান গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ফলে ১৯৩০ এর দশকে ধান উৎপাদন ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। হেনরি ফাউকনিয়ের মালয় অঞ্চলে পাম ওয়েল বাগিচার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩০-৪১ সালের মধ্যে তেল রপ্তানি ৫ গুণ বেড়ে যায়। নারিকেল তেল, পাইন আপেল, চা প্রভৃতিও রপ্তানি পণ্য হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়া খনিজ সোনা, টাংস্টেন ও ম্যাঙ্গানিজ, লামিনাইট প্রভৃতি ধাতব পদার্থও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয় উপদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। জাপানি দখলদারিত্বের ফলে মালয়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যপাকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, বিপর্যয় নেমে আসে জনজীবনে। এর পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো-

১. চীনারা ছিল খনি শিল্পের প্রধান শ্রমিকগোষ্ঠী। জাপানীরা তাদেরকে গণহারে হত্যা করে।
২. জাপান এসময় শুধু নিজ প্রয়োজনে রাবার ও টিন উৎপাদন করে ফলে রপ্তানি বাণিজ্য ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায়।
৩. প্রধান ব্যবসায়ীদের উপর ইয়োকো-হামা ব্যাংক হতে বাধ্যতামূলক ঋণ চাপিয়ে দেয়া হয়।[৮৩]
৪. জাপানের মিৎসুই এবং মিৎসুবিসির মত একচেটিয়া পুজিপতিদের সাথে আসা অসংখ্য ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশদের ফেলে রাখা মিল-কারখানা দখল করে বসে[৮৪] এবং যন্ত্রপাতি বিক্রি

[৮৩] মুসা আনসারী, পৃ-২১৯

করে দেয়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশে মূদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তেমনি কালোবাজারে দেশ ছেয়ে যায়। মিত্র শক্তির অবরোধ, মালয়ী ও অন্যান্য শ্রমিকদেরকে অক্ষশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহার, সর্বোপরি যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে মালয়ের উদীয়মান অর্থনীতি হুমকির সম্মুখীন হয়।

প্রসঙ্গতো উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম রাষ্ট্র ও সমাজের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল? টিন ও রাবার শিল্প-কারখানা সাধারণত গড়ে উঠে মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে। ফলে পশ্চিামাঞ্চল ছিল বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত অপর দিকে পুর্বাঞ্চলে প্রথাগত অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপের দুটি অঞ্চল আধুনিককায়ন ও উন্নয়নের পদযাত্রায় পাশাপাশি থাকতে পারেনি। শিল্প প্রধান অঞ্চলগুলোতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশি-বিদেশি বণিক সম্প্রদায়ের পদচারণায় উপদ্বীপে বহুজাতিক পরিবার গড়ে ওঠে। জলপথ, রেলপথ, স্থলপথ নির্মিত হয়। মালয়ীদের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু দেশের অর্থনীতি কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ মালয়ের অর্থনীতি অনেকটা টিন ও রাবার শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। এদিকে দেশি মালয়ীরা কৃষি অর্থনীতিকে আশ্রয় করে কষ্টেসৃষ্টে জীবন কাটাত। বস্তুত ইউরোপীয় পুজি বিনিয়োগের ফলে মালয়ের অর্থনীতিতে এক ধরনের বিপ্লব সাধিত হলেও মালয়ে ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক জীবন গড়ে ওঠেনি। যার সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে ১৯৬৯ সালের জাতিগত দাঙ্গাকে উল্লেখ করা যায়।

স্বাধীন মালয়েশিয়ার অর্থনীতিঃ

জাপানি দখলদারিত্ব, অতঃপর পুনরায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে মালয় ইউনিয়ন, পরে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার কারণে মালয়ের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হলেও টেংকু আবদুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে মালয়ের স্বাধীনতা অর্জন এবং ১৯৬৩ সালে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি

[৮৪] Victor Purcell, The Chinese Malaya, Oxford University Press, 1948, pp-178-179

দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করে। স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছর পর বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত মধ্য আয়ের দেশ সমূহের তালিকায় সগর্বে জায়গা করে নেয় মালয়েশিয়া। তারপর থেকে দেশটি ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পদযাত্রায় এগিয়ে যায়। পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ১৯৭০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর মালয়েশিয়ার বাৎসরিক আয় শতকারা ৬-৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।[৮৫] অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের ২ দশকের মধ্যে দেশটি নয়া শিল্পোন্নত দেশের তালিকা ভূক্ত হওয়ার পটভূমি তৈরি করে, যার উপর ভিত্তি করে মাহাথির মালয়েশিয়াকে Newly Industrialized Countries এর কাতারে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৬০ এর দশকে দেশের গড় GDP শতকরা ১৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ এর দশকে ২৩ ভাগ এবং ৮০ দশকে ২৯ ভাগে পৌঁছায়।[৮৬] ১৯৯৫ সালে GDP ৪৪ পারসেন্টে গিয়ে দাঁড়ায়। মালয়েশিয়ার এই সফলতার পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কাজ করে? আর কোন্ পন্থায় সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে 'Tiger Cub Economies'[87] এ পরিণত হয়? মাহাথিরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিসমূহের মধ্যে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষুদ্র প্রায়াস থাকবে।

মালয়ের স্বাধীনতা অর্জন এমনকি মালয়েশিয়া গঠনের পূর্বেও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে দেশটি বিশ্ব মানচিত্রের কোন সুপরিচিত ভূখণ্ড ছিল না। স্বাধীনতা অর্জনের পর ৩ জন প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, ৩ জন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হন। স্বাধীনতার পূর্বে রাবার ও টিন শিল্প মালয়কে ঔপনিবেশিক বিশ্বের সবচেয়ে অর্থনীতি সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিণত করলেও স্বাধীনতার পর রাবার ও টিন শিল্পে কিছুটা মন্থর গতি নেমে আসে। তথাপিও ৫০ ও ৬০ এর দশকেও এই দুটি পণ্যই দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখে।[৮৮] এদিকে ১৯৬৯ সালে কুয়ালালামপুরে সংঘঠিত

---

[৮৫] Zainal Aznam Yusof & Deepak Bhattasali , Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and Leadership, The World Bank
On behalf of the Commission on Growth and Development , Washington Dc, 2008, p-01

[৮৬] Op cit, p-02

[৮৭] https://www.investopedia.com/terms/t/tiger-cub-economies.asp

[৮৮] Op cit, p-04

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদীয়মান মালয়েশিয়াকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের এই ঘটনাটি ১৯৭১ সালে গৃহীত New Economic policy গঠনের প্রেক্ষাপট রচনা করে। আর এই NEP-ই (১৯৭০ থেকে ১৯৯০) দেশটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করে। ১৯৫০ এবং ৬০ এর দশকে রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হয়। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা হয়। রাবারের সাথে সাথে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে এ সময় মালয়েশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাম ওয়েল (Oil Pam) উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়। ৬০ ও ৭০ এর দশকে এটিই ছিল দেশটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি । তবে ৭০ ও ৮০'র দশকে প্রাকৃতিক গ্যাসও মালয়েশিয়ার অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

মালয়েশিয়া বরাবরই চাল উৎপাদনে পিছিয়ে ছিল। সরকার ৬০'র দশকে মালয়েশিয়াকে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ চাল উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান এবং সেচ ব্যবস্থায় প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়। তথাপি সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়নি। কৃষকদের একটি অংশ এসময় তুলনামূলক উন্নত জীবীকা নির্বাহের 'মাধ্যম' এর খোঁজে শহরমুখী হতে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারের NEP বহুলংশে সফল হয়। NEP'র দুটি প্রধান দিক ছিল। প্রথমত দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ। দ্বিতীয়ত নৃতাত্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক ব্যবধান দূর করা। এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রতাও কমে যায়।

NEP'র পাশাপাশি এ সময় ইতিবাচক কর্মোদ্যোগ্যের (Affirmative Action) উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি গ্রহণ করা হয়। যেমন স্বাধীনতার পূর্বে মালয়ের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল সীমিত আকারে (Small Scale) এবং প্রধানত পারিবার ভিত্তিক। পরবর্তীতে কৃষি জাত দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেমন বৈচিত্র্য আনা হয় তেমনি এর পরিধিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয় (Large Scale)। এ সময় Second Malaysia Plan (১৯৭১-৭৫), Outline Perspective Plan (Opp-1971-90) গৃহীত হয়।

প্রাক-মাহাথির সময়কালে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দুটি উপাদান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পিছনে ভূমিকা রাখে। যথা-

১. রাবার থেকে শুরু করে পাম ওয়েল পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা এবং সেগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং
২. দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পায়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা ।

সরকারের এই নীতি সফল হয়। তার উজ্বল দৃষ্টান্ত Palm Oil উৎপাদন। যেমন-১৯৬০ সালে পাম ওয়েল উৎপাদনের পরিমান ছিল ৯০ হাজার টন যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ সালে ৩,৯৬,০০০ টনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"The 1970s Ushered in a new phase of Economic Growth, marked by the rapid rise of construction and manufacturing and a strong strategic emphasis on equitable or fair distribution, specially through affirmative action policies. Export oriental manufacturing industries gained momentum in the early 1970s।[৮৯] দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ বা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইনও প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে 'Investment act of 1968', 'Free trade zone act of 1971', 'Promotion of incentives act of 1986' অন্যতম। ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে যে সকল নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় এর মধ্যে বেভারেজ টেক্সটাইল, কেমিক্যাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরপর যে দুটি প্রধান শিল্প মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বেগবান করে তার মধ্যে একটি হলো- Electronic and Electrical Industry এবং অন্যটি হচ্ছে The Transport/Automobile Industries।[৯০] ১৯৭০ এর দশক থেকেই ইলেকট্রনিক শিল্পের উন্নয়ন শুরু হয়। এভাবেই মালয়েশিয়া শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে ধাবিত হয়। বস্তুত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই মালয়েশিয়ার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। একথাটি যেমন ৫০, ৬০, ও ৭০ 'র দশকের জন্য প্রযোজ্য ছিল তেমনি ৮০'র দশক থেকে বর্তমান

[৮৯] Op cit, p-06
[৯০] Op cit, p-07

সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মালয়েশিয়ার প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার হলো জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। এছাড়া থাইল্যান্ড, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথেও মালয়েশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক সক্রিয় রয়েছে। এছাড়া ASEAN এবং WTO এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় মালয়েশিয়ার বহির্বাণিজ্য ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হচ্ছে।[৯১] চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পিছনে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও যে দিকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত জাতিতাত্ত্বিক বিভেদ নিরসনে রাষ্ট্র প্রধানদের সফলতা, দ্বিতীয়ত স্বল্প মূল্যের শ্রম, এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা, বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন মালয়েশিয়াকে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে ধাবিত করে।

[৯১]https://www.britannica.com/place/Malaysia/Economy

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাহাথিরের ক্ষমতা গ্রহণ এবং পূর্ববর্তী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ

চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদঃ

মালয়েশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল প্রধানমন্ত্রী[৯২] মাহাথির মোহাম্মদ ১৯২৫ সালের ১০ জুলাই মালয়েশিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত কেদাহ রাজ্যের আলোর সেতারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ ইসকান্দার এবং মাতা ওয়ান তেমপাওয়ান হানাফি। তিনি ছিলেন পিতামাতার দশ সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠতম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। মাহাথিরের প্রপিতামহ ভারত থেকে ভাগ্যান্বেষণের লক্ষ্যে মালয়ে আসেন এবং পিনাঙে বসবাস শুরু করেন। আলোর সেতারের এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মাহাথিরের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এরপর তিনি সুলতান আবদুল হামিদ কলেজে পড়ালেখা করেন।[৯৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপান কর্তৃক মালয় উপদ্বীপ দখলের সময় মাহাথির ছিলেন হাইস্কুলের ছাত্র। এ সময় তিনি গভীরভাবে জাপানীদের ধ্বংসযজ্ঞ পর্যবেক্ষণ করেন। উক্ত সময়কার সকল কর্মকাণ্ড মাহাথিরকে ব্যাপকভাবে ভাবিয়ে তোলে। দেশের ক্রান্তিকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে তিনি মালয়েশিয়ার রাজনীতিকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন । মালয়ের বৃহৎ রাজনৈতিক দল আমনোর (UMNO) জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এর সদস্য ছিলেন। তিনি মালয় ইউনিয়ন গঠনে ব্রিটিশ প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ থাকায় তিনি এবং তাঁর সহপাঠিরা রাতের গভীরে রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত পোস্টার দেয়ালে লাগানসহ বিভিন্নভাবে জনগণকে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের আহবান জানান। এই সব কাজ করতে গিয়ে মাহাথির সাংগঠনিক কার্যকালাপ এবং জনগণকে সংগঠিত করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।[৯৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে এশিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে অর্থনৈতিক পুণর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এশিয়ার অনেক দেশই এ সময় উপনিবেশ থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। মাহাথির এবং তাঁর বন্ধুরা ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতাসহ এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। এমনকি ডাচদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে প্রেরণ করেন। চারিদিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের এসব ঘটনা মালয়য়েশিয়ার

[৯২] https://www.thefamouspeople.com/profiles/mahathir-mohamad-5815.php
[৯৩] https://www.britannica.com/biography/Mahathir-bin-Mohamad
[৯৪] এ কে এম আতিকুর রহমান, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা, ২০১১, পৃ-২৬

স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে আলোর পথ দেখায়। তাঁরা সংগঠিত হন এবং স্বাধীন মালয়েশিয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন।[৯৫]

১৯৪৭-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মাহাথির সিঙ্গাপুরের King Edward VII College of Medicine এ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। সিঙ্গাপুরে থেকেও তিনি মালয়েশিয়ার কোথায় কি ঘটছে সেসবের খোঁজ খবর রাখতেন। এ সময়ে তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য সাংবাদিকতার কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি 'সানডে টাইমস' কাগজে মালয়ীদের জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত মালয়ী ছাত্রদের সংগঠিত করে মাহাথির 'মালয় ছাত্র ইউনিয়ন' গঠন করেন। এর সাংগঠনিক উদ্দেশ্য যতটুকু না ছিল রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি ছিল কিভাবে মালয়ী ছাত্রদের মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণে সাহায্যে করা যেতে পারে।[৯৬]

পড়ালেখা শেষে দেশে ফিরে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। মাহাথির ১৯৫৬ সালের ৫ আগস্ট সিতি হাসমাহকে, যার সাথে মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নকালেই তাঁর প্রথম সাক্ষাত হয়, বিবাহ করেন। স্বাধীনতার বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে তিনি সরকারি চাকুরি[৯৭] ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিজ শহর আলোর সেতারে নিজস্ব ক্লিনিক খুলে বসেন এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে রাজনীতিতে নিয়োজিত করেন। এ সময় তিনি কেদাহ রাজ্যের আমনো (UMNO) দলের কমিটির পদ গ্রহণ করেন। দলের পক্ষ থেকে তিনি ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদলের একজন ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন।[৯৮] ১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি কেদাহ রাজ্যে তাঁর নির্বাচনী এলকা থেকে বিপুল ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৯৯] একজন সংসদ সদস্য হিসেবে ডা. মাহাথির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশের সার্বিক শিক্ষার মান এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কিভাবে আরো উন্নত ও প্রসারিত করা যায় সে ব্যাপারে অনেক কাজ করেন। শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতি তাঁর এ আগ্রহ এবং চিন্তা-ভাবনা দেখে তদানীন্তন সরকার সর্বপ্রথম যে উচ্চশিক্ষা কাইন্সিল গঠন করে তাঁকে সেটির সভাপতি করা হয়।

---

[৯৫] ঐ, পৃ-২৬
[৯৬] ঐ, পৃ-২৭
[৯৭] https://www.britannica.com/biography/Mahathir-bin-Mohamad
[৯৮] এ কে এম আতিকুর রহমান, পৃ-২৮
[৯৯] https://www.britannica.com/biography/Mahathir-bin-Mohamad

একই সাথে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলেরও সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে ১৯৬৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। তখনকার সরকারের অনেক বিষয়েই তিনি খোলামেলা সমালোচনা করতেন এমন কি দলের নেতৃত্বের অনেক নীতি নির্ধারণে তিনি পাল্টা মন্তব্য করতেন। সংসদ নির্বাচনের সময় মালয়েশিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমানের গৃহীত কিছু নীতিমালার কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং ফলশ্রুতিতে সেপ্টম্বর মাসে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১০০]

একদিকে নির্বাচনে পরাজয়বরণ অন্যদিকে দল থেকে বহিষ্কার সত্যিকার অর্থে মাহাথিরের জন্য রাজনৈতিক দুঃসময়। কিন্তু তিনি মোটেও ধৈর্য্যহারা হননি। একজন চিকৎসক হিসেবে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এক্ষেত্রে তা কাজে লাগে। তিনি বিশ্বাস করতেন জয় পরাজয় জীবনেরই অংশ। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য্য সহকারে খারাপ সময়টা পার করাই উত্তম। সত্যিই একদিন তাঁর সুসময় আসে। তিনি আবার রাজনীতিতে ফিরে এলেন অত্যন্ত সম্মানের সাথে। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের ফলাফল আমনো'কে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে বাধ্য করে। দেশের সার্বিক অবস্থা এক সংকটজনক অবস্থায় পর্যবসিত হওয়ার পটভূমিতে ১৯৬৯ সালের ১৩ মে মালয়েশিয়ান চাইনিজ এবং মালয়ীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ সব কারণে মাহাথির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমানকে শক্ত ভাষায় পত্র প্রেরণ করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বললে মাহাথিরকে পুনরায় দল থেকে বহিস্কার করা হয়। পরবর্তী ৩ বছর তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসনে থাকেন। মাহাথির জানতেন মালয়েশিয়ার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মধ্যে যেমন বিরোধ ছিল, তেমনি অভাব ছিল অর্থনৈতিক সমতার। মালয়েশিয়ার সকল জাতির সমন্বয়ে একটি সুদৃঢ় সমাজ সৃষ্টির জন্য মাহাথির সবসময় চিন্তা করতেন। 'The Malay Dilemma' বইটিতে তিনি ভূমিপুত্রদের অবস্থান বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় দিক নিদের্শনা প্রদান করেন । এছাড়া এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কথাও তিনি উক্ত বইয়ে উল্লেখ করেন। বইটি প্রকাশ করা হলেও সরকার সাথে

[১০০] Op cit

সাথে সেটিকে বাজেয়াপ্ত করে।[১০১] লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ১৯৭১ সালে এনইপি গৃহীত হলে তার বইয়ে উল্লেখিত সুপারিশের অনেকটাই গৃহীত হয়।[১০২]

১৯৬৯ সালে আমনো, মালয়েশিয়ার চাইনিজ এসোসিয়েশন এবং মালয়েশিয়ান ইন্ডিয়ান কংগ্রেসসহ কয়েকটি দল নিয়ে 'বারিসান ন্যাশনাল' নামে একটি জোট গঠন করা হয় যেটি আজও জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন আছে। ১৯৭০ সালে প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান পদত্যাগ করলে উপ-প্রধানমন্ত্রী তুন আব্দুল রাজ্জাক প্রধানমন্ত্রী হন। এ পরিবর্তনই ডা. মাহাথিরের রাজনীতিতে ফেরা সহজ করে দেয়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে তিনি দলে ফিরে আসেন এবং এ বছরই দলের শীর্ষ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে কেদাহ রাজ্য আইনসভার সদস্য এবং ১৯৭৪ সালে শিক্ষামন্ত্রী হন। মালয়েশিয়ায় সাধারণত প্রথমে উপমন্ত্রী এরপর পূর্ণমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু দলের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ডা. মাহাথিরকে প্রথমেই পূর্ণমন্ত্রী করা হয়। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে তিনি আমনো'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরের বছর জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক মৃত্যুবরণ করার ফলে উপ-প্রধানমন্ত্রী তুন হুসাইন ওন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ডা. মাহাথির কনিষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৮-১৯৮১ সাল পর্যন্ত ডা. মাহাথির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন । ১৯৭৮ সালে তিনি দলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ১৯৮০ সালে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৮১ সালের ১৬ জুলাই ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে তিনি জোটের (বারিসান ন্যাশনাল) চেয়াম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজের কাছে রাখেন ১৯৮৯ সাল অবধি। উল্লেখ্য যে ডা. মাহাথির যতদিন জোটের সভাপতি ছিলেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোট কখনো পরাজিত হয়নি। [১০৩]

ডা. মাহাথির তাঁর প্রায় ২২ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, জাতিকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে দিতে পারা একটি জনমুখী সরকারের অন্যতম সাফল্য। ইতোপূর্বের সব সরকারই সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণকে প্রাধান্য দেয়। মাহাথির তৈরি করেন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরে

[১০১] এ কে এম আতিকুর রহমান, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা,২০১১, পৃ-৩০
[১০২] https://www.britannica.com/biography/Mahathir-bin-Mohamad
[১০৩] এ কে এম আতিকুর রহমান, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা, ২০১১, পৃ-৩১

পরবর্তী বছরগুলোতে কি করতে হবে, যা সমষ্টিগত উন্নয়ন এনে দিবে, তা সকলেই বুঝতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার প্রতিটি মানুষের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে তারা আগেভাগেই ধারণা করতে পারে। এ পর্যায়ে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিশেষ করে এনইপি বাস্তবায়নে মাহাথিরের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy):

মালয়েশিয়া একটি বহুজাতিক সমাজ বিশিষ্ট রাষ্ট্র। এর মধ্যে মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়রা প্রসিদ্ধ জাতিগোষ্ঠী। এসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক বাহক। ফলে মালয় উপদ্বীপে বহুজাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। ব্রিটিশ শাসনামলে উপদ্বীপে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফল সব জাতিগোষ্ঠী সমভাবে লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এই সুবিধা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় চীনারা, এরপর ভারতীয়রা। ভূমিপুত্র বা সাধারণ মালয়ী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে উন্নয়নের ঐ ধারায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে ৩টি সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯ শতকে এটি ততটা স্পষ্ট না হলেও বিশ শতকে এই পার্থক্য প্রকট আকার ধারণ করে। তৎকালীন মালয়ের জাতীয় জীবনে মালয়ী বা ভূমিপূত্রদের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ-

- সার্বিকভাবে মালয়ীদের জীবন যাত্রা ছিল নিম্নমানের,
- মালয়ীদের অধিকাংশই বসবাস করত গ্রামে,
- মালয়ীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশগুলোতে বসবাস করত এবং তাদের পেশাও ছিল নিম্ন শ্রেণির,
- মালয়ীদের অধিকাংশ পেশাজীবী মানুষ প্রথাগত কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। খুব অল্প সংখ্যক ভূমিপুত্র আধুনিক শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর পেশার সঙ্গে জড়িত ছিল। আবার এদের মধ্যে একটা অংশ ছিল যারা পদ মর্যাদার দিক থেকে নিম্ন পেশার মানুষ।

- উদ্যম, সৃজনশীলতা, উৎপাদনশীলতা, শক্তি-সামর্থ্য সবদিক থেকেই ভূমিপুত্ররা অন্যান্য জাতিগোষ্টির তুলনায় পিছিয়ে পড়ে।
- মালয়ীদের ক্ষুদ্র একটা অংশ ছিল যারা ব্যক্তিমালিকানা, শিল্প-কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রনের সুবিধা ভোগ করতো।

স্বাধীনতা অর্জনের সময় মালয় উপদ্বীপের জনসংখ্যার ৫৬% এর বেশি ছিল মালয়ী। চীনা জাতিগোষ্ঠী ছিল ৩০ শতাংশের কিছু বেশি, ভারতীয়রা প্রায় ১০ শতাংশ, আর বাকিরা অন্যান্য জাতীগোষ্ঠী। বস্তুত স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে মালয়ীদের UMNO, চীনাদের MCA এবং ভারতীয়দের MIC সংগঠন তিনটি একত্রে কাজ করে।[১০৪] ফলে অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে আপোস করতে হয়। আবদুর রহমানকে কোয়ালিশন সরকার গঠন কাঠামোতে সামান্য পরিবর্তনও আনতে হয়।[১০৫] নির্বাচনে যাওয়ার পূর্বে UMNO, MCA এবং MIC নির্বাচনী জোট গঠন করে। তিনটি ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্বিক ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই জোট গঠন ছিল দেশটির ইতিহাসে প্রথম। ফলে জাতিগত ঐক্যের এক আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। আবদুর রহমানের নেতৃত্বে জোট ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। ৫২ সিটের মধ্যে তারা ৫১টি আসনেই বিজয়ী হয়।[১০৬] এটি ছিল মূলত জাতীয় ঐক্য এবং নৃতাত্বিক সহমর্মীতার বিজয়। "This introduce a new dimension of political approach to a multiracial coalition party that never happens in any other country in the world."[107] অর্থাৎ জাতি গঠনের এই প্রক্রিয়া মালয়ের প্রথম প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমানের আমলে শুরু হয়। যা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীগণের আমলে অব্যাহত ছিল। আবদুর রহমান এবং উপ-প্রধান আবদুর রাজ্জাক ভবিষ্যৎ মালয়েশিয়া গঠনে সমাজের সকল স্তরের সংস্কৃতি বুঝতে পারেন এবং সে অনুযায়ী

---

[১০৪] Md Shukri Shuib, Mohamad Nasir Saludin & others, The Role of Malaysian Leaders in Nation Building Process (1957-2003), Arts and Social Sciences Journal, Volume 2010: ASSJ-3,p-01/ (https://www.omicsonline.org/ArchiveASSJ/assj-archive.php?journal=assj&month=December&year=2010)

[১০৫] S A Idid, Malaysia at 50: Achievement & Aspiration, Australia, 2008, p-xviii-xix

[১০৬] T A Rahman , The Memoir of Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, Shamsudin Puteh (translator), Department of Information Malaysia: Kuala Lumpur, 2007, p-80

[১০৭] Md Shukri Shuib, Mohamad Nasir Saludin & others, p-01

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মালয়েশিয়া যে কঠোর আত্তীকরণ ব্যতিরেকেই একটি 'Multiracial Flexible' দেশে পরিণত হয় তার কারণ সরকারের উক্ত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রনির্মাণ নীতি। কিন্তু জাতি গঠনের এই নীতি মালয়েশিয়াকে ১৯৬৯ এর দাঙ্গা থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পরপরই মালয়েশিয়ার নায়ক আবদুর রহমান বৈষম্যহীন ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করলেও তার গৃহীত পদক্ষেপ প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। ফলে অনেকটা নীরবেই নয়া প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে এক ভয়ংকর জাতিগত দাঙ্গা সৃষ্টির পটভূমি তৈরি হয় এবং ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের পরপরই সেটি বিস্ফোরিত হয়। মুখরিজ মাহাথির ও খায়রী জামালুদ্দীন বলেন, "The 1969 Riots was only the tip of the iceberg of an even more serious and deep seated problem of a structural nature arising from Malaysia's past".[108] অর্থাৎ ব্রিটিশ আমল থেকে গড়ে ওঠা নৃতাত্ত্বিক বহুত্ববাদ, অর্থনৈতিক দ্বৈতবাদ ও বৈষম্য এবং ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা সমাজকাঠামোকে ভঙ্গুর করে তোলে। 'Bargain' বা চুক্তিনামা জাতিগুলোর মধ্যে এক ধরণের সমতা বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু ১৯৬৯ সালের নির্বাচন সেটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। আর এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে Damocratic Action Party (DAP) এবং Gerakan নামের দল দুটি যারা তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় মালয়ীদেরকে এটা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, মালয়ীদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। এদিকে অমালয়ীরাও মালয়ীদের অধিকার বা সুযোগসুবিধার প্রতি নমনীয় ছিল না। এর সাথে জড়িত হয় মালয়ী ভাষা এবং নাগরিকত্বের প্রশ্ন। সব মিলিয়ে নির্বাচনের পরপরই মালায়শিয়া এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তথা জাতিগত দাঙ্গার মুখোমুখি হয়। শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পারে যে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতিসমূহের মধ্যকার বৈষম্যের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি ভূমিপুত্রদেরকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। উগ্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাবে ১৯৬৯ সালের ১৩ মে সৃষ্ট জাতিগত দাঙ্গা ছিল সম্ভবত প্রথম এবং শেষ জাতিগত রাজনৈতিক দাঙ্গা।[১০৯] এরপর প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক মালয়েশিয়াকে একটি জাতিগত ঐক্যের দেশে পরিণত করার পলিসি গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে

[১০৮] Mukhariz Mahathir & Khairy Jamaluddin, Malaya's New Economic Policy: An Overview, Kuala Lumpur, 2003, p-13

[১০৯] Md Shukri Shuib,Mohamad Nasir Saludin & others, p-05

তিনি চালু করেন New Economic Policy (Dasar Ekonomi Baru) । ১৯৭০ সালে ২০ বছর মেয়াদী NEP এর যাত্রা শুরু হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি[১১০] -

- জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং
- বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে ভারসাম্য আনায়ন।

প্রথম উদ্দেশ্য অর্জিত হয় সকল জনগণের জন্য সমান্তরালভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমান নাগরিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয় ৪টি প্রক্রিয়ায়-

১. চাকরি কাঠামো প্রবর্তন,
২. কর্পোরেট সেক্টরে মালিকানা নীতি,
৩. বাণিজ্যে ভূমিপুত্রদের সুযোগ সৃষ্টি এবং
৪. পল্লী এলাকায় উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[১১১]

মোটকথা বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমানুপাতিক উপস্থিতির মাধ্যমে অর্জিত হয় দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি। ভূমিপুত্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্য তথা অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কোটা সংরক্ষণ এবং ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থব্যবস্থার আধুনিক সেক্টরগুলোতে তাদের জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়।[১১২]

এছাড়া উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার যে সকল নীতি গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো-

- আয়, পেশা ও সম্পদের দিক থেকে জাতিগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে মালয়ীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের কাঠামো পুনর্গঠনের পাশাপাশি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা,

---

[১১০] Third Malaysia Plan 1976–1980, Kuala Lumpur: The Government Publisher

[১১১] A Omar, Origins and development of the affirmative policy in Malaya and Malaysia: A historical overview, Malaysia, 2003, p- 21

[১১২] A Anoma, Poverty reduction strategies in Malaysia 1970-2000: Some lessons, University of Peradeniya, 2003

শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মালয়ীদেরকে যোগ্য করে তোলা। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য কেলানতান, ত্রেঙ্গানু, পিনাঙ প্রভৃতি প্রদেশে আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন,

- নগদ মূলধন সৃষ্টি ও তা বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি,
- জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং শহর, গ্রাম নির্বিশেষে সকল মালয়েশিয়ানদের দারিদ্রতা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- বাৎসরিক GNP বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।[১১৩]
- সরকার সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়ানোর জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে গণসচেতনা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

উপর্যুক্ত নীতির বাস্তবায়নে মালয়েশিয়ার জনসাধারণ ৩টি ক্ষেত্রে সহায়তা করে। প্রথমত নিজেদেরকে পরিশ্রমী জাতি হিসেবে গড়ে তোলে, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করে, এবং সবশেষে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালিকানা অর্জনে সহায়তা করে। মূলত এ নীতির দ্বারা রাজ্জাক চেয়েছিলেন দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত মালয়েশিয়া গড়তে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য কমিয়ে আনতে । এ লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আবাসন প্রদান ও কৃষির আধুনিকায়নে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মালয়েশিয়ান পরিকল্পনায় এ নীতিগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। বস্তুত NEP ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞাতার আলোকে প্রস্তুতকৃত একটি অর্থনৈতিক কৌশল ও নীতিমালার সমন্বিত রূপ। জাতিগত সমস্যা দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৬০'র দশকে গৃহীত ব্যবস্থগুলো ছিল অপ্রতুল। কিন্তু NEP ছিল ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করে রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট। NEP'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সকল শ্রেণীর মানুষের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা। সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেই বসে ছিল না বরং তা বাস্তবে রূপদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। ফলে দেখা যায় এ যাবত মালয়েশিয়ান সরকার কৃর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে এটির সফলতা ছিল শীর্ষে।

[১১৩] Mukhariz Mahathir & Khairy Jamaluddin, p-18

মাহাথিরের শাসনামলে এটিকে সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি যুগোপযোগী করে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করা হয়।

এনইপি'র সফলতা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল সকল পেশায় সব শ্রেণীর মানুষের সমানুপাতিক উপস্থিতি।[১১৪] সে ক্ষেত্রে এটি বহুলাংশে সফল হয়। বেকারত্ব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়ায় বেকারত্বের হার ছিল ২.৮ শতাংশ।[১১৫] ভূমিপুত্রদের গড় আয় ৩০ শতাংশে বৃদ্ধির লক্ষ্য ১৯৯০ সালেই অর্জিত হয়।[১১৬] NEP বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পায়। ১৯৭০ সালে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিপুত্র দরিদ্র ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০০৩ সালে ৩ লক্ষতে এসে দাঁড়ায়।[১১৭] দরিদ্রতা কমিয়ে জাতিগত অর্থনৈতিক অসমতা দূর করা NEP এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। এক্ষেত্রেও নীতিটি উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে। ৮০'র দশকের মধ্যভাগ এবং ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকটের কয়েকটি বছর ব্যতিত সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পায়।

Table1[118]

GDP per Capita: Selected Asian Countries, 1900-1990
(in 1985 international dollars)

	1900	1929	1950	1973	1990
Malaya/Malaysia[1]	600[2]	1910	1828	3088	5775
Singapore	-	-	2276[3]	5372	14441
Burma	523	651	304	446	562
Thailand	594	623	652	1559	3694

[১১৪] J Menon,Macroeconomic management amid ethnic diversity: Fifty years of Malaysian experience, Asian Development Bank Institute, 2008
[১১৫] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html
[১১৬] Mukhariz Mahathir & Khairy Jamaluddin, p-25
[১১৭] Op cit,p-33
[১১৮] http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-malaysia/

Indonesia	617	1009	727	1253	2118
Philippines	735	1106	943	1629	1934
South Korea	568	945	565	1782	6012
Japan	724	1192	1208	7133	13197

Notes: Malaya to 1973[1]; Guesstimate[2]; 1960[3]

Table 2 below shows the outcome of the NEP in the categories outlined above.

Table 2[119]

Restructuring under the NEP, 1970-90

			1970		1990	
Wealth Ownership (%)		Bumiputera	2.0		20.3	
		Other Malaysians	34.6		54.6	
		Foreigners	63.4		25.1	
Employment (%) of total workers in each sector	Primary sector (agriculture, mineral extraction, forest products and fishing)	Bumiputera	67.6	[61.0]*	71.2	[36.7]*
		Others	32.4		28.8	
	Secondary sector	Bumiputera	30.8	[14.6]*	48.0	[26.3]*

[119] ibid

(manufacturing and construction)	Others	69.2		52.0	
Tertiary sector (services)	Bumiputera	37.9	[24.4]*	51.0	[36.9]*
	Others	62.1		49.0	

Note: [ ]* is the proportion of the ethnic group thus employed. The "others" category has not been disaggregated by race to avoid undue complexity.

উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত না হলেও NEP যে বহুলাংশে সফল হয় উপর্যুক্ত জরিপ এবং আধুনিক মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থান তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই নীতি মালয়েশিয়ান সমাজ ও অর্থনীতির সামগ্রিক রূপান্তর ঘটিয়ে নয়া সমাজ ও অর্থব্যবস্থার ভিত রচনা করে।[১২০] এটি এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বার উন্মোচন করে যেটা সকল সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের উর্ধ্বে গিয়ে মালয়েশিয়ার সকল নাগরিকের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। ১৯৬৯ সালের দাঙ্গা দেখে অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছিল দেশটি বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্যের কবলে পড়বে। কিন্তু NEP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কারণে সেই জায়গা থেকে উঠে এসে মালয়েশিয়া বৈষম্যহীন বহুজাতিক সমাজ ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে নিজেকে অনুসরণীয় অনুকরণীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

NEP এর অন্যান্য ফলাফল-

১. Money Politics এর সূচনা: এটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। রাজনীতিকরা ব্যবসায়িক পদবী গ্রহণ করার অনুমতি পায়।[১২১]
২. ব্যক্তিমালিকানার প্রসার: এটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক চাপ এবং অর্থনৈতিক বোঝাকে হ্রাস করে। এর ফলে ১৯৮০ সালে দেশের মাথাপিছু জিডিপি ২৩৫৩.১০ ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি

[১২০] Mukhariz Mahathir & Khairy Jamaluddin, p-20
[১২১] E.T. Gomez & T. Edmund, Political business: Corporate involvement of Malaysian political parties, Brisbane, Centre for South East Asian Studies: James Cook University, 1994

পেয়ে ২০০৮ সালে ১৪০২৩.৩৩ ইউএস ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়।[১২২] প্রসঙ্গতো উল্লেখ্য যে, ১৯৮০'র দশকে মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডসহ অনেক দেশ এই 'Privatization' নীতি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মাহাথিরের লক্ষ্য ছিল পাবলিক সেক্টরের ব্যপ্তি হ্রাস করা, সরকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক ভার কমানো, প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করা।[১২৩] মাহাথিরের উদ্দেশ্য ছিল NEP এবং প্রাইভেটাইজেশন নীতি সমান্তরালভাবে এগিয়ে যাবে। আর এ লক্ষ্যে সরকার প্রতিষ্ঠা করে Foreign Investment committee। "FIC becomes the powerful agent to change in the private sector which economy has been even more integrated in the global economy."[124] এসময় 'Industrial coordination act' প্রণয়ন করা হয়। মাহাথিরের এই নীতি সফল হয়। Gomez এর মতে (১৯৯৬), ১৯৯০'র দশকে গৃহীত উক্ত নীতির ফলে পাবলিক সেক্টরে ৫৪ হাজার কর্মচারী কামানো সম্ভব হয়। সরকার ১.৮ RM বিলিয়ন রাজস্ব আদয় করতে সক্ষম হয়। সরকার এ সময় ৮.২ RM বিলিয়ন অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।[১২৫]

৩. নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শিক্ষায় ভূমিপুত্রদের জন্য ৫৫%, চীনাদের ৩৫% এবং ভারতীয়দের জন্য ১০% কোটা নির্ধারণ করায় এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এসকল নীতির কারণে দেখা যায় ১৯৯০ সালে চাকরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রায় অর্ধেকই ছিল ভূমিপুত্র।[১২৬]

---

[১২২] Khairiah Salwa Mokhtar, Chan Ai Reen and Paramjit Singh Jamir Singh, GSTF International Journal on Media & Communications(JMC) Vol.1 No.1, March 2013, p-14

[১২৩] K.S. Mokhtar, Privatising Malaysian Airlines: A policy transfer approach, Penerbit Universiti Kebangsaan, Malaysia, 2008

[১২৪] Khairiah Salwa Mokhtar, p-15

[১২৫] Op cit,p-15

[১২৬] Op cit,p-15

এভাবে মালয়েশিয়া উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়। তবে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নতি এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মালয়েশিয়ার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি মানব সম্পদ সৃষ্টিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়নে যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন মালয়েশিয়ার কিংবদন্তি নেতা মাহাথির মোহাম্মদ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুদক্ষ নেতৃত্ব, প্রয়োজনানুযায়ী পরিকল্পনার সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি এটিকে সফলতায় পর্যবসতি করেন। ১৯৯০ সালে NEP শেষ হলে ভূমিপুত্রদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাহাথির এসময় New Development Policy গ্রহণ করেন। মূলত এটি ছিল ভিশন ২০২০ এরই একটি অংশ। মাহাথির এ সময় প্রাইভেটাইজেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করেন।[১২৭] শিল্পায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৯৬০ সালে মালয়েশিয়ার জিডিপি'তে ম্যানুফেকচার খাতের অবদান ছিল ৬.৭ শতাংশ। ৩০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ শতাংশ হয়।[১২৮] এর মূলে ছিল পোশাক, গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি শিল্পের অগ্রগতি। বস্তুত মাহাথিরের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও উন্নয়ন নীতির কারণে মালয়েশিয়ায় উক্ত শিল্পসমূহের প্রসার ঘটে।

[১২৭] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html
[১২৮] Op cit

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের উন্নয়ন নীতি

মাহাথির মোহাম্মদ কর্তৃক গৃহীত প্রধান নীতিসমূহঃ

এ কথা সকলের নিকট স্পষ্ট যে কোন দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে দু-একটি পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অসংখ্য নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের। আবার কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দরকার অনুকূল পরিবেশ। মাহাথির যে এ সকল বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন সেটা তাঁর বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ ও প্রয়োগের দিকে তাকালে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর থেকে মালয়োশিয়ার যে ক'জন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হন মালয়েশিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের সবাই কোন না কোন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মাহাথিরের কার্যপরিধি ব্যাপক ও সম্প্রসারিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদ কর্তৃক গৃহীত প্রধান নীতিসমূহ নিম্নরূপ:-

- প্রাচ্যমুখী নীতি
- কাঁচামালের সদ্ব্যবহার
- নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন
- শিল্প ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা
- ১৯৯৭ এর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মাহাথির
- ভিশন ২০২০
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক কৌশলসমূহ

প্রাচ্যমুখী নীতি (Look East Policy):

১৯৮০'র দশক ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি[১২৯]। আর এশিয়ার এ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নেতৃত্বে ছিল জাপান। ঠিক এ সময় মালয়েশিয়ার রাজ-ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। ডা. মাহাথির মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রাচ্যমুখী হবার যে নীতি গ্রহণ করেন সেটিই "Look East Policy" নামে পরিচিত। এ জন্য এটাকে বলা হয় "Brain Child of Mahathir"। এখানে প্রাচ্য বলতে প্রধানত জাপানকেই বোঝানো হয়। অর্থনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিসহ প্রাচ্যের মূল্যবোধ থেকে উপকৃত হবার উদ্দেশ্যও ছিল এ নীতির আওতাভূক্ত।[১৩০] ডা. মাহাথিরের প্রাচ্যমুখী নীতি মালয়েশিয়াকে আধুনিকীকরণের জন্য নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল।[১৩১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালের শেষার্ধে জাপানী সেনারা ব্রিটিশদের নিকট থেকে মালয় উপদ্বীপসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে নেয়। প্রায় চার বছর যুদ্ধ শেষে উপদ্বীপ আবার ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংকটের কথা কখনও মালয়েশিয়ার জনগণ ভুলতে পারেনি। ঐ সময়ে জাপানী সৈন্যরা লুটতরাজ, ধর্ষণ, কথা বলা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জাপানী ভাষা প্রচলনসহ অনেক কিছুই করে। জাপানের এই আগ্রাসন যুদ্ধ সম্পর্কে মালয়ের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয়।[১৩২] মালয়েশিয়ার বর্তমান উন্নতির জন্য যদিও জাপানের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জাপানী আগ্রাসনের প্রসঙ্গ এলেই তাদের ভেতরকার সেই চাপা ক্ষোভের নীরব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

---

[১২৯] https://searchinginhistory.blogspot.com/2014/01/look-east-policy-of-malaysia.html

[১৩০] Wietske Overtoom, Mahathir's "Look East" policy: Changing the values of the Malays, 2014, p-02

[১৩১] এ কে এম আতিকুর রহমান, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা,২০১১, পৃ-৬০

[১৩২] Mahathir bin Mohamad, A New Deal for Asia, Pelanduk Publications, 1999, p-15

ডা. মাহাথির ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম জাপান সফর করেন। উক্ত সময়ে জাপানে এক সপ্তাহের বেশি সময় অবস্থানকালে তিনি খুব কাছ থেকে জাপানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন। জাপান তখন ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সূর্যদয়ের দেশটি তখন তেমন একটা উন্নত ছিল না। তবে দেশটির সর্বত্রই উন্নয়নের ছোয়া লাগতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে আসার জন্য জাপান তখন ব্যস্ত। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্য অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ উন্নয়ন ধারা জাপানকে এগিয়ে নিয়ে যায় উন্নত বিশ্বের কাতারে। শুধু এশিয়ার দেশগুলোর নয় পৃথিবীর অনেক দেশের দৃষ্টিই তখন জাপানের দিকে নিবিষ্ট। জাপানের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সাফল্য এ অঞ্চলের অনেক দেশকেই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীতে জাপানকে মডেল ধরে ঐসব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে কাজ করে সে দেশের শিক্ষা ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জাপানীরা প্রমাণ করে যে এশিয়ার দেশ হয়েও তারা বিশ্বমানের অনেক কিছুই তৈরি করতে পারে। জাপানের এ উন্নতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের মানুষকে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে মানসিক শক্তির জোগান দেয়। মাহাথির সেই জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজে লাগায়। মালয় ও অন্যান্য গোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবধান কমানোর জন্য প্রণীত নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালাটি এরই মধ্যে ১১ বছর অতিবাহিত করে। মাহাথিরের কাছে মনে হলো মালয়েশিয়াকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য ঐ অর্থনৈতিক নীতিমালা ছিল অপর্যাপ্ত[১৩৩], এর জন্য এমন আরো কিছুর প্রয়োজন রয়েছে যা মালয়েশিয়াকে অন্য কারো নিকট শিখতে হবে। তিনি আশেপাশের দেশসহ পৃথিবীর উন্নত ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। কয়েকটি দেশকে বাছাই করে সেসব দেশের কাছ থেকে তাদের প্রযুক্তিগত এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার জন্য সহযোগিতা চান যাতে মালয়েশিয়ার জনগণের কর্মপদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ যে কোনো দেশকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন, অগ্রগতির বার্তা তখন সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে গেছে।

---

[১৩৩] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, মাহাথির মোহাম্মদ, মো: মশিউর রহমান অনূদিত, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০১, পৃ-৭১

ডা. মাহাথির সময় নষ্ট না করে মন্ত্রীসভায় ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের শেষ দিকে মাহাথির "Look East Policy"(LEP) গ্রহণ করেন। প্রথমত এ নীতির দৃষ্টি ছিল জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মপদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং মালয়েশিয়ায় উপযুক্ত করে তার প্রয়োগ।[১৩৪] এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল জাপানের সংস্কৃতি ও বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং সেই উপার্জিত জ্ঞান মালয়েশিয়ায় প্রয়োগ করা। তবে প্রয়োগের সময় মালয়েশিয়ার অতি সংবেদনশীল কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানকে অবশ্যই বিবেচনা করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১৩৫] কারণ এসব ক্ষেত্রে জাপান আর মালয়েশিয়ার মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য বিদ্যমান। এছাড়াও জাপানের কৌশল মালয়েশিয়ায় অবিকল প্রয়োগ করা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। মালয়েশিয়ান সরকার একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণ করার অর্থ এ নয় যে তারা পশ্চিমের ভালো ও গ্রহণীয় বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করবে।[১৩৬] মালয়েশিয়া যেমন কোন কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি তেমনি প্রয়োগের সময় তারা মালয়েশিয়ার উপযোগী করেই সেসব প্রয়োগ করে। ঐতিহাসিক কারণেও জাপানের প্রতি মালয়েশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মাহাথির এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন পাশ্চাত্যের আকাশ ছোঁয়া উন্নয়ন দেখে সেদিকে ধাবমান সে সময় মাহাথিরের প্রাচ্যমুখীতা অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং যোগ্য নেতৃত্বকেই প্রমাণ করে।[১৩৭] তাঁর বক্তব্য ছিল উন্নত রাষ্ট্র থেকে, হোক সে প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের, প্রয়োজনীয় সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। তবে তার প্রয়োগ করতে হবে নিজেদের মত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি ডা. মাহাথিরের মনে রেখাপাত করে তা-হলো জাপানীদের কাজ করার নৈতিক দিক যা পশ্চিমা দেশগুলোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মাহাথির অনুধাবন করেন যে একমাত্র জাপানীদের কাজ করার নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেই মালয়েশিয়ার জনগণকে কঠোর পরিশ্রমী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মালয়েশিয়ার জনবলকে পরিচিত করে সেগুলোকে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বিশ্ববাজারে মালয়েশিয়ার

---

[১৩৪] A New Deal for Asia, p-85
[১৩৫] আতিকুর রহমান, পৃ-৬০
[১৩৬] ঐ, পৃ-৭২
[১৩৭] আতিকুর রহমান, পৃ-৬১

উৎপাদিত দ্রব্যাদিকে প্রতিযোগিতামূলক ও আকর্ষণীয় করতে হলে জাপানের নীতিমালাকে পুঁজি করে অগ্রসর হতে হবে।

প্রাচ্যমুখী নীতির মূল লক্ষ্য ছিল জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মধারা এবং সফল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে মালয়েশিয়ায় তা প্রয়োগ করা। মাহাথির লক্ষ্য করে দেখেন জাপান ও কোরিয়ার মানুষ যেমন কঠোর পরিশ্রমী মালয়েশিয়ার মানুষ তত পরিশ্রমী নয়। অতএব মালয়েশিয়ার জনগণকে কঠোর পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে হবে। যে কর্মদক্ষতার অভাব তাদের রয়েছে অবিরাম পরিশ্রম ও সময়ানুবর্তীতার মাধ্যমে একদিন অবশ্যই তারা সেই অভাবকে কাটিয়ে উঠে নিজেদেরকে দক্ষ করে তুলবে। সরকারের পক্ষ থেকে কাঠামোগত সমর্থন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা পেলে মালয়েশিয়ার জনগণ নিজেদেরকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। এছাড়া সফল ব্যবস্থাপনা কৌশল চর্চার মাধ্যমে তারা যেমন চলমান কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তেমনি প্রয়োজনানুযায়ী নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। জাপানীদের কাজ করার নৈতিক চরিত্রটি সে দেশের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সাফল্যের মূলভিত্তি। জাপানীদের এ চরিত্রটি অনুসরণীয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষই তা নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করে সুফল পেতে পারে। ডা. মাহাথিরের আত্মবিশ্বাস ছিল সে জাপানীদের অনুসরণ করে মালয়েশিয়ার মানুষ ও তাদের কাজ করার নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাবে এবং দেশের অথনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। তাই তিনি প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণের সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে প্রয়োগ করার আগে এর কোন পদ্ধতিই যাতে মালয়েশিয়ার সমাজ আর রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তা সাজিয়ে নেন। প্রাচ্যমুখী নীতি মালয়েশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক নতুন ধারা এবং উদ্যোগের সৃষ্টি করে। জনগণ যখন লক্ষ করে যে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক অবস্থা দিনে দিনে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করার প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাদের এ আগ্রহ দেখে মাহাথিরও অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের নতুন নতুন উদ্যোগের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। মাহাথিরের অকুণ্ঠ সমর্থন ও নির্দেশনা দেশের জনগণকে আরো পরিশ্রমী হতে সাহস যোগায়। "মালয়েশিয়া পারে" (Malaysia Boleh) একটি শ্লোগানে পরিণত হয়। তবে উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমই সব কিছু নয়।

উৎপাদিত দ্রব্যের মান এবং নির্দিষ্ট সময়ে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখার জন্য মাহাথির সকলকে আহবান জানান। রাষ্ট্রীয়ভাবেও তিনি বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

জাপানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক চিত্র অর্থাৎ সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদধারী ব্যক্তি পর্যন্ত সবার মধ্যে যে কর্ম-সম্পর্ক তা দেখে মাহাথির অত্যন্ত মুগ্ধ হন। মূলত পদমর্যাদা নিয়ে জাপানীরা মাথা ঘামায় না। জাপানের বড় বড় কোম্পানিগুলোতে কর্মকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্যকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। কোন কারখানায় গেলে দেখা যায় সবাই একই ইউনিফর্ম পরিধান করে কাজ করছে। নির্বাহীদেরকে তাদের অফিসের চেয়ে শ্রমিকেরা যেখানে কাজ করে সেখানেই বেশি সময় ব্যয়ে ব্যস্ত দেখা যায়। এছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সকলের সাথে বিষয়টি আলাপ-আলোচনা করে নেওয়া হয়।[১৩৮] সিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে প্রতিটি কর্মী তার কাজের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। ফলে পুরো প্রতিষ্ঠানে একটা সুন্দর কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের মধ্যে যেমন থাকে বিশ্বস্ততা তেমনি থাকে প্রতিষ্ঠানটিতে স্থিতিশীলতা। মালিকেরা যেমন কর্মচারীদের ভালো-মন্দের দেখভাল করেন কর্মচারীরাও থাকেন মালিকদের প্রতি অনুগত। এ প্রক্রিয়ায় এক দিকে যেমন তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে দেশের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ডা. মাহাথির এসব দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও তিনি জানতেন যে মালয়েশিয়ার জনগণ জাপানীদের মতো কাজকর্মের এ নৈতিকতা পুরোপুরি পালন করতে সক্ষম হবে না তথাপি তিনি বিশ্বাস করতেন তাদেরকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে একদিন তারা এ গুণের অনেকটাই অর্জন করতে সক্ষম হবে। জাপানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে অনেকেই মাহাথিরের সঙ্গে একমত হননি। কেউ কেউ এ নীতির বিরোধিতাও করেন। কিন্তু মাহাথির তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি প্রাচ্যমুখী নীতি বাস্তবায়িত করেছেন এবং মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

[১৩৮] ঐ, পৃ-৭৩

প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণের সময় ডা. মাহাথির লক্ষ্য করেন যে জাপানের কর্মনীতিতে উৎপাদিত পণ্যের মানই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন জাপান কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টিতে সফল হয়েছে সেটাও লক্ষ করার বিষয়। মালয়েশিয়ার রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অঢেল আবাদযোগ্য ভূমি। জাপানের কর্মধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে মালয়েশিয়াকে একটি শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করা তেমন কঠিন হবে না বলে মাহাথিরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই আত্মবিশ্বাস ডা. মাহাথিরকে মালয়েশিয়ায় প্রাচ্যমুখী নীতি বাস্তবায়নে সফল করে তোলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপানিদের আরো একটি দিক মাহাথিরকে আকৃষ্ট করেছিলো তা-হলো আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের কৌশল। পণ্যের মান যতই উন্নত হোক না কেন তা যথাযথভাবে বিশ্ববাজারে উঠানো না গেলে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদেরকে দক্ষতা অর্জন করানোর জন্য মাহাথির ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য জাপানের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এছাড়াও ডা. মাহাথির জাপানের সফলতার মূলে যেসব চালিকাশক্তি কাজ করেছিল তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং মালয়েশিয়ায় তা প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি মালয়েশিয়ানদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য 'জাপান ঐক্যবদ্ধ' (Japan Incorporated) ধারণাটি গ্রহণ করেন।[১৩৯]

মাহাথির জাপানের বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করেন। এমনকি অনেক সময় কোম্পানিগুলো জাপান সরকারের নীতি বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা জাপান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও সঠিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। সরকার তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে। বিদেশী পণ্য সামগ্রী যাতে জাপানের বাজারে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য স্থানীয় পদ্ধতিকে বেশ জটিল করে রেখেছে জাপান সরকার। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন খাতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক জাপানী কোম্পানিগুলোর নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ভিত্তিকে মজবুত করে। তাই জাপান একত্রীভূত নীতি মালয়েশিয়ার পরিকল্পনাবিদদেরকে গভীরভাবে

[১৩৯] আতিকুর রহমান, পৃ-৬৩

অনুপ্রাণিত করে। মালয়েশিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে পূর্বে তেমন একটা ভাল সম্পর্ক ছিল না। ব্যবসায়ীদের সব সময়ই সরকারের প্রতিপক্ষ মনে করা হতো।[১৪০] সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীদের অনুকূলে ছিল না। নিয়মকানুনের জটিলতার কারণে দেশের পণ্য উৎপাদনকারীরা তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সরকারের লাল ফিতার আবর্তে ব্যবসায়ীদের অহরহ ভোগান্তির দৃষ্টান্তও কম ছিল না। সরকারি দপ্তরে কোন কাজের জন্য গেলে অর্থের বিনিময় ছাড়া তা করানোর উপায় ছিল না। বলতে গেলে উৎকোচ ব্যতিত কোন প্রকারের সহযোগিতাই পাওয়া সম্ভব হতো না। দু'পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট অবিশ্বাসের কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কোনো গতি আনা কঠিন ছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ডা. মাহাথির কালবিলম্ব না করে বিভিন্ন কর্মকৌশল প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মাহাথির প্রায়ই বলতেন "আপনাদের বেতন তো আসে সরকারি খাত থেকে অর্থাৎ জনগণের দেওয়া কর থেকে। সুতরাং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার অর্থ আপনারা আপনাদেরকেই সাহায্য করছেন।"[১৪১] প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণের ফলে পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। তখন থেকে সরকারি চাকুরে আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আন্তরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তা মালয়েশিয়াকে উন্নতির নতুন দিগন্তে ধাবিত করে। প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণ না করলে মালয়েশিয়ার এ অবাক করা উন্নয়ন সম্ভব হতো কিনা তা বিবেচনার দাবি রাখে। প্রাচ্যমুখী নীতির সুফল বর্তমান মালয়েশিয়া। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার মূলে ছিল প্রাচ্যমুখী নীতি। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত পরিকল্পনার ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কিভাবে এটা সম্ভব হয় তা ব্যক্ত করতে গিয়ে ডা. মাহাথির বলেন, সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে নির্বাচিত যেসব লোকদেরকে শিক্ষা লাভের জন্য জাপানে পাঠানো হয়েছিলে তারা সেখানে গিয়ে মনোযোগের সাথে জাপানের ব্যবস্থাপনা কৌশল পর্যবেক্ষণ করে এবং তা রপ্ত করে দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে।[১৪২] এর সুফল পেতে মালয়েশিয়াকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। জাপানের উৎপাদনের পদ্ধতি এবং কর্ম-কাঠামোর প্রয়োগ দেশটির জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা আগ্রহের সঙ্গে তা অনুসরণ করতে শুরু

---

[১৪০] ঐ, পৃ-৭৫

[১৪১] ঐ, পৃ-৭৫

[১৪২] আতিকুর রহমান, পৃ-৬৪

করে। এভাবেই জাপান ঐক্যবদ্ধ ধারণাটির মালয়েশীয়করণ করা হয়। মাহাথিরের মতে, এই নীতির ফলে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে সাফল্য আসে।[১৪৩]

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দেশীয় স্বার্থে মাহাথির ৯০'র দশক পর্যন্ত জাপানের সাথে উষ্ণ সম্পর্কের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। মালয়েশিয়ার প্রতি জাপান সবসময় তার সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণে উদারতার পরিচয় দেয়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে জাপান কোন সময়ই মালয়েশিয়ার নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেনি।[১৪৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন বছর যাবত জাপানি দখলদারিত্বের কথা ভুলে গিয়ে মালয়েশিয়ার জনগণ জাপানের বিভিন্ন কোম্পানিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ করতে স্বাগত জানায়। জাপানের বিভিন্ন কোম্পানি মালয়েশিয়ায় আগমন করে এবং এদেশের নিয়ম-নীতি মেনেই তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জন্য মালয়েশিয়ানরা জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আলোচনাকালে মাহাথির জাপানের অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা অনেককেই বলেন। তাঁর মতে মালয়েশিয়া যখন একেবারেই একটি দরিদ্র দেশ ছিল এবং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন জাপানীরা পুঁজি বিনিয়োগ করে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। প্রাচ্যমুখী নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হিসেবে অধিকাংশ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প জাপানী ও দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানিগুলোর উপর অর্পণ করা হয়। যেমন পিনাঙ ব্রিজ নির্মাণের জন্য দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি 'Hyundai Engineering and Construction Company'কে পুরস্কৃত করা হয়। মালয়েশিয়ার প্রথম জাতীয় কার কোম্পনি 'প্রোটন সাগা'র প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অর্জন, ১৯৯৬ সালে গৃহীত " Industrial Master Plan", এমনকি মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর নির্মাণেও জাপানী কোম্পানির সংশ্লিষ্টতা ছিল।[১৪৫] জাপানী বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতেই মালয়েশিয়া সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পায়, মালয়েশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। এ বিনিয়োগে অবশ্য জাপানেরও স্বার্থ নিহিত ছিল। কারণ জাপানের চেয়ে মালয়েশিয়া বেশি

[১৪৩] ঐ, পৃ-৭৬

[১৪৪] আতিকুর রহমান,পৃ-৬৫

[১৪৫] https://searchinginhistory.blogspot.com/2014/01/look-east-policy-of-malaysia.html

উৎপাদন করায় এসব পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সহজেই প্রতিযোগিতা করতে পারে। যেসব পণ্য জাপানে উৎপাদন অলাভজনক ছিল মালয়েশিয়ায় তা লাভজনক উৎপাদনে পরিণত হয়। মালয়েশিয়া হয় তাদের পণ্য রপ্তানির কেন্দ্র।[১৪৬] অনেক বড় বড় জাপানী কর্পোরেশন যেমন ইলেক্ট্রনিক জায়ান্ট মাতসুসিতা ইলেকট্রিক মালয়েশিয়ায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ৭৮ টি দেশে রপ্তানি করে।[১৪৭] এতে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জাপানের সংশ্লিষ্টতা সহজেই অনুমেয়।

তবে প্রাচ্যমুখী নীতির কিছু নেতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়। অনেকেই এটিকে একপাক্ষিক নীতি হিসেবে অভিহিত করেন। অর্থাৎ এ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার তুলনায় জাপানের আগ্রহ কম ছিল। ১৯৯০ সালের দিকে এই নীতি তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। কেননা জাপান মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স এর জন্য টোকিও বিমান বন্দরকে 'মালয়েশিয়া-ইউএস রুটে'র যাত্রাবিরতি স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করতে না দেওয়ায় মাহাথির ক্ষুব্ধ হন। মাহাথির এ আচরণকে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে সমালোচনা করেন।[১৪৮] এসব কারণে তিনি প্রাচ্যমুখী নীতির উপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেও কখন তা পরিত্যাগ করেননি। প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কার করে কাজে লাগান। এ নীতির কারণে মালয়েশিয়া জাপানের নিকট ঋণী হয়ে যায় ঠিকই তবে প্রাপ্তির তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত নগন্য। ২০০১ সাল পর্যন্ত এই নীতি কার্যকর ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ নীতি বহুলাংশে সফল হলেও মূল্যবোধ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এর সফলতা লক্ষণীয় নয়।[১৪৯] কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা যায় এটাই সেই নীতি যা মালয়েশিয়াকে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক প্রভূদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রাচ্য তথা জাপান ও কোরিয়ামুখী করে, যা মালয়েশিয়ার শিল্পায়নের পথে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দেয়।

---

[১৪৬] আতিকুর রহমান, পৃ-৬৫

[১৪৭] ঐ, পৃ-৭৭

[১৪৮] https://searchinginhistory.blogspot.com/2014/01/look-east-policy-of-malaysia.html

[১৪৯] Wietske Overtoom, p-02

জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য :

এটা সর্বোজনবিদিত যে, ১৯৬৯ সাল সদ্য স্বাধীন মালয়েশিয়ার ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ বছরের ১৩ মে তারিখে কুয়ালালামপুরে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। প্রথম প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান এর কারণ হিসেবে কমিউনিস্টদেরকে দায়ী[১৫০] করলেও দাঙ্গার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। সেটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূলে যেমন আঘাত হানে তেমনি সমালোচনার কারণে ডা. মাহাথিরকে ক্ষমতাসীন দল আমনো থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১৫১] দাঙ্গার ফলে বহু জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত মালয়েশিয়ার সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। চীনাদের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মালয়ীদের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতিগত বিদ্বেষ এবং সামাজিক অসমতার ফলে সৃষ্ট এই সংঘাত মালয়েশিয়ানদের দৃষ্টি প্রসারিত করে।[১৫২]

সেই সময় মালয়েশিয়ায় বসবাসরত চাইনিজ এবং অন্যান্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা মালয়ীদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাইনিজদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। অপরদিকে মালয় জনগণ ছিল অত্যন্ত গরীব এবং দিনমজুর। কৃষিকাজের বাইরে অন্য কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। কি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয় সে সম্পর্কে অধিকাংশ মালয়ীদের কোন ধারণাই ছিল না। মাত্র কয়েকশত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল মালয়ী তথা ভূমিপুত্ররা।[১৫৩]

১৯৬০'র দশকের কৃষি নির্ভর দেশ মালয়েশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল টিনের খনি, রাবার চাষ বা ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্প কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণও ছিল অপ্রতুল। অন্যদিকে যদিও কিছু কিছু মালয়ীদের কৃষি জায়গা-জমি ছিল, তবে

---

[১৫০] The 13th may 1969 Racial Riots: The True and Fair View, https://jebatmustdie.files.wordpress.com/2009/06/13-may-1969-analysis-by-jmd.pdf

[১৫১] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, মাহাথির মোহাম্মদ, মো: মশিউর রহমান অনূদিত, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ-২৫

[১৫২] এ কে এম আতিকুর রহমান, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা, ২০১১, পৃ-৩২

[১৫৩] ঐ, পৃ-৩২

সেখান থেকে যা আয় হত তা চাইনিজদের অর্জিত সম্পদের তুলনায় ছিল খুবই সমান্য। অর্থাৎ এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বড় ধরণের অর্থনৈতিক অসমতা বিরাজমান ছিল।[১৫৪] উক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মালয়েশিয়ান নেতৃবৃন্দ অন্তত বুঝতে সক্ষম হন যে, মালয়েশিয়াকে একটি স্থায়ী এবং দীর্ঘ মেয়াদী সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে মালয় এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদের ব্যবধান কমাতে হবে। মালয়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় অর্থনীতির মূলধারার সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা থাকলেও কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ তারা অর্থকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করার ব্যপারটা ভাবতে পারত না। বরং মনে করত কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করার জন্যই অর্থ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করা মালয়ীদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। তখন পেশাজীবীদের মধ্যে মালয়ীদের সংখ্যা ছিল ৫ শতাংশের কাছাকাছি।[১৫৫] মোট জনসংখ্যার ৫৬% ছিল মালয় যাদের অধিকাংশই কৃষক। অন্যদিকে চীনারা ছিল মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অথচ অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্যিক খাতের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতে।[১৫৬] বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অসমতা এবং অসম অর্থনৈতিক উন্নতির মূল কারণ বের করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরপরই একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় পরামর্শ কাউন্সিল । যেহেতু মূল সমস্যাটি ছিল ভূমিপুত্র এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠির মধ্যে, তাই নতুন জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালায় তাদেরকে অর্থনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসার কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়।[১৫৭] অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিধি বাড়িয়ে মালয়ীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল এসবের মূল লক্ষ্য । এই নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন সম্পদের সৃষ্টি করার ব্যবস্থা রাখা হয় যাতে গরীবরাও সম্পদের অংশীদার হতে পারে, বিশেষ করে ভূমিপুত্রদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। [১৫৮]

---

[১৫৪] ঐ, পৃ-৩২
[১৫৫] ঐ, পৃ-৩৩
[১৫৬] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, পৃ-৩৩
[১৫৭] ঐ, পৃ-৩৩
[১৫৮] ঐ, পৃ-৩৩

সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয় জাতি অর্থনৈতিকভাবে ছিল অন্যান্য জাতির থেকে অনেক পশ্চাৎপদ। তাই বলে ধনীদের ধন সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিতরণ যে যুক্তিসংগত নয় তা মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হন। ধনীর সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরীবের মধ্যে বণ্টনের কোনো নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা নতুন অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিধি বাড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীও যাতে তাদের প্রাপ্য অংশ পায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে মালয়ীদের লাভবান করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বিশ বছরের জন্য নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যমান ২.৪ শতাংশের পরিবর্তে মালয়ীরা যাতে সম্পদের কমপক্ষে ১০ শতাংশের মালিক হতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা হয় ঐ নীতিমালায়। একই সাথে অন্যান্য জাতির প্রাপ্যতা ৩৪.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়।[১৫৯] তবে বিদেশিদের সম্পদের অংশীদারিত্ব ৬০.৩ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়।[১৬০] গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। মালয়দের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার সকল স্তরে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মালয় এবং অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জন্য কোটা ব্যবস্থার অর্থাৎ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরকারের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মে মালয়দের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মালয়দের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতি সহজ এবং অবারিত করা হয় যাতে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার যাতে মালয়ীরা সহজে পেতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। মালয়ীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানাসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সকল ভূমিপুত্রই যেন আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। বিশ বছর মেয়াদি এনইপি'র কার্যক্রম যখন ১৯৯০ সালে শেষ হয় তখন দেখা যায় যে এতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ছাড়াও মালয়েশিয়া একটি বৈরিতামুক্ত বহু জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত উন্নয়শীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া শুরু করে। এমনকি ক্রমান্বয়ে তারা অর্থনীতির মূল ধারায় মিশে যায়। তারা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে

[১৫৯] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা,পৃ-৩৪

[১৬০] ঐ,পৃ-৩৪

সম্পদের অংশীদারিত্ব লাভ করে। বলতে গেলে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালাটি মালয়েশিয়ার সার্বিক অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়। চাইনিজদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিলোপ ঘটে। সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালয় এবং অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে চাইনিজদের ভূমিকাও অব্যাহত থাকে।[১৬১] বিশ বছর মেয়াদী এনইপি শেষ হওয়ার পর এনইপি'র সমাপ্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যে মাহাথির দশ বছর মেয়াদি New Development Policy গ্রহণ করেন।[১৬২] এটি বাস্তবায়নে মাহাথির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, তাদের দেশ পরিচালনায় তারা যথেষ্ট পারদর্শী এবং নিজেদের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম।[১৬৩]

মালয়েশিয়া মাহাথিরের শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যতটা পারদর্শীতা অর্জন করে ৭০'র দশকেও ততটা ছিল না। তাদের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব ছিল না আদৌ, ব্যবসায় যা কোন কোন সময় দরকার হয়। তারা সিঙ্গাপুরে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পছন্দ করতো। সিঙ্গাপুর তখন সরবরাহ কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করত। মালয়েশিয়া সে সময় পণ্য বাজারজাত করে ভাল মুনাফা অর্জন করত। সিঙ্গাপুর সেই একই পণ্য রপ্তানি করত অন্যান্য দেশে এমনকি প্রক্রিয়াজাত করে অনেক চড়া দরে মালয়েশিয়ার কাছেই বিক্রি করত। সিঙ্গাপুরের এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়াকে নিজেদের অংশ মনে করত । মাহাথির এটা দেখতে তীব্র আকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে মালয়েশিয়া মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বাদ দিয়ে নিজেরাই পণ্য বাজারজাত করবে, কেননা এটা তুলনামূলকভাবে বেশি লাভজনক। ১৯৬০ এর দশকের একেবারে গোড়ার দিকে যে কোম্পানিটা বিনিয়োগে সাড়া দিয়েছিল সেটা ছিল জাপানি ইলেক্ট্রনিক্স ন্যাশনাল কোম্পানি। বিশাল এই কোম্পানির ছিল সম্প্রসারণের আগ্রাসী পরিকল্পনা। আর সেটা বাস্তবায়িত করার জন্য বড় ধরণের শর্তও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। এই কোম্পানি তাদের উৎপাদিত পণ্য মালয়েশিয়ায় বিক্রি করতে চেয়েছিল কাজেই মালয়েশিয়ার একটা শর্ত ছিল যে ব্যবসায়ের একটা শেয়ার মালয়ীদের দিতে হবে।

---

[১৬১] ঐ,পৃ-৩৪

[১৬২] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, পৃ-৩৬

[১৬৩] ঐ, পৃ-৩৫

ক্রমান্বয়ে তারা কুয়ালালামপুরের উপকণ্ঠ সুবাঙ জায়ার-এ একটা কারখানা স্থাপন করে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করার শর্তে মালয়েশিয়া পরে মালয়ীদের অংশীদারিত্বের শর্ত তুলে নিতে সম্মত হয়। কোম্পানিটির ব্যবসা বাণিজ্য মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

দেশ সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি মালয়েশিয়ার আমদানি কার্যক্রমও বৃদ্ধি পায়। জাপানীদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করে মালয়ীরা। রাশিয়া মালয়েশিয়ান বৈমানিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এই শর্তে মালয়েশিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে যুদ্ধ বিমান ক্রয় করে। এমএএস কর্তৃক (Malaysia Airlines) বিমান ক্রয় করার সময় সরকার রাশিয়াকে মালয়েশিয়ার উৎপাদিত যন্ত্রাংশ ক্রয়ের শর্ত জুড়ে দেয়। এভাবে মালয়েশিয়া বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরির বাণিজ্যে প্রবেশ করে। এ খাত থেকে আয় হয় শত শত কোটি ডলার। Composites Technology Research Malaysia(CTRM) নামক কোম্পানিটি বিমানের যন্ত্রপাতি তৈরিতে শুধু এশিয়া নয় বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে। ১৯৯০ সালে কার্যক্রম শুরু হওয়া এ কোম্পানির ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে, CTRM's main objective and obligation is clearly to take the lead in developing the advanced composites industry in Malaysia by developing People, Capability and Products.[১৬৪] এটি যে মালয়েশিয়া অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে সে কৃতিত্বও মাহাথিরের। এমআইটিআই'তে মাহাথিরের কাজ ছিল নতুন বাজার খুঁজে বের করা। মাহাথির উপলব্ধি করেন, বিরাটাকার শিল্প কারখানা চালানোর পক্ষে মালয়েশিয়া ছিল ক্ষুদ্র দেশ এবং মালয়ীদের পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য দরকার ছিল বিদেশী বাজার। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নয় বরং মালয়েশিয়া থেকে সরাসরি রপ্তানির জন্য মালয়ী ব্যবসায়ীদের খুঁজে বের করা দরকার ছিল উপযুক্ত বাজার এবং ঐ সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া একটা বড় বাণিজ্যিক দেশ, যার রপ্তানির পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ইউএস ডলারেরও বেশি। দেশটি বর্তমানে বিশ্বের ২০তম রপ্তানিকারক রাষ্ট্র।[১৬৫] ২০১৬ সালে মালয়েশিয়ার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৪

[১৬৪] https://www.ctrm.com.my/corporate.html#section-about
[১৬৫] https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mys/

ইউএস বি. ডলার এবং আমদানির পরিমাণ ছিল ১৫৬ বি. ইউএস ডলার। দেশের মোট জিডিপি ২৯৬ ইউএস ডলার।[১৬৬]

নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনঃ

স্বাধীনতার পর থেকে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে অনেক উত্থান পতন ঘটে। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্ভর করে সে দেশের শিল্পের উপর। মালয়েশিয়ার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ক্রমে মালয়েশিয়ার শাসকগণ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে কৃষির উপর নির্ভর করে দেশ চলতে পারে কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়। তারা শিল্পায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম শুরু হয় শিল্পায়নের মাধ্যমে। ১৯৫৭ সালে সদ্য স্বাধীন মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৭.৪ মিলিয়ন। তখন মালয়েশিয়ার মাথাপিছু আয় ছিল ২৭০ মার্কিন ডলার মাত্র। যে কোন দেশের জন্য এটা খুবই নগন্য। মাথাপিছু আয় এত কম থাকার প্রধান কারণ ছিল কৃষির উপর দেশের পুরোপুরি নির্ভরশীলতা। বর্তমানে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু আয় ৯৩৬০ মার্কিন ডলার।[১৬৭] মাথাপিছু আয় এত বেশি হওয়ার মূল কারণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার। মালয়েশিয়ায় এ পর্যন্ত যে ক'জন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হন তাঁদের সবাই চেষ্টা করেন মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের। নিঃসন্দেহে এমন প্রধানমন্ত্রী পাওয়া দেশটির ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক। তবে সবাই পুরোপুরিভাবে সফল হতে পারেনি যতটা সফল হতে পারেন মালয়েশিয়ার ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। মাহাথিরকে বলা হয় মালয়েশিয়ার উন্নয়নের রোল মডেল। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি মালয়েশিয়ার জন্য পূর্বেই একটি বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ইতোপূর্বে গৃহীত ফেডারেল ভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (Federal Land Development Authority, FELDA) সকল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তিনি অব্যাহত রাখেন। সংগঠনটির প্রকল্পগুলো মূলতঃ কৃষকদের কল্যাণে গ্রহণ করা হয় যেন তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার

[১৬৬] Op cit
[১৬৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia

করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। ক্ষুদ্র কৃষক বা জমির মালিক সকলেই এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠনের মাধ্যমে সবার জমি একত্রে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১৬৮]

ডা. মাহাথিরের বিদেশ ভ্রমণের অন্যতম লক্ষ্যই এমন থাকত যে ভ্রমণরত দেশে মালয়েশিয়ার পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা এবং মালয়েশিয়ায় তাদেরকে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা। এজন্য তাঁকে রাষ্ট্রের এক নম্বর সেলসম্যান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১৬৯] ডা. মাহাথির ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান মালয়েশিয়ান বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে বহির্বিশ্বে মালয়েশিয়ার বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য ১৯৯৩ সালে গঠন করেন Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE) এবং ১৯৯৬-২০০০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয় Second Industrial Master Plan (Second IMP)।[১৭০]

মাহাথির লক্ষ করেন যে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যতটা স্বাচ্ছন্দবোধ করে ঠিক ততটা অস্বাচ্ছন্দবোধ করে অন্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে। তাই তিনি মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আহবান জানালেন। তিনি সবসময় মালয়েশিয়ানদেরকে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য প্রণোদিত করেন। মালয়েশিয়ানদের মধ্যে এসব ক্ষেত্রে যে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয় তার ভিত্তি স্থাপিত হয় ডা. মাহাথিরের নিরলস প্রচেষ্টা আর বিরামহীন অনুপ্রেরণার ইট-পাথরের উপর।[১৭১]

---

[১৬৮] আতিকুর রহমান, পৃ-৬৬

[১৬৯] ঐ, পৃ-৬৬

[১৭০] https://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/20000127-28_Vijakumari_Kanapathy.pdf

[১৭১] এ কে এম আতিকুর রহমান, পৃ-৬৬

দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে মাহাথির ভুল করেননি। রাবার এবং টিনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেমন,

রাবার : রাবার উৎপাদনের জন্য মালয়েশিয়া সুপরিচিত। রাবার উৎপাদন কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় মাহাথির মোহাম্মদ সেই দিকে মনোযোগ দেন। রাবার চাষের জন্য মালয়েশিয়ার জলবায়ু আদর্শ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯০৫ সালে মালয় উপদ্বীপের ৪০,০০০ একর জমিতে রাবার চাষ করা হয় , ১৯০৬ সালে ৮৫০০০ একর জমিতে ১৯২০ সালে ২,৪৭৫০০ একর জমিতে এবং ১৯৭৩ সালে ৩৩০২১৭০ একর জমিতে। ১৯৭০ সালের দিকে মালয়েশিয়ার আবাদি জমির প্রায় ৬৫ শতাংশে রাবার চাষ করা হয়, কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল রাবার চাষের সঙ্গে যুক্ত। সে সময় সমাজের প্রায় সকল শ্রেণির মানুষ রাবার চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মালয়েশিয়ায় অনেক পূর্ব থেকে রাবার উৎপাদিত হলেও যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। মাহাথির মোহাম্মদ ক্ষমতায় আসার পর রাবার শিল্পকে নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তিনি জানতেন রাবার একটি মূল্যবান কাঁচামাল। এই রাবার দিয়ে দেশকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাবার কারখানা স্থাপন করেন। এ কারখানাগুলোতে রাবার প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হয়।

মাহাথির মোহাম্মদ রাবার শিল্পকে ৪টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেন । যথা:

- ক্ষীর ইন্ডাষ্ট্রি: ডেন্টাল পার্ক, কনডম, বেলুন, Vulcanization, soothers, cathethers প্রভৃতি এই শিল্পের অন্তর্গত।
- ফোম ইন্ডাষ্ট্রি: নানা ধরনের mattresses এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, মাহাথির বিন মোহাম্মদ mattress উৎপাদনে মালয়েশিয়াকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যান। পোশাক, রাবার পণ্য, ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রভৃতি এই শিল্পের অন্তর্গত।
- রাবার থ্রেড ইন্ডাষ্ট্রি ও
- শুকনো রাবার শিল্প ।

এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৯০-২০০৭ এর মধ্যে রাবার শিল্পের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় ৪৩৮.১%। ১৯৯০ সালের মূল্য ১.৮৭ বি. আরএম থেকে ২০০৭ সালে ১০.০৯ বি. আরএম এ গিয়ে দাঁড়ায়।[১৭২]

টিন : মাহাথির মোহাম্মদ শুধু রাবার শিল্পের উপর গুরুত্বারোপ করেননি, টিন শিল্পের দিকেও নজর দেন। টিন শিল্পে কিভাবে আরও প্রবৃদ্ধি আনা যায় তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। টিনের খনি শিল্প মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যবস্থা করেন। টিন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসে ফলে মালয়েশিয়ায় বেকারের সংখ্যা অনেক কমে যায়। টিন ছিল মালয়েশিয়ার অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। মালয়েশিয়ার পশ্চিম পাশের রাজ্যগুলো টিন শিল্প এলাকা হিসেবে বিখ্যাত। অভিবাসী শ্রমিক ও আদিবাসি মালয়েশিয়ানদের মধ্যে বেশ কয়েক বার ছোট খাটো যুদ্ধও সংঘটিত হয়। সব সময় মালয়েশিয়ান শ্রমিকরা টিন শিল্পের উন্নতি কামনা করে। এ জন্য তাদেরকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। প্রয়োজনে তারা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত। টিনের জন্য শ্রমিক সংগ্রামের কথা মাহাথির মোহাম্মদের মনে আরও বেশি নাড়া দেয়। টিন শিল্পকে আরও উন্নতি করার জন্য মাহাথির বিন মোহাম্মদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে মালয়েশিয়ায় প্রায় ৬৩০০০ টন টিন উৎপাদিত হয় যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৩১%।[১৭৩] কিন্তু টিন উৎপাদনে ব্রাজিলের প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাজারে টিনের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ৮০'র দশকে মালয়েশিয়ার টিন উৎপাদন অনেক কমে যায়। টিন শিল্পের এই অধোগতি রোধ এবং এর অধিক উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে মাহাথির সরকার Malaysian Tin Products Manufacturers' Association প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে টিন শিল্পের প্রসার ঘটে। টিন শিল্পে মাহাথিরের এরূপ আগ্রহের কারণ হলো সমগ্র বিশ্বে টিনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। বর্তমানে টিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। বিশ্বের সর্বত্র টিন ব্যবহার করা হয় বহু প্রক্রিয়ায়। যেমন প্যাকেজিং, বন্ধন সম্পর্কীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, এমনকি টিনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দিয়ে নদীর গভীরতা নির্ণয় ইত্যাদি আরও অনেক কাজে টিন ব্যবহার করা হয়। টিনের পাত খাদ্য

[১৭২] *www.lgm.gov.my/GreenMaterial/TheMalaysianNRIndustry.pdf*
[১৭৩] https://en.wikipedia.org/wiki/Mining_in_Malaysia

ক্যানিং এর জন্য প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পানীয় প্যাকেজিং করা হয় টিন দিয়ে। টিন দ্বারা প্যাকেজিং করলে অনেক দিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স কাজে টিন ব্যবহার হয়। এই জন্য মাহাথির মোহাম্মদ টিন শিল্পের উপর এত গুরুত্বারোপ করেন। মাহাথিরের প্রচেষ্টার ফলে মালয়েশিয়ার টিনজাত পণ্য সুনামের সাথে অনেক দেশে রপ্তানি হয়। একথা বলা যায় যে টিন শিল্প যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি লাভ করে শুধু মাহাথিরের প্রচেষ্টায়। ২০০৩ সালে মোট জিডিপির ৭% ছিল মিনারেল শিল্পের অবদান যার মধ্যে টিন শিল্পের অবস্থান ছিল শীর্ষে।[১৭৪]

মাহাথির ছিলেন সৃষ্টিশীল মানুষ। রাবার ও টিন শিল্পের পাশাপাশি প্রযুক্তি নিয়ে তাঁর ভাবনার সীমা ছিল না। নিজ দেশে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলতে অন্য দেশ থেকে ধারণা নিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। মাহাথিরের বয়স যখন মাত্র ৭ বছর তখন তিনি একটা পেনসিল কাটার ক্রয় করেন। সে সময় মাহাথিরের মনে হয় এটা হয়ত ইউরোপের কোন দেশে তৈরি। কিন্তু মাহাথির ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে পান ওটার গায়ে লেখা আছে 'মেড ইন জাপান'। এটা দেখে মাহাথির অবাক হন যে, এশিয়ার কোন দেশ এ ধরণের উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে পারে। যদিও ব্রিটিশরা তাদের কম মূল্যের পণ্যের গায়ে মেড ইন জাপান লিখে রাখতো। আর ব্রিটিশদের এই কাজগুলোর কথা জাপানীদের অজানা ছিল না। ফলে তারা আরও বেশী উদ্যোগী হয় এবং উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। হোন্ডা মটর কোঃ লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা সোইচেরো হোন্ডা একজন প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, তিনি ছিলেন অতিসাধারণ একজন বাইসাইকেল মেকানিক। তবুও তিনি ইঞ্জিন চালিত ছোট একটা নতুন মটর সাইকেল তৈরি করেন। তিনি যখন এটা প্রথম ইউকে'তে প্রদর্শন করেন তখন ব্রিটিশরা পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হয়। মাহাথির কখনও ভাবতে পারেনি এশিয়ার ছোট একটি দেশ প্রযুক্তির মাধ্যমে ইউরোপকে টেক্কা দিতে পারে। মাহাথিরের বিশ্বাস ছিল তারাও একদিন প্রযুক্তি দিয়ে অনেক দূরে যেতে পারবে।

[১৭৪] Op cit

মাহাথির ছিলেন আশাবাদী একই সাথে বাস্তববাদী, নৈরাশ্যবাদী নয়। মালয়ীদের ভালো করার জন্য মাহাথির অন্যের অনুদান প্রত্যাশা করেননি। তিনি মনে করতেন অন্যান্য দেশ থেকে মালয়ীরা সম্পদ ব্যবস্থাপনা শিখতে পারে। মাহাথির বুঝতে পারেন নিজেদের যে সম্পদ আছে তা যদি যথাযথভাবে কাজে লাগান যায় তাহলে তাদের কোন অভাব থাকবে না। তিনি পোশাক, মটর গাড়ী শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। মাহাথির সরকার দেশে মটরগাড়ী, কার উৎপাদন শুরু করলে অনেকে এটা নিয়ে উপহাস করে। কিন্তু এর ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে মালয়েশিয়া বিশ্ববাজারে মটরগাড়ী রপ্তানীকারক দেশে পরিণত হয়। ফলে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কারখানা স্থাপনে ডা. মাহাথির মোহাম্মদ ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক।

শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

একটি দেশের শিল্প বাণিজ্য, উৎপাদন ও প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি অনেকটা নির্ভর করে তথ্য প্রযুক্তির উপর। মালয়েশিয়ায় সাম্প্রতিক যে কোন কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের যে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় তা মাহাথিরের প্রযুক্তি বিষয়ক নীতির ফল। প্রযুক্তিতে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের কারণেই 'প্রযুক্তি' মালয়েশিয়ার আমদানি ও রপ্তানির প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। মালয়েশিয়ায় প্রধানমন্ত্রীগণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তথ্য প্রযুক্তির উপর তেমন গুরুত্ব দেননি যতটা দেন মাহাথির মোহাম্মদ। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে চিন্তা করেন কিভাবে মালয়েশিয়াকে দ্রুত শিল্পোন্নত অতঃপর উন্নত দেশে পরিণত করা যায়। আর একটি উন্নত দেশ গড়ার জন্য দরকার উন্নত প্রযুক্তি। মাহাথির এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে, আধুনিক যুগে যে দেশ প্রযুক্তিগতভাবে যত এগিয়ে সে দেশ তত বেশি উন্নত। তাঁর সময়ে দেশে উৎপাদিত উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন পণ্যসামগী দেশের নেতৃস্থানীয় রপ্তানী পণ্যে পরিণত হয়। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনিক্স, পামতেল এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য। মাহাথিরের শাসনামলে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেকর্ড সৃষ্টি করে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়াকে সম্ভাবনাময় দেশের তালিকাভূক্ত করা হয়। যারা তাদের নিজস্ব অর্থায়নে নতুন প্রযুক্তি তৈরি করতে

সক্ষম। এসব কারণে মালয়েশিয়ার জন্য ১৯৯৭ সালে এশিয়ায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলা করা সহজ হয়।

মাহাথির বিস্ময়কর কিছু প্রজেক্ট হাতে নিয়ে তাতে সফল হন। এসব মেগা প্রজেক্টগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুয়ালালামপুর থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে ৫.৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে প্রশাসনিক রাজধানী **পুত্রজায়া** নির্মাণ। ১৯৯১ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৯৩ সালে। ৪ হাজার ৯৩২ হেক্টর জমির ওপর নির্মিত পুত্রজায়ার নামকরণ করা হয় মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমানের পুত্র আলহাজ্জের নামানুসারে। মালয়েশিয়ার এই প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রাজায়া বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর শহরগুলোর অন্যতম। পুত্রজায়াকে 'ওয়ার্ল্ড শোকেস' বলে সম্বোধন করা হয়। এই শহরটি মালয়েশিয়ার কিংবদন্তী প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের অনন্য সৃষ্টির একটি। মাত্র কয়েক বছর আগেও পুত্রজায়া ছিল টিন জাতীয় ধাতব পদার্থের খনি।[১৭৫] খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল বহু দিন। কেউ কোন দিন কল্পনা করেনি এখানেই গড়ে উঠবে স্বপ্নের এক অনন্য নগরী। ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে মাহাথির মোহাম্মদ যখন তার মন্ত্রিপরিষদের কাছে এর উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তখন মন্ত্রীদের অনেকের কাছেই তা হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু কোন বাঁধাই সুদূরপ্রসারী চিন্তার অধিকারী মাহাথিরকে আটকাতে পারেনি। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে তিনি একক সিদ্ধান্তে শুরু করেন পুত্রজায়া নির্মাণের মাস্টার প্লান তৈরির কাজ। মাত্র দুবছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের মধ্যেই পাল্টে যায় উক্ত অঞ্চলের আকৃতি। উক্ত বছর ২রা জুন থেকে শহরটি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলে নিন্দুকেরা হয় হতবাক এবং বিস্মিত। পুত্রজায়া নির্মাণ করতে তিনি বিশ্বের প্রখ্যাত স্থপতিদেরকে নিয়ে আসেন । তাঁদের দ্বারা তৈরি করান দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যিক ভবন। তাই এখন পুত্রজায়ায় এসে একই স্থানে দাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্থাপত্যশৈলী দেখতে পান পর্যটকেরা। পাহাড়ের মাঝখানে গভীর খাদ তৈরি করে তার ভেতর তৈরি হয়েছে পুত্রজায়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার। দূর থেকে দেখলে মনে হবে পাহাড়ের উপরে কাউবয় হ্যাট বসিয়ে রাখা হয়েছে। শহরের চারপাশ ঘিরে ৪০০ হেক্টর জমিতে তৈরি করা হয় কৃত্রিম লেক।

[১৭৫] মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ (সম্পাদক), মালয়েশিয়ার মহানায়ক ডা. মাহাথির মোহাম্মদ, মদীনা পাবলিকেশান্স,ঢাকা, ২০০৭, পৃ-৬৭-৬৮

লেকের উপরে নির্মিত হয় পুত্রা ব্রিজ, সারি জিমিল্যাং ব্রিজ, সারি সেইজানা ব্রিজ, সারি ওয়াওয়াসান ব্রিজ। যে ব্রিজগুলো থেকে দৃষ্টি ফেরান দায়। লেকের পাড়ে রয়েছে মিলেনিয়াম মনুমেন্ট যা দিনে ও রাতে রঙ বদলায়। শহরে প্রবেশ করলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতি এক কিলোমিটার পর পাল্টানো হয়েছে ল্যাম্পপোস্টের ডিজাইন। শহরের শুরুতেই দক্ষিণ কনভেনশন সেন্টার (আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র)। সোজা উত্তরে অর্থাৎ প্যারালাল অবস্থানে দাড়িয়ে আছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই দুই ভবনের মাঝের রাস্তার দুই পাশে রয়েছে মিনারা পিজেএইচ টাওয়ার, প্যালেস অব জাস্টিস, গভর্নমেন্ট কমপ্লেক্স, মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স, স্পেটিস মিনিস্ট্রি, পারবান্দানান, পুত্রজায়া কমপ্লেক্স, মারতিমি সেন্টার প্রভৃতি। এসব ভবনে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দফতর। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সামনে পুত্র স্কয়ারের পশ্চিম পাশে অবস্থিত পুত্রজায়া মসজিদ। বাগদাদের শেখ ওমর মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদটি নির্মিত। অপূর্ব কারুকাজের নিদর্শন দেখতে পর্যটকেরা ছুটে আসে এই মসজিদে। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এই মসজিদে নামাজ পড়েছেন। মসজিদের ভেতরে যে কোনো ধর্ম-বর্ণের নারী পুরুষ প্রবেশ করতে পারেন। তবে মহিলাদের জন্য গেটের কাছে রাখা আছে বিশেষ পোশাক। সেগুলো পরিধান করে আদবের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। পুত্রাজায়ার অন্যতম আকর্ষণ রিভার ক্রুইজ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই প্রমোদ তরীতে চড়ে পুরো লেক ঘুরে আসতে জনপতি ব্যয় হয় ৩০ রিংগিত অর্থাৎ ৫১০ টাকা। এছাড়াও কম খরচে ঘোরার জন্য রয়েছে 'লাভ বোট' নামের নৌকা। লাভ বোটের প্রতি ইউরোপ আমেরিকানদের আকর্ষণ বেশি। লেকের পশ্চিম পাড়ে রয়েছে সুলতানের বাংলো (দারুল এহসান প্যালেস)। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রধানমন্ত্রীর বাংলো। সব মিলিয়ে পুত্রজায়ার সৌন্দর্য বিশ্বের যেকোনো শহরের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয়। এই সব কিছুর মূলে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যার প্রসার ঘটায় মাহাথির বিন মোহাম্মদ।[১৭৬]

মাহাথির মোহাম্মদের সরকার ১.২ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে **প্রেট্রোনাস টুইন টাওয়ার** নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৯ সালের ১লা আগস্ট মাহাথির এটি

[১৭৬] মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, পৃ-৬৮-৬৯

উদ্বোধন করেন[১৭৭]। ৮৮ তলা বিশিষ্ট এই ভবনের উচ্চতা ৪৫২ মিটার। আমেরিকার গৌরবের টুইন টাওয়ারের (১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সন্ত্রাসী হামলায় যা ধ্বংস হয়ে যায়) উচ্চতা ম্লান করে দেয়ার লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরে নির্মিত এই ভবনটি ২০০৩ সাল পর্যন্ত ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। কেএলসিসি ভবন নামে এটি পরিচিত। কিন্তু সেখানকার লোকজন এটাকে টুইন টাওয়ার হিসেবেও অভিহিত করে থাকে। এই ভবনের কাছেই নির্মিত হয় কেএল টাওয়ার। যাকে অবজারভেশন টাওয়ারও বলা হয়। এটি পৃথিবীর চতুর্থ উঁচু টাওয়ার। উচ্চতা ৪২১ মিটার। এই টাওয়ারের টপ ফ্লোরে রয়েছে অনেকগুলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীণ। প্রতিদিন শত শত দর্শক ১৫ রিংগিতের টিকিট ক্রয় করে টপ ফ্লোরে উঠে দূরবীণ দিয়ে গোটা নগরী দর্শন করে। তার পাশেই মারদেকা স্কয়ারে রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ পতাকা দণ্ড। এই দণ্ডে পতপত করে উড়ছে মালয়েশিয়ার জাতীয় পতাকা। এই পতাকাটিও বিশ্বের সর্ববৃহৎ পতাকা।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর (MSC), পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার থেকে কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই করিডোরের উদ্দেশ্য হল আইসিটির ব্যবহার বাড়ানো। এ খাতে গবেষণা, প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদন এবং বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো। এই করিডোরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে এবং তা চূড়ান্তভাবে শেষ হবে ২০২০ সালে। এমএসসি'র দৈর্ঘ্য ৫০ এবং প্রস্থ ১৫ কিলোমিটার। এই বিশাল এলাকায় আইসিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে মালয়েশিয়ান সরকার। এমএসসি'তে বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকৃষ্ট করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর প্রযুক্তি জগতে এক সফল উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করে। তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদ নিজে প্রত্যক্ষভাবে যে পরিশ্রম করেন তার দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। প্রথম নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ব্লগ থাকা বিশ্ব নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনিই পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান যিনি নিজেই কম্পিউটারে তাঁর দাপ্তরিক যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি স্বহস্তে কম্পোজ করে ই-মেইল করতেন। তার সম্পর্কে বলা হয় তিনি মালয়েশিয়ায় "Paperless Government"

[১৭৭] https://en.wikipedia.org/wiki/Petronas_Towers

প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৮] এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া প্রযুক্তি শিল্পে যতটা এগিয়ে গেছে তার পশ্চাতে রয়েছে মাহাথির কর্তৃক গৃহীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক নীতি। পোশাকী ভাষায় বলা যায়, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যায় মালয়েশিয়া। তথ্য প্রযুক্তিতে মালয়েশিয়াকে এগিয়ে নিতে মাহাথির এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে এক সময় তাকে "Cyber Addict" বলা হয়।[১৭৯] তিনি মালয়েশিয়াকে "Asian Silicon Valley"তে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।[১৮০] তার অবদান মূল্যায়নে বিবিসি বলেন, "His prestige projects to boost national pride included the world's tallest building - the Petronas Towers - and the transformation of a palm oil plantation near the capital into the world's first "Multimedia Super Corridor" - a cyber powerhouse intended to rival California's Silicon Valley."[181]

বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ ব্রিজ নির্মিত হয় পিনাঙে। ১৪.২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই ব্রিজ **'পিনাঙ ব্রিজ'** নামে পরিচিত। মাহাথিরের অন্যতম কীর্তি সুবৃহৎ, সুপ্রশস্ত ও দুর্লভ সংগ্রহে ভরা **'বোটানিক্যাল গার্ডেন পার্ক'** যে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। **সেন্ট্রাল মার্কেট ও ন্যাশনাল মিউজিয়াম** দেখে পশ্চিমারা বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না। সম্প্রতি দলে দলে যেসব বাংলাদেশী পর্যটক মালয়েশিয়া সফরে যান তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেন **কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের** বিশালত্ব। পৃথিবীর কয়েকটি বিশাল বিমানবন্দরের মধ্যে এটি অন্যতম। অনেকে বলে থাকেন লন্ডনের হিথ্রো এবং হংকং বিমানবন্দরের পরই এর স্থান। **জেন্টিক হাইল্যান্ডস** বিশ্বের অনেক পর্যটকের নিকট সুপরিচিত নাম। মাহাথির অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এটি তৈরি করেন। এই জেন্টিক হাইল্যান্ডসেই রয়েছে এশিয়ার দীর্ঘতম ক্যাবল কার। জেন্টিক হাইল্যান্ডস বিশ্বের সর্ববৃহৎ হোটেল। এই হোটেলটিতে

[১৭৮] Op cit
[১৭৯] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html
[১৮০] Ian Buruma, The New Yorker, May 19, 2009 <>
[১৮১] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2059518.stm

রয়েছে ৬ হাজার কক্ষ।[১৮২] কুয়ালালামপুরে শপিং মলের কোন অভাব নেই। মালয়েশিয়ার বিশাল বিশাল শপিং সেন্টারও বিশ্বসেরা। সেখানকার **মিডভ্যালী শপিং মেগামল**কে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শপিং মল হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই শপিং মলে একসঙ্গে ৬৪ হাজার গাড়ি পার্ক করা যায়।

আধুনিক মালেশিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা ডা. মাহাথিরের উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল জাতীয় গাড়ি তৈরির উদ্যোগ তথা **Proton Saga Project**।[১৮৩] এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৩ সালে জাতীয় গাড়ি কোম্পানি Perusahaan Otomobile National Sendirian Berhad (PROTON) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রকল্প প্রথম আলোচিত হয় ১৯৮১ সালে এবং ১৯৮২ সাল নাগাদ যাতে দেশে তৈরি গাড়ি বাজারে আসতে পারে সেই পরিকল্পনা করা হয়। অবশ্য ঐ সময় অনেক দেশ এমন কি খোদ মালয়েশিয়ার অনেকেই তাঁর এ পরিকল্পনা হেসে উড়িয়ে দেয়। এমন কি অনেকে এটিকে মাহাথিরের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বলে সমালোচনা করতে ভোলেনি। কিন্তু মাহাথির তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং Heavs Industries corporation of Malassia (HICOM) এবং জাপানের Mitsubishi এর অংশীদারিত্বে ও যৌথ প্রচেষ্টায় প্রোটন প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে এই কোম্পানি ১৯৮৫ সালে মালেশিয়ার প্রথম জাতীয় গাড়ি প্রোটন সাগা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। দেশে প্রস্তুতকৃত এই গাড়ি কিনতে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই গাড়ি শুধু দেশেই নয় বিদেশের মাটিতেও স্থান করে নেয়। বর্তমানে মালেশিয়ার শুধু একটি কোম্পানি নয় কয়েকটি কোম্পানি থেকেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের সকল দপ্তরে দেশীয় গাড়ি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশী অনেক কোম্পানির গাড়িও মালেশিয়ায় তৈরি হচ্ছে। মালয়েশিয়ার মানুষ দেশের তৈরি গাড়িই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে। গাড়ি তৈরির সফলতায় মালয়েশিয়ানদের উৎসাহ কয়েকগুণে বেড়ে যায়।

[১৮২] https://en.wikipedia.org/wiki/Genting_Highlands
[১৮৩] https://newint.org/features/1989/05/05/proton

এরপর তারা তৈরি করে উড়োজাহাজ। তারপর নেমে পড়ে স্যাটালাইট তৈরিতে। সেক্ষেত্রেও মালয়ীরা সফল হয়। প্রেরণ করে স্যাটালাইট। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব কিছুর অন্তরালে কাজ করে ডা. মাহাথিরের সঠিক দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা এবং অবিরাম সহযোগিতা। এছাড়া ৫.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে হাইড্রো ইলেকট্রিক বাঁধ তৈরি, সমুদ্র থেকে ছয় হাজার ৩০০ হেক্টর জমি উদ্ধার করে অত্যাধুনিক ইন্টারন্যাশনাল পার্ক, মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি, উত্তর দক্ষিণ এক্সপ্রেসওয়ের মত সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত হাইওয়ে নির্মাণসহ অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত রাবার ও টিন উৎপাদনকারী দেশ মালয়েশিয়াকে মাহাথির সরকার কম্পিউটার উৎপাদনসহ অত্যাধুনিক সামগ্রী রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করে। অর্থাৎ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতকে টক্কর দেয়ার এক সুতীব্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর সেই প্রবণতা থেকেই তিনি নানা ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা থাকার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে তিনি মুসলিম বিশ্বকে জাগিয়ে তোলারও একটি মডেল তৈরি করে মাহাথির সরকার । মাহাথির সকল প্রকল্পে সফল হননি তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে চেষ্টা করে যান শেষ পর্যন্ত।

১৯৯৭ এর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মাহাথির মোহাম্মদের কৌশল :

Table 3[184]

Asia-Pacific Region: Growth of Real GDP (annual average percent)

	1960-69	**1971-80**	**1981-89**
Japan	10.9	5.0	4.0
Asian "Tigers"			
Hong Kong	10.0	9.5	7.2

[১৮৪] https://eh.net/?s=Economic+History+of+Malaysia

South Korea	8.5	8.7	9.3
Singapore	8.9	9.0	6.9
Taiwan	11.6	9.7	8.1
ASEAN-4			
Indonesia	3.5	7.9	5.2
Malaysia	6.5	8.0	5.4
Philippines	4.9	6.2	1.7
Thailand	8.3	9.9	7.1

উক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে মালয়েশিয়ার অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশকে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পূর্ব পর্যন্ত মালয়েশিয়া ছিল পৃথিবীর অন্যতম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। ১৯৪৬-৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে মালয়েশিয়ার গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ শতাংশ। ১৯৯০ সালে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু আয় ২২৫৫ ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালে ৩৯০৮ ইউএস ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যাশা ছিল ২০০০ সালে এটি ৬,০০০ ইউএস ডলারে পৌঁছাবে।[১৮৫] এমন সময় ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখে মুদ্রা ব্যবসায়ীদের চাপে থাই সরকার দেশের মজুত মুদ্রা 'বাথ' মার্কিন ডলারের দিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যার ফলশ্রুতিতে ২রা জুলাই বাথের ধ্বস নামে।[১৮৬] দাবানলের মত এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় পার্শ্ববর্তী দেশ মালয়েশিয়া এই সংকট থেকে রক্ষা পায়নি। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে মালয়েশিয়ার মুদ্রার মান ৪০%[১৮৭] এ নেমে আসে। যা ছিল বিগত ২৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে

[১৮৫] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html
[১৮৬] ঐ, পৃ-৪৪
[১৮৭]ঐ, পৃ-৪৬

কম।[১৮৮] ফলে মাথাপিছু আয় ৫০০০ থেকে ৩০০০ মার্কিন ডলারে নেমে আসে। এক বছরে মালয়েশিয়াকে ১৪০ বি. মার্কিন ডলার হারাতে হয়। এর মূল কারণ ছিল আর্ন্তজাতিক শেয়ার ব্যবসায়ী ও ইহুদী ধনকুবের সরোশ (মালেশিয়ার শেয়ার বাজারে যার কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ছিল) বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর সকল শেয়ার ছেড়ে দিয়ে এবং নিজস্ব বিনিয়োগ গুটিয়ে নিয়ে দেশটির অর্থনীতিকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। এই নিম্নমুখী অবস্থার প্রতিরোধকল্পে মাহাথির বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কোনটাতেই কাজ হয়নি। অনেকের ধারণা ছিল যে, মাহাথির এই সংকট মোকাবেলার জন্য আইএমএফ থেকে ঋণ নেবে। কিন্তু মাহাথির তা করেননি। মাহাথির ভাবতেন এ সময়ে আইএমএফ'কে আহবান করার অর্থ মালয়েশিয়ার জন্য দুঃখজনক পরিণতি ডেকে নিয়ে আসা। কারণ NEP (New Economic Policy) এর কার্যক্রম আইএমএফ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আইএমএফ প্রণীত ফর্মুলায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার নামে ধনীরাই সবকিছু হস্তগত করে। 'সমতা' আইএমএফ এর নিকট কোন গুরুত্ব বহন করে না। তারা শুধু ধনীদের জন্য অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।

একটা সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য মালয়েশিয়ান সরকার নিরন্তর মাথা ঘামায়। অবশেষে একটা পদ্ধতি বের করতে সক্ষম হয়। যার ফলে দেশ ও জাতি রক্ষা পায়। সে পদ্ধতি বর্ণনা করার আগে মাহাথির জানতে চান, ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে আসলে কি ঘটে, যাতে থাকবে মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা হতে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষণীয় (Malaysia's experience: Lessons for the ummah) বিষয়। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে থাই মুদ্রা 'বাথ' যখন সংকটে পড়ে তখন মালয়েশিয়া খুব একটা ভীত ছিল না। কারণ সরকার জানত যে, মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা থাইল্যান্ডের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। মালয়েশিয়া আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিল এবং সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম ছিল, তারপরও মালয়েশিয়া যথা নিয়মে সংক্রমিত হয় এবং রিংগিতের অবমূল্যায়ন হতে থাকে। মুদ্রা ব্যবসীয়ারা তাদের স্বার্থের জন্য রিংগিত ছেড়ে দেয়। কিন্তু আসলে তাদের কোন রিংগিত ছিল না। তারা এটাকে রিংগিতের সম্ভাব্য পতন মনে করে এবং স্বল্প সময়ে কিছু আয় করতে চায়। অসৎ মুদ্রা ব্যবসায়ীরা মালয়েশিয়ার প্রধান প্রধান সম্পদশালীদেরকে মোহগ্রস্থ করে রাখে। সংক্রমণ বিস্তার হচ্ছে বলে চিৎকার করে এবং সাথে সাথে প্রচুর রিংগিত ধার

[১৮৮] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html

নিয়ে স্বল্প সময়ে বিক্রি করতে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণহীন রিংগিত বিক্রির ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে দ্রুত রিংগিতের দাম কমে যায়। এর সাথে সাথে বিদেশী স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগকারীগণ মালয়েশিয়ার স্টক মার্কেট থেকে তাদের তহবিল তুলে নেয়।[১৮৯] এর ফলে বাজার মূলধন (Market capital) এক তৃতীয়াংশে নেমে আসে এবং অধিকাংশ কোম্পানি বিপদের মধ্যে পড়ে। পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠান কুয়ালালামপুর স্টক এক্সেঞ্জ এক বছরে ৬৩% মূল্য হারায়।[১৯০] দেশের নেতৃস্থানীয়রা অসহায় বোধ করেন। সরকার ঠিকই বুঝতে পারে যে এর জন্য মূলত মুদ্রা ব্যবসায়ীরাই দায়ী। পূর্বধারণা অনুযায়ী মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ধরণের অপকর্মের জন্য অসৎ মুদ্রা ব্যবসায়ীদেরকে দায়ী করেন । এর বিপরীতে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও মুদ্রা ব্যবসায়ীদের প্রায় সবাই মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ ও কুশাসনকে (Bad Governance) দায়ী করেন। সব বিশেষজ্ঞ ভাবেন সমস্যাটা সাময়িক কিন্তু গোড়াতে একমাত্র মালয়েশিয়াই বুঝতে পারে যে, এ এক দীর্ঘস্থায়ী সংকট।[১৯১] কিন্তু "Mahathir blamed foreign currency traders, including the financier George Soros, for what he termed a worldwide Jewish conspiracy."[192]

মাহাথির সরকার অনেকগুলো সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করেও ফল পায়নি। কর্তৃপক্ষ অসংগত পদ্ধতি অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয় যাকে বলা হয় 'বাধ্যতামূলক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ' (Selective Exchange Control)। এছাড়া আরো অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ

- বাইরের রিংগিত মার্কেট (Offshore Ringit Market) বন্ধ করা এবং মুদ্রা দুর্বৃত্তরা যাতে রিংগিত ফান্ড গঠন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। এ পদ্ধতি অনুসারে বিদেশীরা মালয়েশিয়ায় তাদের রিংগিত ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে কিন্তু তারা

[১৮৯] মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, পৃ-১০৯
[১৯০] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, পৃ-৪৭
[১৯১] মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, পৃ-১০৯
[১৯২] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2059518.stm

তাদের অর্থ কাউকে ধার দিতে বা বিক্রি করতে পারবে না। মুদ্রা ব্যবসায়ীরা রিংগিত ধার বা ক্রয় করতে না পেরে মুদ্রার ফটকাবাজি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোন রিংগিত বিদেশে প্রেরণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[১৯৩]
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয় যে, ২০ বছরের পূর্বে কেউ বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে পারবে না।
- '১২ মাস নীতি'(Twelve Month Policy) চালু করা হয় যেন ১২ মাসের জন্য অংশীদার তহবিল পুনর্গঠন বন্ধ থাকে এবং বিদেশে অর্থ পাচার রোধ হয়। অর্থ বাজারের অস্থিতিশীলতা রোধ করার জন্য এই ১২ মাস নীতির কোন বিকল্প ছিল না।[১৯৪] এবং
- মাহাথির ডলারের বিপরীতে রিংগিতের মান নির্ধারণ করে দেন ৩.৮ রিংগিতে। এটি পূর্বে ছিল ৪.৬ রিংগিত।[১৯৫] অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে এই পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী।[১৯৬]

মালয়েশিয়া সম্পর্কে অপ্রচলিত ব্যবস্থার বিষয়ে অপপ্রচারের ফলে প্রচুর স্বল্প স্থায়ী মূলধন বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তবু এ ১২ মাস নীতি প্রবর্তন ছিল অপরিহার্য । অবশ্য ছয় মাসের মধ্যে বাজার যখন স্থিতিশীল হয়, তখন '১২ মাস নীতি' তুলে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থের উপর নির্দিষ্ট কর বসানো হয় যা পরবর্তীতে আরো সহজ করে স্টক মার্কেটের অংশীদারদের উপর ন্যূনতম কর ধার্য করা হয়। ১৯৯৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যখন '১২ মাস নীতি' শেষ হয় তখন কিন্তু খুব একটা অর্থ বাইরে চলে যায়নি। বিগত সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ অর্থ বছরের মধ্যে বাজারের অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা শেয়ার মার্কেটের অবস্থা দেখে এবং মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে খুবই সন্তুষ্ট হয়।[১৯৭] মাহাথির "Buy Malaysia","Love

---

[১৯৩] Md Shukri Shuib,Mohamad Nasir Saludin & others,The Role of Malaysian Leaders in Nation Building Process (1957-2003),Arts and Social Sciences Journal, Volume 2010: ASSJ-3,p-11

[১৯৪] ঐ,পৃ-১১০

[১৯৫] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html

[১৯৬] Md Shukri Shuib,Mohamad Nasir Saludin & others, p-11

[১৯৭] ঐ, পৃ-১১০

Malaysia" নীতি গ্রহণ করেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মালয়েশিয়ান পণ্য বিক্রয় করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা।[১৯৮]

১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ার এই বিশেষ মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুর মুল উদ্দেশ্য ছিল মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে মুদ্রা দুর্বৃত্ত ও অপব্যবহারকারীদের হাত থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা মালয়েশিয়া যেন নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করতে পারে। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলো খুব কৌশলের সাথে ব্যবহার করা হয় যাতে বিশ্বায়নের ভাল দিকগুলো ব্যবহৃত হয় এবং খারাপ দিকগুলো থেকে দূরে থাকা যায়। যে ভাল বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরে রাখা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ। যেসব খারাপ দিকগুলো বাদ দেওয়া হয় তার মধ্যে ছিল রিংগিত ব্যবসার লগ্নি মার্কেট এবং স্বল্পমেয়াদি অর্থের মুক্ত বিনিয়োগ যা সহজেই অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। মালয়েশিয়া কিভাবে এর সমাধানে সম্ভব হয় যা অন্যরা পারেনি? বস্তুত কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার চলে তা মালয়েশিয়া অনেক কষ্ট করে বুঝতে চেষ্টা করে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজার, রিংগিত মার্কেটের লগ্নী পদ্ধতি, বিদেশী মুদ্রা ববসায়ীদের ভয়-ভীতি, লোভ, মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে মালয়েশিয়ানরা মাসের পর মাস গবেষণা করে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কিভাবে চলে তা যখন দেশটি বুঝতে পারে তখন সমাধান বের করা কঠিন হয়নি। একই সময়ে কিভাবে একটি লগ্নিকারী মার্কেট Control Limit Order Book (CLOB) সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়ান তাহবিলে কাজ করতে সমর্থ হয় তা বুঝার জন্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি খুব সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ এর মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুরে প্রচুর মালয়েশিয়ান শেয়ার বেচা-কেনা হয়। ক্লোব যেহেতু মালয়েশিয়ার আওতার বাইরে, তাই মালয়েশিয়ানরা একে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। যখন তারা এর আদ্যোপান্ত জানতে পারে তখন অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা বন্ধ করতে সক্ষম হয়।[১৯৯] যখনই বাধ্যতামূলক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন চালু এবং ক্লোবকে বন্ধ করা হয় তখনই মুদ্রা ব্যবস্থায় এবং শেয়ার মার্কেটে স্থিতিশীলতা আসে। মাহাথির তখন অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুদের হার কমিয়ে দেয়া হয়। ঋণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সংকটের সময় স্থগিত প্রকল্পগুলো চালু

[১৯৮] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html
[১৯৯] ঐ, পৃ-১১০

করার মাধ্যমে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন রকম চুক্তি (contract) ও উপচুক্তির (sub-contract) মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।[২০০]

১৯৯৭ সালে National Economic Action council (NEAC) গঠন করতে হয়। সংকটের সময় প্রতিদিনই 'নিয়েক' নির্বাহী কমিটির বৈঠক বসত। নির্বাহী কমিটি বিশেষ কয়েকটি কমিটির কার্যক্রমের উপর বিশেষ নজর রাখে। যেমন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Danaharta), ব্যাংক অর্থায়ন কমিটি (Danamodal) এবং Corporate Debt Restructurimy Committee (CDRC) ইত্যাদি। এগুলো সংকটের সময় Non-performing Loans- এর সমস্যা মোকাবিলা করা এবং ব্যাংককে অর্থায়ন করার জন্য গঠন করা হয়। দানাহারতার কাজ ছিল ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে অকার্যকর সিস্টেমকে আলাদা করা, যাতে ব্যাংকগুলো অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের দিকে যথেষ্ট নজর দিতে পারে। দানামোডালের কাজ ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে অর্থায়ন করা এবং ব্যাংকিং সিস্টেমকে অর্ধেক শক্তিশালী করা। আর Corporate Debt Restructuring Committee- এর কাজ ছিল কোম্পানি ও ব্যাংককে এক মঞ্চে নিয়ে আসা এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে ঋণ পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করা।[২০১]

যখনই বিশেষ ধরনের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয়, তখন তিনটি প্রতিষ্ঠানই তাদের কাজে দ্রুত এগিয়ে চলে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দানাহারতা Non Performing Loans - এর জন্য ১৬০ কোটি রিংগিত সংগ্রহ করে ফেলে, দানামোডাল ১০টি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে ৬২ কোটি রিংগিত অর্থায়ন করে এবং CDRC তখন বেশ কয়েকটি বড় কোম্পানিকে পুনর্গঠন করার জন্য পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়।[২০২] অর্থনৈতিক সংকটের সময় 'নিয়েক' এর নির্বাহী কমিটি অর্থনীতির যাবতীয় বিষয় প্রতিদিন সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে । উক্ত ব্যবস্থাসমূহের কারণে বাণিজ্যের পরিমাণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, সুদের হার, ব্যাংক ঋণের

[২০০] ঐ, পৃ-১১০
[২০১] ঐ, পৃ-১১০
[২০২] ঐ, পৃ-১১১

পরিমাণ ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোটর গাড়ি তৈরী ও বিক্রি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। বিমান চলাচল বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কল-কারখানায় যুগোপযোগি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হয়। এগুলোসহ কোন্ কোন্ জিনিস আমদানী-রপ্তানী হচ্ছে, নতুন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনকরণ (Registration) এবং কত প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া (Bankrupt) হল, বেকারের সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদের পরিমাণ, বেতন-ভাতা, প্রকল্প চুক্তি, বিদ্যুতের ব্যবহার সব কিছুর হিসাব-নিকাশ প্রতিদিন 'নিয়েক' এর নিকট আসে এবং তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যদি রাষ্ট্রীয় কারখানায় তৈরি গাড়ি বিক্রি আশানুরূপ না হতো তাহলে কমিটি এক বিশেষ পদ্ধতিতে সে সব গাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করত যা 'Hire Purchase Term' নামে পরিচিত ছিল। আর এভাবে কমিটি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। দু'টি 'রিয়েল এস্টেট গৃহায়ণ' মেলার আয়োজন করা হয়। ডেভেলপররা আনন্দের সাথে মেলায় তাদের বাড়ির মডেল ও কাগজ পত্রসহ অংশগ্রহণ করে। প্রচুর লোক সমাগম হয়। বাড়ি বিক্রয় রেজিস্টেশন ও অন্যান্য আইনগত প্রক্রিয়া এ স্থানেই সম্পন্ন করা হয়। এ দু'টো মেলায় ৬৪ কোটি রিংগিত মূল্যের সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়।[২০৩]

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে মাহাথির ২৬টি উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। 'Look East Policy' বা প্রাচ্যের দিকে তাকাও নীতি অবলম্বনে সরকার দক্ষিণ ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে অটুট বাণিজ্যিক বন্ধন সৃষ্টি করে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে মালয়েশিয়ানদের বাণিজ্য বেড়ে যায় শতকরা ৪০০ ভাগ।[২০৪] এই সংকট থেকে উঠে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৭ শতাংশ যা এশিয়ায় দ্বিতীয়। ব্যাংক নেগারা'র জরিপ অনুযায়ী ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক রিজার্ভ ছিল ৪০.৭ বি. ইউএস ডলার।[২০৫] এর কারণ হিসেবে বলা হয়,

---

[২০৩] ঐ, পৃ-১১১

[২০৪] ঐ, পৃ-১১১

[২০৫] Statement by Bank Negara Malaysia, 8 October, 2003

”The recovery was driven by exports and the use of government funds to prop up ailing companies and finance employment providing infrastructure projects.”[206]

Stiglits J বলেন,

“Today, Malaysia stands in a far better position than those countries that took IMF advice. There were little evidence that the capital controls discouraged foreign investors. Foreign investment actually increased.”[207]

অর্থনৈতিক সংকট যথাযথভাবে মোকাবেলা করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার স্বীকৃতি হিসেবে আমেরিকান ফিন্যান্স হাউস লবিরা মাহাথিরকে যে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে তার জন্য মাহাথির তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানায়। মাহাথির বিশেষভাবে আনন্দিত; কারণ মাহাথির নিজেই এ পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। যদিও মাহাথির প্রকৃতপক্ষে এসব সম্মানের অধিকারী, তথাপিও তিনি নিজেকে এই কৃতিত্বের একক অংশীদার মনে করেন না। বরং সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মালয়েশিয়ার জনগোষ্ঠীকে প্রদান করেন। এটাই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়কের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মালয়েশিয়ার জনগণের সমর্থন, সচেষ্ট সহযোগিতা ও চিন্তা ভাবনার ফলেই মালয়েশিয়া সেই অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করতে পারে যা মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক (World bank) বা অন্য কোন দেশের সাহায্য ছাড়াই মাহাথিরের নেতৃত্বে মালয়েশিয়া সেই সংকট অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

---

[২০৬] http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html

[২০৭] Globalization and its discontents,London Penguin Books, 2002,p- 125

ভিশন ২০২০:

বিশ্বায়নের এই যুগে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার। দূরদর্শী মাহাথির সেটা বুঝতে পারেন। আর সেই উপলব্ধি থেকে উন্নয়নশীল মালয়েশিয়াকে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করেন "ভিশন ২০২০"। মালয় ভাষায় এটাকে 'Due Puluh-Dua Puluh' এবং চায়নিজ ভাষায় 'Ehrling-Ehrling' বলা হয়। ১৯৯০ সালে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমুখী এ পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ২০ বছর। এর মাধ্যমে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় মালয়েশিয়াকে সকল ক্ষেত্রেই একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করানো ছিল এর লক্ষ্য। মালয়েশিয়াকে একটি সর্বাধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দেয়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে তিনি ভিশন-২০২০ প্রণয়ন করেন। অনেক ক্ষেত্রে ভিশন-২০২০ ছিল মালয়েশিয়ার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিচ্ছবি। এর প্রতিটি শব্দে উচ্চারিত হয় মালয়েশিয়া ও তার জনগণের কি আছে এবং কি করণীয়।[২০৮] মাহাথির বুঝতে পারেন একটি দেশের জন্য তার মানব সম্পদ উন্নয়নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। জনগণই হচ্ছে মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ।[২০৯] ১৯৯০ সালে যখন তিনি ভিশন-২০২০ প্রণয়ন করেন তখন বলেন, "আগামী ২৫ বছরে আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা কঠোর পরিশ্রম করে যাব"। মাহাথির এই 'ভিশন ২০২০' অর্জনে মালয়েশিয়ার জনগণকে কঠোর পরিশ্রমী ও প্রস্তুত হতে আহবান জানান। মাহাথিরের A New Deal for Asia গ্রন্থের আলোকে এখানে ভিশন-২০২০'র বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো। উক্ত নীতিমালার প্রথম ভিত্তি হলো আধুনিকীকরণ এবং নিজস্ব উপায়ে উন্নত দেশ হিসেবে পরিণত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ দেশকে সার্বিক তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত করা। ভিশন-২০২০-কে সফল করার লক্ষ্যে সরকার নয়টি কৌশল নির্ধারণ করে। যথা:

---

[২০৮] আতিকুর রহমান, পৃ-৫৩

[২০৯] ঐ, পৃ-৫৩

- একই চেতনায় এবং একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি যৌথ মালয়েশিয়ান জাতি গঠন করা। জাতিগতভাবে এবং ভৌগোলিকভাবে মালয়েশিয়ানরা অবশ্যই একটি জাতি হিসেবে শান্তিপূর্ণ এবং সুসম্পর্কের সাথে বসবাস করবে। যে কোন জনগোষ্ঠীই রাজনৈতিকভাবে অনুগত এবং দেশের প্রতি নিবেদিত থাকবে;
- মানসিকভাবে মুক্ত, নিরাপদ এবং পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসসহ উন্নত মালয়েশিয়ান সমাজ গঠন করা এবং সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করা। নিজেরা পরিচিত হবে সুন্দর, সচেতন জাতি হিসেবে, মানসিকভাবে কারও জন্য ক্ষতিকর নয় এবং অন্যান্য জাতি কর্তৃক সম্মানিত;
- একটি পরিপক্ক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চর্চা করা, সমাজভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চা করা যা অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি নমুনা হতে পারে;
- একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক এবং দর্শনগত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার নাগরিকগণ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে শক্তিশালী হবে এবং সর্বোচ্চ দর্শনে অনুপ্রাণিত হবে;
- একটি পূর্ণাঙ্গ, মুক্ত এবং সহনীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সকল বর্ণের মালয়েশিয়ানরা প্রকাশ্যে এবং দৃঢ়ভাবে ধর্মে বিশ্বাস করবে। নিজ নিজ নিয়ম-নীতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করবে। মালয়েশিয়ান জাতি হিসেবে সকলেরই একটি অনুভূতি এবং চেতনা থাকবে;
- একটি বৈজ্ঞানিক এবং প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা। যে সমাজে ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্ভাবনী মানসিকতা থাকবে। শুধু কারিগরী জ্ঞানের ভোক্তা হিসেবে নয় বরং বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক সভ্যতায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে;
- এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করা যেখানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই কল্যাণ সাধিত হবে না বরং স্থিতিশীল পারিবারিক গণ্ডিতেও কল্যাণ নিশ্চিত হবে;
- এমন একটি অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সকলের অংশীদারিত্ব থাকবে। জনগণের বর্ণ পরিচয়ের সাথে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার পরিচয় বহন করে এ ধরনের সমাজ সৃষ্টি হতে পারে না;

- পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন, কর্মঠ, শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করা।[২১০]

এ পরিকল্পনা ঘোষণার সময় মাহাথির বলেন অন্যান্য দেশের ন্যায় আমরা শুধু শিল্পায়নে বা অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হব না বরং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত থাকবে।[২১১] তিনি আরো ঘোষণা করেন,

By the year 2020, Malaysia can be a united nation, with a confident Malaysian
society, infused by strong moral and ethical values, living in a society that is
democratic, liberal and tolerant, caring, economically just and equitable, progressive and prosperous, and in full possession of an economy that is competitive, dynamic, robust and resilient.[212]

মাহাথির এ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। সরকারের লক্ষ্য ছিল বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি গড়ে সাত শতাংশ বৃদ্ধি করা যাতে করে দশ বছরে দেশের জিডিপি দ্বিগুণ হয়। ১৯৯০-১৯৯৬ পর্যন্ত প্রথম ছয় বছরে মালয়েশিয়া গড়ে বাৎসরিক ৮.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।[২১৩] এসময় দরিদ্রতা এমনকি বেকারত্বও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। জাতীয় জীবনে 'ভিশন-২০২০' এর আরেকটি আকর্ষণীয় সাফল্য ছিল। সেটি হচ্ছে সমগ্র জাতি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের মত কাজ করে। কিন্তু ১৯৯৭ সালের এশিয়ার অর্থনৈতিক মন্দা এর গতি রোধ করে। ফলে পরিকল্পনাটি অনেকাংশে সফল হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

---

[২১০] এশিয়া: প্রত্যশা ও সম্ভাবনা, পৃ-৪০-৪১

[২১১] *unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf*

[২১২] *Op cit*

[২১৩] এশিয়া: প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা, পৃ-৪১

অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক কৌশল সমূহঃ

ক্ষমতায় এসে তিনি একটি চলমান সরকারের দায়িত্ব ও কর্মধারা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি পুঙ্খানুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য কর্মধারায় চার্ট এবং অফিস ম্যানুয়েল তৈরি করে দেন যাতে সরকারি কর্মকর্তারা আগে থেকেই জানতে পারেন তাদের কি কি করতে হবে। তিনি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনকে তাদের উপর নির্ধারিত কাজ বাস্তবায়নের প্রতি মানোযোগী এবং কঠোর শ্রম দেওয়ার আহবান জানান। ভিশনারী এবং দূরদর্শী ব্যক্তি হিসেবে মাহাথির শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল পরিবেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। এর জন্য দরকার দক্ষ প্রশাসনের। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে প্রশাসনে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং একদল শক্তিশালী কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন। সিভিল প্রশাসকদের মধ্যে অফিসের দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রবর্তনকারীকে পুরস্কৃত, পক্ষপাতিত্বমূলক সেবাপ্রদানকারীকে তিরস্কৃত করা এবং যোগ্যদেরকে ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী অদক্ষদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে স্থিত ইনক্রিমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়। Micro Accounting System চালুর মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা হয়। তিনি ১৯৯২ সালে কর্মচারীদের ৪০ বছরে অবসর গ্রহণ করে ৫০ বছরের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ দিয়ে একটি নতুন অবসর নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি কর্মচারীদের বেসরকারি খাতে নিয়োগ লাভে উৎসাহিত করে। এসবের পাশাপাশি প্রশাসনকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে মাহাথির আরো কিছু যুগোপযোগী পদ্ধতি ও নীতি গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১. Clean Efficient and Trustworthy policy

২. Leadership by Example Policy

৩. Islamic Values in Administration Policy[214]

[২১৪] http://www.studymode.com/essays/Contribution-Of-Tun-Dr-Mahathir-Mohamad-1504602.html

এছাড়া তিনি ক্ষমতায় এসেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সময় মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন। এমনকি দেশব্যাপী সরকারি কর্মচারীদের অফিসের উপস্থিতির সময় রেকর্ড করার জন্য পান্স কার্ডের প্রবর্তন করা হয়। তিনি নিজেও সময় মেনে চলতেন এবং পান্স কার্ড ব্যবহার করে অফিস শুরু করতেন। তিনি সবসময় সকাল ৮টার মধ্যেই অফিসে প্রবেশ করতেন। অর্থাৎ মাহাথির শুধু নিজে পরিশ্রমী হননি বরং সমগ্র জাতিকে পরিশ্রমী করে গড়ে তোলেন। মাহাথিরের এসব পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণের ফলে মালয়েশিয়ার প্রশাসন যন্ত্র হয় অধিকতর দক্ষ এবং গতিশীল। সর্বোপরি মালয়েশিয়ার সিভিল সার্ভিস বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিভিল সার্ভিসে পরিণত হয়।

বৃটেনের প্রধামন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার (১৯৭৯-৯০) ক্ষমতায় এসে কতগুলো নতুন নীতি গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মালয়েশিয়াসহ যে সব বিদেশী ছাত্র যুক্তরাজ্যে পড়াশুনা করছে তাদের উপর টিউশন হার বৃদ্ধিকরণ। London Stock Exchange এর নীতিমালাতেও পরিবর্তন আনেন। বৃটেন সরকারের এরুপ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মাহাথিরও ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে "Buy British Last Policy" ব্যবহার করেন। Buy British Last Policy নীতি হল এমন একটি রাষ্ট্রীয় নীতি যেখানে মালয়েশিয়ান সরকার তখনই বৃটেনে উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করবে যখন এটি হবে একমাত্র এবং সর্বশেষ সমাধান।

মালয়েশিয়ার ছাত্রদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য জাপান ও কোরিয়ায় প্রেরণ করা হয়। জাপানি প্রতিষ্ঠানসমূহ মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গৃহীত। সরকার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, নতুন নতুন সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করে এবং পুরাতন বন্দরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাহাথির সরকার ১৯৯৯ সালে Port of Tanjung Pelepas বন্দর নির্মাণ করে। এতে একদিকে প্রতিবেশী দেশের বন্দরের উপর নির্ভরতা হ্রাস পায় অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন হ্রাস পায়। ২০০২ সালে বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরের তালিকায় এর অবস্থান ছিল ১৬ তম। এটি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র বন্দর যার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান কনটেইনার ট্রাফিক হ্যান্ডেল করার দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা রয়েছে।[২১৫] এসব ব্যবস্থা ছাড়াও মাহাথির মন্ত্রীদের কাছে ব্যবসায়ী সমাজের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আইন শৃঙ্খলার অস্বাভাবিকতায় কেউ যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

স্বাধীনতা উত্তর মালয়েশিয়া ছিল কৃষি নির্ভর দেশ। যা ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা দীর্ঘদিনের লুণ্ঠনের কেন্দ্রভূমি। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৮৪[২১৬] সাল থেকে কৃষি নীতি গ্রহণ করেন। কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করার জন্য মাহাথির কল্যাণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মালয়েশিয়ায় ১৮০০ নদী আছে। নদীর পানিকে তিনি কৃষি কাজে ব্যবহার করেন। এসব নদীতে কৃত্রিমভাবে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেন। ফলে মৎস্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও মাছ রপ্তানি করা হয়। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সরকার অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং মাছ ও কাঠের বহুমুখী ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে কাঠশিল্পেরও ব্যাপক বিকাশ ঘটে। এমনকি বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি জমি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বিতরণযোগ্য জমি শেষ হয়ে গেলে তিনি বিদেশিদেরকে পুঁজি বিনিয়োগে আহবান জানান। শুধু তাই নয় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন দেশে উৎপাদন আর ব্যবসার নামে যে কঠোর শর্তারোপ করে মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে সেরকম কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। বস্তুত প্রথমদিকে মালয়েশিয়ার উৎপাদন খাতে কোন দক্ষ পুঁজি ব্যবস্থাপনা ও বাজার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকায় মাহাথির বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানান। সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং বিনিয়োগের একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে দেয়া হয়। এই বিনিয়োগের ফলে মালয়েশিয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভবান হয়। শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনার মান বেড়ে যায়

[২১৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Tanjung_Pelepas
[২১৬] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264837787900299

এবং নতুন পণ্য প্রস্তুত করার সক্ষমতা অর্জন করে। বিনিয়োগকারী যেন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় না পড়েন, প্রত্যেকে যেন বিনিয়োগকৃত সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন, হোক দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী, দলের কর্মীদের বিশৃঙ্খলায় যেন কোনভাবে উৎপাদন বিঘ্নিত না হয়, দুর্নীতির কালো থাবা যেন উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি না করে সে জন্য অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মাহাথিরের এই বলিষ্ঠ নীতি মালয়েশিয়াকে বাণিজ্যবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত করে। ফলে দেখা যায় যে এককালের শুধু টিন ও রাবার রপ্তানিকারক পশ্চাৎপদ দেশ মালেশিয়া মাত্র দু দশকের ব্যবধানে ইলেক্ট্রনিক্স, ইস্পাত, বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, মোবাইল ফোন এমনকি মোটরগাড়ি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সময় যে মালয়েশিয়ার অধিকাংশ জনসমষ্টি ছিল বেকার বা অর্ধ বেকার মাত্র দু'দশকের মধ্যে সে মালয়েশিয়ায় কর্মরত হয় বিদেশের লাখ লাখ কর্মী।

মাহাথির শুধু সরকারি ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির উপর জোর দেননি। তিনি বেসরকারি ক্ষেত্রেও এ ধরণের উন্নয়নের তাগিদ দেন। কারণ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটলে পুরো দেশের উন্নয়ন ঘটবে। তিনি বেসরকারি খাতকে সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বি নয় বরং পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলেন। মাহাথির বিশ্বাস করতেন দেশের অর্থনেতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি লক্ষ্য করে দেখেন অনেক সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানই লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক অর্থই গচ্চা দিতে হচ্ছে। তাই তিনি ঐগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীনে দিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে তা বাস্তবায়ন করেন। এতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। কর্মচারীদের দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে যায়। যে রুগ্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো এতদিন লোকসান দিয়ে যাচ্ছিল সেই একই কর্মচারীদের শ্রমে কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মাহাথির ব্যবসায়ের লাইসেন্স পারমিট পাওয়ার আবেদন পদ্ধতি সহজ এবং এককেন্দ্র বিশিষ্ট লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটি আমলাতান্ত্রিক কাজের পথে বাধা দূর করে। সরকারি খাতকে

বেসরকারি খাতের কাজের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টার অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং যৌথ ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি আমলাতন্ত্রকে নির্দেশ দেন বেসরকারি খাতের পথে অনুচিত বাধা সৃষ্টি না করার জন্য। তিনি বেসরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপ করতেন। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত Malaysia Incorporated Policy এর অধীনে এসব সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী খাতের সেবার মান উন্নত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও নীতিমালা উন্নয়নই ছিল এসব সংলাপের মূল বিবেচ্য বিষয়। এসব সভা সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমস্যা সমাধান, লালফিতার দৌরাত্ন হ্রাস এবং বেসরকারি খাতের অধিকার সম্পর্কে পারস্পরিক মতৈক্যে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল এর ফলে অধিকতর জাতীয়তাবাদী এবং ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সম্প্রীতির উদ্ভব ঘটে। কারণ এটি প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন পক্ষকে এক করে দেখতে শিক্ষা দেয়। এভাবে দেখা যায় যে, সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ মালয়েশিয়ায় দ্রুত শিল্পায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মাহাথির সরকার মালেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাহাথির মনে করতেন যে কোন জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল শিক্ষা। এছাড়া তিনি শিক্ষা থেকে দূরে যাওয়াকে মালয়ীদের পিছিয়ে পড়ার একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। ১৯৭৪ সালে যখন তিনি শিক্ষামন্ত্রী হন তখন থেকে মালয়েশিয়ার শিক্ষার মানোন্নয়নের কার্যপ্রণালী গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি এ বিষয়ে আরো বেশি জোর দেন। ভাল আয়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বোর্ডিং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন গণিত, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উপর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সরকারী সহায়তা বৃদ্ধি করেন। উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র। এছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবীদেরকে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও জার্মানিতে প্রেরণ করা হয়। এর মাধ্যমে একটি উচ্চশিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি হয়। এরাই পরবর্তীতে আধুনিক মালয়েশিয়ার ভিত রচনা করে। তার শাসনামলে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৩ সালে কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকার প্রতিষ্ঠা করে

"Institute of Islamic Understanding Malaysisa/ Museum of Islamic culture" যা ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ ইসলামি শিল্পকলা যাদুঘর হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।[২১৭] এছাড়াও মাহাথির বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালগুলোর অনুকরণে মালয়েশিয়াতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। বস্তুত এসবের পিছনে তাঁর লক্ষ্য ছিল দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। মাহাথির মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভূমিপুত্রদের সুবিধার্থে বিদ্যমান প্রাচ্য ধারার ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮৩ সালের ১লা জুলাই তিনি ব্যাংক ইসলাম অব মালেশিয়া প্রতিষ্ঠা করেন[২১৮]। এটি মালেশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের অন্যান্য ব্যাংকগুলোও তাদের লেনদেন প্রক্রিয়ায় ইসলামিক পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করে।

[২১৭] https://www.iamm.org.my/about-us/

[২১৮] http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/about-us/corporate-profile/

Dhaka University Institutional Repository

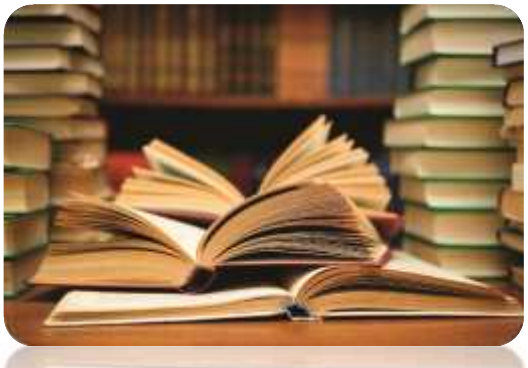

পঞ্চম অধ্যায়

মাহাথির উত্তর শাসকগণ কর্তৃক তাঁর উন্নয়ন নীতি অনুসরণ

মাহাথির উত্তর শাসকগণ কর্তৃক তাঁর উন্নয়ন নীতি অনুসরণঃ

মালয়েশিয়ার রূপকার ডা. মাহাথির মোহাম্মদ ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মালয়েশিয়ার রূপ বদলে যায়। মালয়েশিয়ার যত সমস্যা ছিল যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয় ইত্যাদি সব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করেন। তিনি ক্ষমতায় আসার পর মালয়েশিয়ায় যে সব অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ তার চোখে পড়ে তার প্রায় সবই সফলভাবে ত্রুটি মুক্ত করতে সক্ষম হন। মাহাথিরের ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিশ্বের বুকে মালয়েশিয়া ছিল উন্নয়নশীল দেশ। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সেই গতিকে ত্বরান্বিত করে। মাহাথির মোহাম্মদের উন্নয়ন মডেল এখন পৃথিবীর অনেক দেশই অনুসরণ করে। মাহাথির যুগ শেষ হলেও রয়ে গেছে মালয়েশিয়ার উন্নয়নের ধারা। মাহাথির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবী (২০০৩-২০০৯) এবং অপরজন নাজিব রাজ্জাক। মাহাথির মোহাম্মদ সম্পদ বৃদ্ধি এবং মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য দেশের সম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সফল হন। তিনি অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর প্রকল্প এবং উন্নয়ন নীতিমালা থেমে যায়নি বরং তাঁর উত্তরসূরিরা সেগুলোকে অনুসরণ করেন। আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবীর রাজনৈতিক গতিধারা ছিল মাহাথির মোহাম্মদের দেখানো পথ- এমনটাই মনে করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে নাজিব রাজ্জাকও মাহাথিরের বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন। যেমন: ভিশন-২০২০।

আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাবী ২০০৩ সালের অক্টোবরে মাহাথিরের অবসর গ্রহণের দিনেই মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাদাবী ক্ষমতায় এসে মাহাথিরের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার ঘোষণা দেন।[২১৯] তিনি মাহাথিরের ছায়া থেকে বের হয়ে আসতে চান এবং কিছু পলিসি গ্রহণ করেন। যেমন, উচ্চ দুর্নীতি দমন ক্যাম্পেইন গ্রহণ। ৩.৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মাহাথিরের স্বপ্নেলালিত 'ক্রস মালয়েশিয়া রেল প্রজেক্ট' নামক প্রস্তাবিত প্রকল্প বাতিল করেন অথচ এটি ছিল মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। এর প্রভাব অল্প সময়ের মধ্যেই মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে পড়ে। ফলে আব্দুল্লাহ আহমেদ চরমভাবে সমালোচিত হন। ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাও মালয়েশিয়াকে প্রভাবিত করে। পামতেল ও তেলজাত দ্রব্য, রাবার, প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম পড়ে যায়। গত ১ দশকে এই প্রথম জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার কমে ৬.২ এ চলে আসে।

[২১৯] https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Ahmad_Badawi

বলা হয় আব্দুল্লাহ যদি মাহাথিরের পলিসিসমূহ থেকে সরে না আসতেন তাহলে হয়ত এসব সংকট মোকাবেলা কঠিন হত না। অবশ্য একটা পর্যায়ে এসে আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাবী মাহাথির মোহাম্মদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করেন।

ভিশন-২০২০:

সকল জনগোষ্ঠীর স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যতিত যে মালয়েশিয়ার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় তা অনুধাবন করে মাহাথির মোহাম্মদ কর্মসূচি নির্ধারণ করেন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বিশ্বমানের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে একটি সুশৃঙ্খল ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে মাহাথির প্রণয়ন করেন ভিশন ২০২০।[২২০] ২০০৪ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনের পরে আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার গঠন করে। উল্লেখ্য যে, ন্যাশনাল ফ্রন্ট সংসদের ২১৯টি আসনের মধ্যে ১৯৮টি আসন নিয়ে এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় সংসদ গঠন করে। এটি মূলত ভিশন-২০২০ এরই ধারাবাহিকতা। ভিশন-২০২০ এর প্রথম লক্ষ্য তথা জাতি, গোত্র, ধর্ম নির্বিশেষে সকলে মিলে একই লক্ষ্য নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম করে।

আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবী দৃষ্টি দেন দুর্নীতি দমন করার দিকে যা সর্বপ্রথম শুরু করেন মাহাথির মোহাম্মদ। অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে আব্দুল্লাহ আহমদ বাদাবী পৃথিবীর অনেক দেশের নীতিমালা অনুসরণ করেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করেন মাহাথির মোহাম্মদের অর্থনৈতিক নীতিমালা।

এদিকে মাহাথিরের ভিশন-২০২০ কে সামনে রেখে নাজিব রাজ্জাক নতুন কিছু অর্থনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ করেন। যেমন,

১. নতুন অর্থনৈতিক নকশা[২২১] ,
২. অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি ,

[২২০] এ কে এম আতিকুর রহমান, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা, ২০১১, পৃ-৫২
[২২১] https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economic_Model

৩. সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থার পুনর্গঠন,

৪. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি,

৫. অনুপ্রেরণামূলক প্যাকেজ[২২২] ।

২ মে ২০০৯ সালে নাজিব রাজ্জাক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সরকারি পারিকল্পনা ঘোষণা করেন। যা নতুন 'অর্থনৈতিক নকশা' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। নাজিব রাজ্জাকের মতে, যদি ২০২০ সালের মধ্যে নতুন অর্থনৈতিক নকশা কাজে লাগানো যায় তাহলে এটি মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে । নাজিব রাজ্জাক বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন মালয়েশিয়ার এথনিক সম্প্রদায়কে অর্ন্তভূক্তকরণের মাধ্যমে। এটি ভিশন -২০২০ এরই একটি লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে নাজিব বলেন, "The world is changing quickly and we must be ready to change with it or risk being.[223] নাজিব রাজ্জাক কঠোর ভাবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির উপর জোর দেন এবং এ লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ভারতের সাথে পণ্য বিনিময় চুক্তি করেন।[২২৪] নিউজিল্যান্ডের সাথে এই চুক্তি হাজারো শিল্প ও কৃষিপণ্যের উপর থেকে ট্যারিফ পরিহার করবে।

মালয়েশিয়াকে ২০২০ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির হার সব সময়ই কমপক্ষে ১০ শতাংশের উপর রাখতে হবে। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত উক্ত হার প্রতিবছর সমান তালে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এ পর্যন্ত ভিশন-২০২০ যে সফলতা অর্জন করেছে তা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে বিচার করা যাবে না। বরং এর মূল সফলতা হলো 'ভিশন ২০২০' একই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। বর্তমানেও জাতি বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে মালয়েশিয়ানরা ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়ায় তাদের নিরলস পরিশ্রমই তা প্রমাণ করে। বর্তমান সরকার প্রধান নাজিব রাজ্জাক মাহাথিরের পথ অনুসরন করে সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন।

---

[২২২] https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_economic_policy_under_Prime_Minister_Najib

[২২৩] Malaysia in Major Liberation drive, Financial times, 30 June 2009

[২২৪] Malaysia to implement three Asean regional FTAs from Friday, Beranana

এছাড়া এমন কিছু প্রকল্প আছে যা মাহাথিরের শাসনামলে গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানেও সেগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলছে। অর্থাৎ সেগুলো মাহাথির পরবর্তী দুজন প্রধানমন্ত্রীর কেউই বন্ধ করেননি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটি):

যোগাযোগ খাতের উন্নয়নের জন্য মালয়েশিয়ান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ লাইট রেল ট্রানজিট বা এলআরটি প্রকল্প। এটি ১৯৯৮ সালে শুরু হয় এবং ৩০ জুন ২০১৬ তে কেলান জায়া লাইন এবং আমপাং লাইনের সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়ে অপারেশন শেষ হয়। লাইট রেল ট্রানজিট লাইন ৩ (এলআরটি 3) ২০২০ সালের মধ্যে বন্দর উতামা ও ক্লাংয়ের মধ্যে ২০ মিলিয়ন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ২০০২ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করা সরকারি কোম্পানি 'প্রসারনা মালয়েশিয়া' (Prasarana Malaysia) বর্তমানে দুটি এলআরটি নেটওয়ার্ক (কেলান জায়া লাইন এবং আমপাং/শ্রী পেটালিং লাইন), কেএলএ মনোরেল, সানওয়ে-বিআরটি এবং কুয়ালালামপুর, পেনাং, কুয়ানতান এবং কামুন্টিং বাস সার্ভিসের মালিক এবং পরিচালনাকারি। ডিসেম্বর ২০১৬ সালে প্রসারানাকে তার সেবা ব্রান্ড রেপিড কেএল নামে ক্লাং উপত্যকায় প্রথম এমআরটি সার্ভিসের অফিসিয়াল অপারেটর নিযুক্ত করা হয়।

পর্যটন শিল্প:

ডা. মাহাথির মালেশিয়ার উন্নয়নে যে সকল নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তন্মধ্যে অন্যতম হল পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৯৮৫ সালে মাহাথির মালেশিয়ার উত্তর পশ্চিমে আন্দামান সাগরের লংকাভি দ্বীপপুঞ্জকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মন্ত্রীসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রথমদিকে মন্ত্রিপরিষদের কেউই এটিকে সমর্থন করেননি। তারা এটিকে সমুদ্রের বুকে ঝড় বৃষ্টির দ্বীপে সরকারের অর্থ অপচয় বলে মন্তব্য করেন। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে একক সিদ্ধান্তে লংকাভি দ্বীপকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলেন মাহাথির। এটি বর্তমানে মালেশিয়ার এক নম্বর পর্যটন এলাকা। মালেশিয়ার সরকার দ্বীপটিকে ডিউটি ফ্রি দ্বীপ ঘোষণা করে। বর্তমানে এই পর্যটন নগরীর লোক বসতি ৭৫ হাজার। এখন তাদের আয়ের প্রধান উৎস পর্যটন

খাত। সবদিক বিবেচনা করে এই লংকাভি দ্বীপকে 'প্যারাডাইস অব মালয়েশিয়া' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়া ১৯৯১ সালে এই লংকাভি দ্বীপে প্রথমবারের মত মাহাথির উদ্বোধন করেন ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী এখন প্রতি দু বছর অন্তর লংকাভিতে অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটন মালয়েশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী শিল্পে পরিণত হয়। বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়নের জন্য মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে এই খাতকে দ্বিতীয় ইঞ্জিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এ খাত মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পর্যটক আকর্ষণের দিক থেকে ব্রিটেন ও কানাডার পরে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে মালয়েশিয়া রয়েছে তৃতীয় স্থানে। বাস্তবিকপক্ষে মাহাথিরের গৃহীত উক্ত পদক্ষেপের ফলে তাঁর আমলেই পর্যটন শিল্প দেশি বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সে ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

Foreign tourist arrivals and tourists' receipts to Malaysia, 2001-2011[225]

Year	Tourist Arrivals (M.)	TouristsReceipts (RM B.)
2001	12.7	24.2
2002	13.2	25.8
2003	10.5	21.3
2004	15.7	29.7
2005	16.4	32.0
2006	17.4	36.3
2007	20.9	46.1
2008	22.0	49.6
2009	23.6	53.4
2010	24.6	56.5
2011	24.7	58.3

উক্ত পরিসংখ্যান পর্যটন শিল্পের সাফল্যকে নির্দেশ করে।

[২২৫]Md. Anowar Hossain Bhuiyan, Chamhuri Siwar & Shaharuddin Mohamad Ismail, Asian Social Science; Vol. 9, No. 9; 2013, p-11

মালয়েশিয়ায় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বা এফডিআই:[২২৬]

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান লক্ষনীয়।

বছর	প্রকল্পসমূহ	মূলধন (মার্কিন ডলার)
২০০৭	৩৫	৬৩২.৮১ মি.
২০০৬	১২৩	১.৪৪ বি.
২০০৫	৯৪	১.৪৬ বি.
২০০৪	১২৫	১.২ বি.
২০০৩	১৮৬	৩.৮২ বি.

উক্ত পরিসংখ্যান আমাদেরকে এ তথ্য প্রদান করে যে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার যে ব্যবস্থা মাহাথির গ্রহণ করেছিলেন তা আজও অব্যাহত আছে। তবে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মালয়েশিয়ান সরকার এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

[২২৬]http://www.ukm.my/radzuan/Foreign%20Investment%20in%20Malaysia%20%20Loco%20Monitor.htm

এছাড়া বর্তমান সরকার মাহাথির কর্তৃক অটো শিল্পে গৃহীত নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও চলমান রেখেছে।[২২৭] মাহাথিরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো ছিল দীর্ঘমেয়াদি। এই দূরদর্শী শাসক ভবিষ্যৎ মালয়েশিয়াকে দেখতে পেতেন। যার ফলে তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ তার পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। মাহাথির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাবী ও নাজিব রাজ্জাক তার সময়েও বিভিন্ন পদে থেকে কাজ করেন। ফলে মাহাথিরের পরিকল্পনার প্রভাব তাদের মধ্যে প্রবলভাবেই বিদ্যমান। কিছু ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ নতুন পলিসি নিয়ে মাহাথিরের পলিসিকে বাতিল করেন, যার ফল সুখকর হয়নি। নাজিব রাজ্জাক মূলত নতুন কিছু পরিকল্পনা সংযুক্ত করে মাহাথিরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ।

[২২৭] http://www.nytimes.com/2005/08/05/opinion/philip-bowring-signs-of-real-change-in-malaysia.html

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় মধ্যযুগের 'মালয় জগত' থেকে আধুনিক মালয়েশিয়ার জন্ম। মধ্যযুগে মালাক্কা ছিল এক আজ্ঞাতনামা ধীবর পল্লী। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক রুটে মালাক্কা প্রণালীর অবস্থান হওয়ায় একে কেন্দ্র করে মুসলমানরা এক সময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যা ইতিহাসে 'মালাক্কা সালতানাত' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে মালয় উপদ্বীপে আগমন ঘটে পাশ্চাত্য বণিকগোষ্ঠীগুলোর। তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে আগমন করলেও স্থানীয়দের দুর্বলতার সুযোগে তাদের বণিকদণ্ড ধীরে ধীরে অনেকটা রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠা করে উপনিবেশ। আর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় তাদের মূল প্রেরণা ছিল উপদ্বীপের সম্পদ। উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে পর্তুগিজ ও ওলন্দাজদের তুলনায় ইংরেজরা সফল ছিল। তারা পিনাঙ, মালাক্কা ও সিঙ্গপুরকে নিয়ে 'প্রণালী উপনিবেশ'(ক্রাউন কলোনি হিসেবেও পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করে। উপদ্বীপের সম্পদ কাঁচামাল হিসেবে ইউরোপে প্রেরণ করা আবার উক্ত কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ বাজার সৃষ্টিই ছিল উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। ইংরেজরা উপদ্বীপে পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। পর্যায়ক্রমে উপদ্বীপের ৯টি রাজ্যে তারা 'রেসিডেন্ট সিস্টেম' চালু করে। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেও তারা রাজস্ব খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। বস্তুত এ অঞ্চলে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় অর্থ-সম্পদ তথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বার্থ অর্জন করাই যাদের মূল লক্ষ্য তারা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কল্যাণে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না এটাই স্বাভাবিক। যেমন ব্রিটিশ শাসনামলে মালয় উপদ্বীপে বহুজাতিক সমাজ পরিপুষ্টতা লাভ করে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই বহুজাতিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার তেমন কোন প্রচেষ্টা তাদের কার্যক্রমে লক্ষ্য করা যায় না। বরং বাণিজ্যিক স্বার্থে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা চীনা ও ভারতীয়দেরকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে এখানে বসবাসরত প্রধান ৩টি জাতিগোষ্ঠী- মালয়, চীনা, ও ভারতীয়দের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পরও উক্ত বৈষম্য প্রয়োজনানুসারে হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ছিল এ দাঙ্গার মূল কারণ।

টেংকু আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে মালয় স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৬৩ সালে মালয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্নিও এর অন্তর্গত সাবাহ এবং সারওয়াক নিয়ে "মালয়েশিয়া ফেডারেশন" গঠিত হয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের প্রধান জাতিগোষ্ঠী চীনাদের কারণে ভূমিপুত্রদের অধিকার খর্ব হতে পারে এ আশঙ্কায় ১৯৬৫ সালে মালয়েশিয়া ফেডারেশন থেকে সিঙ্গাপুরকে বহিষ্কার করে

গঠিত হয় মালয়েশিয়া। জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার প্রক্রিয়া দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমানের হাতে শুরু হয়, দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক এবং তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী তুন হোসেন ওন সেটাকে ত্বরান্বিত করেন এবং চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ সেটিকে চূড়ান্ত রূপ দান করেন।

মাহাথির হঠাৎ করেই মালয়েশিয়াকে উন্নয়নের তরীতে উঠাতে সক্ষম হননি। বস্তুত তার পূর্ববর্তী ৩ জন প্রধানমন্ত্রীর তৈরি করা উর্বর ভূমিতে তিনি শিল্পায়নের বীজ বপন করেন। অর্থাৎ মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তৃক শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্বালানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে মাহাথির মোহাম্মদ স্বযত্নে শুধু অনুসরণ করেননি, বরং সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করে বাস্তবায়ন করেন।

মাহাথিরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত ১৯৮১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত ১৯৯০-২০০৩ সালে তার স্বেচ্ছাই পদত্যাগ পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে তিনি নতুন অর্থনৈতিক নীতিসহ (এনইপি) পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীদের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করেন। তবে তিনি নতুন নতুন পলিসিও গ্রহণ করেন। যেমন ১৯৮১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি "Buy British Last" নীতি গ্রহণ করেন। বস্তুত প্রথম পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন নীতিসমূহ এবং তার প্রয়োগ দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট রচনা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন নীতিগুলোর মধ্যে যুগান্তকারী ছিল বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভিশন-২০২০ এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও পদ্ধতিতে ১৯৯৭'র অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করা।

সকল বৈষম্য দূরীকরণ এবং মালয়ীদেরকে জাতীয় জীবনের মূল ধারার সংযুক্ত করতে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ১৯৭১ সালে গ্রহণ করেন "নতুন অর্থনৈতিক নীতি" (NEP)। আর এটির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ঘটে মাহাথিরের শাসনামলে। প্রতিটি ভূমিপুত্র এনইপি দ্বারা উপকৃত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, নগরায়ণ, অর্থনীতির মূল স্রোতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা, শহর ও গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা জনশক্তি গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে NEP'র সাফল্য ছিল লক্ষণীয়। মাহাথির নিজেই বলেন NEP মালয়েশিয়ার জাতীয় চেতনা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়।

NEP বাস্তবায়নের ফলেই সমৃদ্ধির একটি পর্যায়ে মালয়েশিয়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পারস্পারিক সুসম্পর্কের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয় যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য ছিল ঈর্ষণীয়। NEP'র ফলে দেশে যে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে তার উপর ভিত্তি করেই মাহাথির ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সক্ষম হন। মাহাথিরের সফল নেতৃত্বের কারণে ঐ ক্রান্তিকালেও দেশটি জাতিগত সংঘাত মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। মাহাথির NEP বাস্তবায়ন করার পর এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য "National Development Policy" নামক দশ বছরমেয়াদি আরেকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লক্ষ্য ছিল এ নীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজটি পরিপূর্ণ করা। প্রথম দিকে এর ফলাফলও ছিল আশাব্যঞ্জক। কিন্তু ১৯৯৭'র অর্থনৈতিক সংকট এটিকে বাঁধাগ্রস্থ করে।

তবে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে অধিকাংশ চীনা ও ভারতীয়রা কোনভাবেই এনইপি'কে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে কখন গ্রহণ করতে পারেনি। অর্থাৎ পশ্চাৎপদ মালয় জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করার নিমিত্তে গৃহীত সকল ব্যবস্থাই অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি এবং বিদেশীদের দ্বারা সমালোচিত হয়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে ভূমিপুত্রদেরকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল করার তীব্র প্রয়োজন ছিল। কেননা চার চাকা সম্বলিত একটি গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতিটা চাকারই আকার সমান হতে হয়। অন্যথায় গাড়িটি নির্দিষ্ট একটি পথে ঘুরতে থাকে। ঠিক একই ভাবে দেশের বৃহৎ জনশক্তিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাহিরে রেখে বা তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত না করে দেশের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণেই মাহাথির সকল জনগণকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার নীতি গ্রহণ করেন। মাহাথিরের পদক্ষেপ ছিল সময়োপযোগী ও যথোচিত। সমালোচনাকে উপেক্ষা করে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যান মোহাথির। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর পদক্ষেপসমূহের কারণেই ভূমিপুত্ররা মালয় সমাজের নেতৃত্বে আসতে সক্ষম হয়। এরপরও পদত্যাগ করার পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "I feel disappointed because I have achieved too little in my principal task of making my race a successful race, a race that is respected."

তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের পরিবর্তে শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া মুখী হন (প্রচ্যমুখী নীতি) তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের যা কিছু কল্যাণকর তা অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন "Look East By British Letter Policy" (১৯৮১)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের '3A' নীতি যেমন এশীয়দেরকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে জাপানের অগ্রগতি এশীয়দের এই বাণী দেয় যে এশীয়রাও সক্ষম। যার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উপদ্বীপের জনগোষ্ঠীর প্রতি জাপানীদের সামরিক আগ্রাসনের বিরূপ ও বিভৎস আচরণ ভুলে গিয়ে মাহাথির রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নীতিতে জাপানীদের অনুকরণ করেন। তার এই নীতিও প্রায় সর্বাংশে সফল হয়। উক্ত নীতির ফলে মাহাথির জাপানীদের প্রশাসন ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা অনুসরণে রাষ্ট্রে দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা ও সরকারি বেসরকারি সকল পর্যায়ে কার্যকর কর্মপদ্ধতি প্রণয়নে সক্ষম হন। প্রাচ্য নীতির ফলে মালয়েশিয়ান ছাত্ররা জাপান থেকে প্রযুক্তিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মালয়েশিয়ার প্রযুক্তি শিল্পে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। প্রচ্যমুখী নীতির ফলে প্রাচ্যের দেশগুলো মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগ করে যা দেশটির অথনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলেই মাহাথির সরকার জাপানী ও দক্ষিণ কোরীয় কোম্পনীগুলোর দ্বারা তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে মেগা প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন।

প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়া নির্মাণের ফলে দেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক জটিলতা দূর হয়, জনগণের ভুগান্তি হ্রাস পায়। সর্বোপরি এটি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পেট্রনাস টাওয়ার মালয়েশিয়ায় বিখ্যাত বৈদেশিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেকে আকর্ষণ করে। মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর প্রতিষ্ঠার মাধমে দেশটির তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়নে নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়। এটি একদিকে যেমন মালয়েশিয়ানদেরকে প্রযুক্তিমুখী করে তোলে অন্যদিকে মালয়েশিয়ার তৈরি প্রযুক্তি পণ্য বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়। ফলে বিশ্বমানের প্রযুক্তি বাজারে প্রবেশ করে মালয়েশিয়া। পিনাঙ ব্রিজ, উত্তর দক্ষিণ এক্সপ্রেসওয়ের মত প্রজেক্টসমূহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নয়া গতি সঞ্চার করে যা প্রকারন্তরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় এবং সমগ্র দেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মালয়েশিয়ার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে। জেন্টিক হাইল্যান্ডস হোটেল,

মিডভ্যালী শপিং মেগামলের ন্যায় প্রকল্পগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রসারিত করে এবং দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথ সুগম করে দেয়। অর্থাৎ দেশে বিশ্বমানের কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণ করতে এবং দেশকে বিশ্ব অর্থনীতির স্রোতে শামিল করাতে দরকার উন্নত অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক মানের মার্কেট, হোটেল, পর্যটনকেন্দ্র, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নত যোগযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক বিমানবন্দর প্রভৃতি। মাহাথির নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর সবগুলোই মালয়েশিয়ায় গড়ে তোলেন। ফলে মালয়েশিয়া বিদেশী বিনিয়োগের চারণভূমিতে পরিণত হয়। তবে এ বিনিয়োগ অবাধ ছিল না বরং রাষ্ট্র নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করেই বিদেশীরা বিনিয়োগ করে। একটি কৃষি নির্ভর রাষ্ট্রকে শিল্প নির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ মাহাথির গ্রহণ করেন। এজন্য একদিকে যেমন তাকে 'Bapa Pemodenan' (Father of Modernization) বলা হয় তেমনি তাকে 'Agent of change'ও বলা হয়। প্রযুক্তি শিল্পের প্রসার ঘটাতে গিয়ে মাহাথির মালয়েশিয়ার রাবার ও টিন শিল্পের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেননি। বরং রাবার ও টিন শিল্পকে তিনি যুগোপযোগী করে গড়ে তোলেন। কাঁচা সম্পদ ব্যবহার করে বহুমুখী অর্থনীতির প্রসার ঘটান।

নিজস্ব কর্মপন্থা দ্বারা ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সফলতা অর্জন মাহাথির মোহাম্মদের প্রধান কীর্তি। সংকটটি মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। সংকট থেকে উত্তরণের পদক্ষেপ হিসেবে মাহাথির সরকার প্রথমে কার্যকারণ খুঁজে বের করে। অতঃপর প্রয়োজনানুযায়ী পর্যায়ক্রমে রিংগিত বিদেশে প্রেরণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বিনিয়োগ প্রত্যাহারের সর্বনিম্ন সময় (২০) নির্দিষ্ট, ডলারের বিপরীতে রিংগিতের মান নির্ধারণ (৩.৮ রিংগিত), ১২ মাস নীতি, Buy Malaysia, Love Malaysia প্রভৃতি নীতি প্রণয়ন, National Economic Action council (NEAC), সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Danaharta), ব্যাংক অর্থায়ন (Danamodal), Corporate Debt Restructurimy (CDRC) ইত্যাদি কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাহাথির আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক এর সাহায্য ছাড়াই উক্ত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সক্ষম হন। আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না নেওয়াটা ছিল মাহাথির বিন মোহাম্মদের অত্যন্ত দূরদর্শী এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উক্ত অর্থনৈতিক সংকট সফলভাবে মোকাবেলা করে মাহাথির উদীয়মান অর্থনীতির দেশ

মালয়েশিয়াকে ঋণ সমুদ্রে নিপতিত হওয়া থেকে শুধু রক্ষাই করেননি বরং মালয়েশিয়ান অর্থনীতিকে নয়া জীবন দান করেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মাহাথিরের সঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের বিরোধ সৃষ্টি হলে মাহাথির তাঁকে পদচ্যুত করেন। এ ঘটনার পর আন্তর্জাতিক মিডিয়ার একটি গ্রুপ মাহাথিরকে সমালোচনা করার জন্য একটি বড় ইস্যু পেয়ে যায়। বস্তুত পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার কারণে তার শত্রুর অভাব ছিল না। বস্তুত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মাহাথিরকে একদিকে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হয় তেমনি দেশ ও জনগণের বৃহৎ স্বার্থে মাঝেমধ্যে এক নায়কের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে হয়। তিনি অনেক পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হন। সমালোচিত হলেও মাহাথির লক্ষ্যচ্যুত হননি। বর্তমান মালয়েশিয়ার স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ও বিশ্ব অর্থনৈতিতে মালয়েশিয়ার অবস্থান নির্দেশ করে যে, মাহাথিরের নীতি বা পদক্ষেপসমূহ বর্তমানের মালয়েশিয়া সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য ছিল।

মাহাথির ২০২০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়াকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে প্রণয়ন করেন তাঁর বিখ্যাত নীতি "ভিশন ২০২০"। তিনি ছিলেন যুগসচেতন রাষ্ট্রনায়ক। এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সুসর্ম্পক স্থাপন প্রভৃতি ব্যতিত দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা অর্থাৎ ভিশন-২০২০ কে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে গৃহীত নীতিসমূহের মাধ্যমে মাহাথির মালয়েশিয়ায় উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটান। অ্যাডভান্স ইলেকট্রনিক্স, সাইন্টেফিক ইনিস্ট্রুমেন্ট, বায়োটেকনোলজি, এএমএম, ইলেক্ট্রো ও নন-লিনার অপটিকস, এসিএম, অপটোইলেক্ট্রনিক্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্স, এয়ারোস্পেস প্রভৃতি শিল্প তার মধ্যে অন্যতম।

'ভিশন ২০২০' ছিল জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের হাত ধরে এটি সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । দেশটির সবচেয়ে বড় সম্পদ 'মালয়েশিয়ান জনগণ' উক্ত ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকটা পথ অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের মধ্যে নবজাগরণের যে ধারা মাহাথির বপন করেন তার সুফল শুধু বর্তমান প্রজন্মই ভোগ করছে না,

আগামী দিনের মালয়েশিয়ানরাও ভোগ করবে। তবে তাঁর লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে পরবর্তী শাসকগণের প্রয়াস এবং বিশ্ব পরিস্থিতির উপর। বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ লক্ষ্যে পৌছাতে দেশটির আরো দু'দশক সময় লাগতে পারে।

মাহাথির কেন সফল হন? প্রথমেই বলতে হবে মাহাথিরের যুগোপযোগী ও বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। মালয়েশিয়ার জনগণের পশ্চাৎপদতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা, প্রভৃতি মাহাথিরকে ভাবিয়ে তোলে। ফলে শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাহাথির যে দেশেই যান, যে পরিস্থিতির সম্মুখিন হন, যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা নীতি লক্ষ্য করেন, যত সফল রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় সকল ক্ষেত্রেই তিনি মালয়েশিয়ার জন্য অনুকরণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করে তা মালয়েশিয়ার উপযোগী করে বাস্তবায়ন করেন। উদাহরণস্বরূপ তার "Look East By British Letter" নীতির কথাই উল্লেখ করা যায়। এর মূল কথা ছিল ব্রিটিশদের থেকে শিক্ষা নাও এবং প্রাচ্যের দিকে তাকাও। অর্থাৎ মালয়েশিয়ার উন্নয়নের জন্য তিনি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে যুগোপযোগী এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ভুল হয়নি। অর্থাৎ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি নয়া নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেন। দ্বিতীয়ত মাহাথির মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শান্ত রাখতে সক্ষম হন। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকলে এবং জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকলে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন করা সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মাহাথিরের সাফল্যের পিছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাহাথিরের সফলতার পশ্চাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাতীয় উন্নয়নের ধারায় সকল জাতিগোষ্ঠী বা শ্রেণির মানুষের সম্পৃক্ততা। এনইপি গ্রহণের কারণে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফলে তিনি সহজেই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করে সকল শ্রেণির জনগণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শামিল করতে সক্ষম হন। ক্ষমতা, অর্থ প্রভৃতির প্রতি মাহাথিরের নির্মোহ ও নির্লোভ দৃষ্টিভঙ্গি মাহাথিরকে সফলতার অন্যতম কারণ ছিল । এটি একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের অত্যাবশ্যকীয় গুণ। মাহাথির এই গুণের কারণেই প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে সোচ্চার হন। ফলে দুর্নীতি লক্ষ্যণীয় মাত্রায় হ্রাস পায়। দুর্নীতিমুক্ত

প্রশাসন যন্ত্রই মূলত মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এছাড়া মাহাথিরের সফলতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনগণের দেশপ্রেম।

তবে সকল ক্ষেত্রে যে তিনি সফল হন- এ দাবি মাহাথির নিজেও করেননি। যেমন মাহাথির গৃহীত National Steel Industry, Malay Crony Billionaires, Microfinance and Proverty, Bakun Hydroelectric Dam প্রভৃতি প্রকল্পসমূহ সফল হয়নি। অন্যদিকে মাহাথির Kemayan City Mall, Lot 1 Waterfront City, Danga City Mall, Kelang Valley এর ন্যায় বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে তাঁর শাসনামলে এগুলোর কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। তবে এসব প্রকল্পের বস্তবায়ন প্রক্রিয়া পুনরায় পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীগণের আমলে শুরু করা হয়। মাহাথির নিজেই বলতেন, কোন পদক্ষেপ ১০০% সফল নাও হতে পারে। তার মতে ৭০% সফল হলেও সেটি সফল।

২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর বিবিসি'র এক সংবাদে বলা হয়, "Mahathir's essentially pragmatic policies at home won him much popular support and helped transform Malaysia into an Asian economic tiger." মাহাথির মোহাম্মদ নিজেকে গণমানুষের নেতায় পরিণত করতে সক্ষম হন। তাই তাঁর অবসর গ্রহণের সময় মালয়েশিয়ার জনগণ বলেন, "মাহাথিরের বিকল্প কোথায় পাব?"

মাহাথিরের শাসনামলের সার্বিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায় যে তিনি শুধু মালয়েশিয়ার নয়, উন্নয়নশীল বিশ্বেরও একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি কৃষি নির্ভর মালয়েশিয়াকে তথ্য-প্রযুক্তি ও শিল্প নির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করে দেশটিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মালয়েশিয়া আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরির উর্বর ভূমি। বস্তুত মাহাথির দেশকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যান তা পৃথিবীর খুব কম দেশের রাষ্ট্রনায়কই পারেন। মাহাথিরের কারণেই মালয়েশিয়া সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করে। জাতিগত বৈষম্য দূর, প্রশাসনকে গতিশীল, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলাসহ উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের মধ্যমে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাহাথির মোহাম্মদের অবদান চির অম্লান।

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থঃ

১. Ashraf , Mohammad , Microfinance and Poverty: Mahathir's Failed Project in Malaysia: Dr. Mahathir's Role in Poverty Alleviation, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011

২. Allen, J. V., The Malayan Union, Yale University: New Haven, 1967

৩. Barlow, Colin (Editor) , Modern Malaysia in the Global Economy: Political and Social Change into the 21st Century , Edward Elgar Pub, 2001

৪. Boyce, Peter , Malaysia and Singapur in International Diplomacy Documents & Comments, Sydney University Press, 1968

৫. Butcher, John G., The British in Malaya, Oxford University Press, 1979

৬. Cady, John F., South-East Asia, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1979

৭. Cotterell, Arthur, A History of Southeast Asia, Singapur: Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd, 2014

৮. Drabble, John H., An Economic History of Malaysia, c.1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth, Palgrave Macmillan, 2000

৯. Fisher, C A, Southeast Asia: A Social, Economic and Political Geography, London: Mathuen, 1964

১০. Foster, William, England's Quest for Eastern Trade, London: Methuen, 1933

১১. Gullick, John M, Malaysia, London: Westview Press, 1981

১২. Hack, Karl & Blackburn , Kevin ,War Memory and the Making of Modern Malaysia and Singapore, National University of Singapore Press , 2012

১৩. Hall, D.G.E., A History of South-East Asia, New York : St Martin's Press, 1968

১৪. Idid, S A, Malaysia at 50: Achievement & Aspiration, Australia, 2008

১৫. Levinson, David & Christensen, Karen, Encyclopedia of Modern Asia, Gale, 2002

১৬. Liow, Joseph & Leifer, Michael , Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia, Routledge, 2001

১৭. Mohamad, Mahathir bin , A New Deal for Asia, Pelanduk Publications, 1999

১৮. Mohamad , Tun Dr. Mahathir , A Doctor in the House: The Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad , MPH, 2011

১৯. Mahathir, Mukhariz & Jamaluddin, Khairy, Malaya's New Economic Policy: An Overview, Kuala Lumpur, 2003

২০. Mokhtar, K.S. , Privatising Malaysian Airlines: A policy transfer approach, Penerbit Universiti Kebangsaan, Malaysia, 2008

২১. Musa , M. Bakri , The Malay Dilemma Revisited: Race Dynamics In Modern Malaysia, Create Space Independent Publishing Platform, 2nd edition , 2017

২২. Prakash, Om , The Dutch East India Company and the Economy of Bengal: 1630-1770, Princeton University Press, 1985

২৩. Purcell, Victor, The Chinese Malaya, Oxford University Press, 1948

২৪. Rahman , T A, The Memoir of Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, Shamsudin Puteh (translator), Department of Information Malaysia: Kuala Lumpur, 2007

২৫. Roff, William R, The Origin of Malay Nationalism, Yale University Press, 1967

২৬. Ryan, N. J., The Making of Modern Malaysia and Singapore: A History from Earliest Times to 1966, Oxford University Press, 1978

২৭. Sar Desai, D.R. , Southeast Asia: Past and Present, Macmillan, 1989

২৮. Silcock, T H, ed, Readings in Malayan Economics, Singapur, 1960

২৯. Sing, Vishal, A Report on Malaysia , Vol xx v. No. 4, Oct-Dec., 1969

৩০. Stiglitz, Joseph E., Globalization and its discontents, London Penguin Books, 2002

৩১. Tregonning, K. G. , A History of Modern Malaysia and Singapore, Eastern Universites Press, 1972

৩২. Watson Andaya, Barbara & Y. Andaya, Leonard, A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830, Cambridge University Press, 2015

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থঃ

১. আনসারী, মুসা, মালয় জগতের ঐতিহাসিক রূপরেখা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯
২. জাফর উল্লাহ্, মোহাম্মদ (সম্পাদক), মালয়েশিয়ার মহানায়ক ডা. মাহাথির মোহাম্মদ, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০০৭
৩. মুখপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, কলকাতা; মিত্রম, ২০১৫
৪. রহমান , এ কে এম আতিকুর, তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া, ঢাকা, ২০১১
৫. রহমান, মো: মশিউর (অনুবাদক), এশিয়া: প্রত্যশা ও সম্ভাবনা, মাহাথির মোহাম্মদ, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১
৬. সেন, ড. জহর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬

প্রবন্ধঃ

১. A Anoma, Poverty reduction strategies in Malaysia 1970-2000: Some lessons, University of Peradeniya, 2003
২. A Omar, Origins and development of the affirmative policy in Malaya and Malaysia: A historical overview, Malaysia, 2003
৩. Altaf Gauhar and Mahathir Mohamad , Mahathir Mohamad , Third World Quarterly ,Vol. 8, No. 1, Taylor & Francis, Ltd.,Jan., 1986
৪. Beng Lan Goh, The Politics of Nationality, Ethnicity, and Class in Modern Malaysia: A Look at Its Specific Unfolding in a Local Conflict in Georgetown City, Penang
৫. Bridget Welsh , TEARS AND FEARS: Tun Mahathir's Last Hurrah, Southeast Asian Affairs , ISEAS - Yusof Ishak Institute , 2004
৬. Chandran Jeshurun , MALAYSIA: The Mahathir Supremacy and Vision 2020, Southeast Asian Affairs , ISEAS - Yusof Ishak Institute , 1993

৭. E.T. Gomez & T. Edmund, Political business: Corporate involvement of Malaysian political parties, Brisbane, Centre for South East Asian Studies: James Cook University, 1994

৮. Fumitaka Furuoka, Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case Studies of the "Look East" Policy and Japanese Investment in Malaysia , *Asian Survey* ,Vol. 47, No. 3 , University of California Press, May/June 2007

৯. James Chin , Malaysia in 1997: Mahathir's Annus Horribilis , Asian Survey, Vol. 38, No. 2, University of California Press, 1998

১০.J Menon, Macroeconomic management amid ethnic diversity: Fifty years of Malaysian experience, Asian Development Bank Institute, 2008

১১.Khairiah Salwa Mokhtar, Chan Ai Reen and Paramjit Singh Jamir Singh, GSTF International Journal on Media & Communications(JMC) Vol.1 No.1, March 2013

১২. Md. Anowar Hossain Bhuiyan, Chamhuri Siwar & Shaharuddin Mohamad Ismail, Asian Social Science; Vol. 9, No. 9; 2013

১৩. Md Shukri Shuib, Mohamad Nasir Saludin & others, The Role of Malaysian Leaders in Nation Building Process (1957-2003), Arts and Social Sciences Journal, Volume 2010: ASSJ-3

১৪. Third Malaysia Plan 1976–1980, Kuala Lumpur: The Government Publisher

১৫.Wietske Overtoom, Mahathir's "Look East" policy: Changing the values of the Malays, 2014

১৬.Zainal Aznam Yusof & Deepak Bhattasali , Economic Growth and Development in Malaysia: Policy Making and Leadership, The World Bank

On behalf of the Commission on Growth and Development , Washington Dc, 2008

১৭.ব্রিটিশ মালয়ে এলিট বিরোধের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতি, মুসা আনসারী, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ-১৩৯৫

১৮. বৃটিশ মালয়ে সনাতনী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ নীতি, মুসা আনসারী, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র-১৩৯৫

১৯.মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি, মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৪০৮

২০. দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রূপ, আবুল কালাম, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ-১৩৯৫

২১.মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মালাক্কা সালতানাত: সরকার ও রাজনীতি, প্রবন্ধ সংকলন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ

ওয়েবসাইট এবং অনলাইন পত্রিকা:

১. https://www.investopedia.com/terms/t/tiger-cub-economies.asp
২. https://www.britannica.com/place/Malaysia/Economy
৩. https://www.thefamouspeople.com/profiles/mahathir-mohamad-5815.php
৪. http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4a/entry-3627.html
৫. http://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-malaysia/
৬. https://searchinginhistory.blogspot.com/2014/01/look-east-policy-of-malaysia.html
৭. https://jebatmustdie.files.wordpress.com/2009/06/13-may-1969-analysis-by-jmd.pdf

৮. https://www.ctrm.com.my/corporate.html#section-about

৯. https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mys/

১০.https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia

১১.https://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/20000127-28_Vijakumari_Kanapathy.pdf

১২.*www.lgm.gov.my/GreenMaterial/TheMalaysianNRIndustry.pdf*

১৩.Ian Buruma, The New Yorker, May 19, 2009 <>

১৪.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2059518.stm

১৫.https://newint.org/features/1989/05/05/proton

১৬.*unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf*

১৭.https://eh.net/?s=Economic+History+of+Malaysia

১৮. Statement by Bank Negara Malaysia, 8 October, 2003

১৯.http://www.studymode.com/essays/Contribution-Of-Tun-Dr-Mahathir-Mohamad-1504602.html

২০. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264837787900299

২১.http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/about-us/corporate-profile/

২২. Malaysia in Major Liberation drive, Financial times, 30 June 2009

২৩. Malaysia to implement three Asean regional FTAs from Friday, Beranana

২৪. http://www.ukm.my/radzuan/Foreign%20Investment%20in%20Malaysia%20%20Loco%20Monitor.htm

২৫. http://www.nytimes.com/2005/08/05/opinion/philip-bowring-signs-of-real-change-in-malaysia.html

২৬. *http://mole.my/abandoned-mahathir-era-projects-in-jb-being-revived/*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পেট্রোনাস টাওয়ার

পেট্রোনাস টাওয়ার

জেনটিং হাইল্যান্ডস

জেনটিং হাইল্যান্ডস এর বিনোদন কেন্দ্র

পারডেনা পুত্রা

পুত্রজায়া বোটানিকাল গার্ডেন

কুয়ালালামপুর শহর

কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

লংকাভি পর্যটন কেন্দ্র

লংকাভি সমুদ্র সৈকত

মিডভ্যালি শপিং মেগা মল

ও আই ও সিটি মল

পুত্রজায়া মসজিদ

পুত্রজায়া মসজিদ

পিনাঙ ব্রিজ

সাইবারজায়া

প্রোটন সাগা গাড়ির মডেল

প্রোটন সাগা গাড়ির মডেল

পারডেনা বোটানিকাল গার্ডেন

সেপাঙ সার্কিট

পুত্রজায়া আলামান্ডা

পুত্রজায়ার একটি হোটেল